মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুসলিম শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৭৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৯৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬৭৯/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 984-06-0008-7

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪১১
রবিউস সানী ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বর্ণবিন্যাস
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল ওদুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫ শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

MUSLIM SHARIF (2nd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri (Rh.) translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone : 8128068 May 2004
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
web site : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 160.00 US Dollar : 7.00

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আল-নিশাপুরী (র) এই সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৩ লাখ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর 'সহীহ্' সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীয়াতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ করা এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীয়াতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এখানে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়াতের মৌলিক দু'টি উৎস—পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের প্রথিতযশা আলেমদেরকে দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯১ সালে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। ২০০৩ সালে এটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

এ. জেড. এম শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী—পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী—পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফিয আবু বকর আল-খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই 'সহীহ' সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্‌ম, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস এবং সূত্র ও ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী, জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহত ভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ -"ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া"--(উমদাতুল কারী, ১ম খ., পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান—যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত। যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী ﷺ তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতেন না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে—তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ -এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى.

"তিনি (নবী ﷺ) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন—তা সবই আল্লাহর ওহী"—(সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ.

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন—তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম"-(সূরা আল-হাক্কা ঃ ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "রুহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"-(বায়হাকী শারহুস্ সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিব্‌রাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তাক্‌বীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।"(নাইলুল আওতার ৫ম খ.পৃ. ৫৩) "জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস "(আবূ দাঊদ, ইবন মাজা ও দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"—(সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) লিখেছেন দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حَدِيْثٌ) মানে কথা; প্রাচীন ও পুরাতন এ বিপরীত বিষয়। এর অর্থে যেসব কথা-কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন—তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে—তাকে কাওলী(কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ -এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আসার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে—তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না. কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকুফ হাদীস।'

ইল্‌মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন—তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন—তাঁকে মুহাদ্দিস (شيخ) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (حافظ الحدي) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বক্‌র ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন—তাকে হাফিয (حافظ) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে—তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ' ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে—তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে—তাকে মাকতূ হাদীস (مقطوع) বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র) এর সহীহ্-এ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্‌তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এই রূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়—যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যিনি একমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন—সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন—সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج = প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম—অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে—তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন—তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে—যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এই রূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে—তাকে মু'আল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে—অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্তা গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত—তাকে সহীহ্ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্তা গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে- তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিকহ্‌বিদগণ সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন—তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়—অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ -এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে—তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত—তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে- তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন—যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব—তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক-দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

(المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল মু'জাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল মুস্তাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় -সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আর কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ্ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ- আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ (السنن الاربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) ও তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ্ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি; 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ' সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ্।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ্ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ্-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহ্গণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ্, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাভী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ,গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাববুয-যু'আফা, ইব্ন আসীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরি উক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ্ হাদীস রয়েছে ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ্ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ্ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ্ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।

এরূপে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ্, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ্ হাদীস ও সহীহ্ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে 'সিহাহ্ সিত্তা,' 'মুআত্তা ইমাম মালিক' ও 'সুনানা দারিমী' ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ্ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২.সহীহ্ ইব্ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল মাক্‌দিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবূ আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি) এবং ইব্ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হি.)ও এক একটি সহীহ্ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)[১]-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্ন আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা

১. এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তাকরার' বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন বার বর্ণনা করেছেন।

সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে ঃ হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমন কি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে (তাদবীন ৫৪ পৃ.)। অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ -এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ২য় খ., পৃ. ৯০ উমদাতুল কারী, ২য় খ.পৃ. ৩৫)।

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে"—(বুখারী) তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শোনা হবে"—(মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা কর"—(মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও"—(বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ বলেন, "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়"— (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উল্লেখিক বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তার সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ

করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন—উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তার নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন—সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন—আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম—তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত"—(আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খ. পৃ. ১৬১)।

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করি"—(দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল—সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহ্লুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথা-সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তার ইন্তিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ

لَاتَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُه

"আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না—মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক—যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শোনতাম—মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি

হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ

"তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"- (আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)।

তার সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন— যা আমি নবী ﷺ-এর নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫) এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন ঃ اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْ مَا بِيَدِهٖ اِلَى الْخَطِّ

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও"-অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন-(তিরমিযী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন-আবূ শাহ-ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী ﷺ ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন" (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেস্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ. পৃ.৫৭৩)।

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন-(মুসনাদ আহমাদ)।

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১ম খ. পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তার দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তার মুখে যে কথাই শুনতে

পেতেন—তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর সহিফায়ে সাদিকা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফায়ে সহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা), মাকতুবাতে নাফি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন—তেমনি ভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশ তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্‌ন সীরীন, নাফি, ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইব্‌রাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবই তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাব্‌ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আযম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামি সুফইয়ান সাওরী, জামি ইবনুল মুবারক, জামি ইমাম আওযাঈ, জামি ইব্‌ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক সহীহ্ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুদ দারি কুতনী, সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবরানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত তাহাবী এবং আরো কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল-কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য ও গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান

কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ্ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগ দেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন, এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অধ্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে যাবে।

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তাঁর গোত্র বনু কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্ব পুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষা ক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইবন মানসুর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবূ হাতিম আর রাযী, মূসা ইবন হারূন, আহমদ ইবন সালামা, মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চমর্যাদা ও স্থানের কথা তারা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন ঃ যতদিন আল্লাহ্ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখবেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইমাম আবূ যুর'আ ও আবূ হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবূ কুরায়শ বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন ঃ ইমাম মুসলিম হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ্ মুসলিম, আল মুসনাদুল কাবীর ও আল-জমিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন ঃ তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেননি বা কাউকে গালি দেননি বা মারেননি।

ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়ে মগ্ন ছিলেন। একবার তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি। পরে ঘরে এসে তিনি তার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও একে একে শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা আমি যেন বসবাস করতে পারি।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো আস-সিহাহ্ আস সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মধ্যে সহীহ্ বুখারীর পরে হলো সহীহ্ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন কোন হাদীসকে সহীহ্ বলে এই গ্রন্থে শামিল করেন নাই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম বলেন ঃ আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সম্বন্ধে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি, আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ্ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই আমি তা এই গ্রন্থে শামিল করেছি। তিনি আরো বলেন ঃ কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ্ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে শামিল করি নাই বরং এই কিতাবে কেবল সেই সব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি যেগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈয়ার করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ দুইশ বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ বছরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমান কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। আজও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্ব মানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নাই। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নাই। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায় তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যা ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসীন এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে (যার মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখি নাই) এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখি নাই। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইয়ামানী বলেন ঃ কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতণ্ডা শুরু করে। তারা বলছিল বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম ঃ বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন তেমনি অভিনবত্ব, বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ্ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্‌ন কুরতবী সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন ঃ ইসলামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ নাই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তার নিকট থেকে বহু ছাত্র শ্রবণ করেছেন এবং তার সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনা ধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুফিয়ান নিশাপুরী। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সুফিয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি কিসের ওয়াসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তার হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এই মহাগ্রন্থখানির ওয়াসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

মুসলিম শরীফ অনুবাদকদের তালিকা

দেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তা-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফ অনুবাদের সঙ্গে যে সমস্ত মুহাদ্দিস সংশ্লিষ্ট ছিলেন নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা কুতবুদ্দীন

৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

৪. মাওলানা মুমিনুল হক

৫. মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ

৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ

৭. মাওলানা আবদুল জলীল

৮. মাওলানা হাসান রহমতী

৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

১০. মাওলানা আহমদ হুসাইন

১১. মাওলানা বুরহান উদ্দীন

১২ . মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন

১৩ . মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন

১৪. মাওলানা আবদুল মতীন মাসউদী

১৫ . মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুছান্না (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ....

২. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীল কৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী ফার্সী উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ) রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম, আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুলাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন হযরত আনাস, আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ২ ঃ ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নম্বর আয়াত।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারক-বাদ জ্ঞাপন করছি যে তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাঁদের ও আমাদের সকল গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত—পবিত্রতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত—পবিত্রতা

١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ফযীলত

٤٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

৪২৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র)......আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, পবিত্রতা হল ঈমানের অংশ। 'আল-হামদুলিল্লাহ্' (শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ্' (পাল্লাকে) ভরে দেয়, কিম্বা [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হল আলো, সাদাকা হল প্রমাণিকা, ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ সত্তার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় ধ্বংসকারী।

٢- بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلٰوةِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের জন্য তাহারাতের (পবিত্রতার) আবশ্যকতা

٤٢٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى ابْنِ

عَامِرٍ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لِيْ يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

৪২৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)......মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) অসুস্থ ইব্ন আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইব্ন আমির তাঁকে বললেন, হে ইব্ন উমর! আপনি কি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন না? ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদাকা কবুল হয় না। আর তুমি তো ছিলে বস্রার শাসনকর্তা।

٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... শু'বা (র) থেকে, অন্যসূত্রে আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)... ইসরাঈল (র) থেকে, সকলে সিমাক ইব্ন হারব (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

৪২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারুর উযূ ভেঙ্গে গেলে তার সালাত কবুল হয় না উযূ করার পূর্ব পর্যন্ত।

٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ وَكَمَالِهِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার নিয়ম ও উযূর পূর্ণতা

٤٢٩- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاءُنَا يَقُوْلُوْنَ هٰذَا الْوُضُوْءُ اَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ اَحَدٌ لِلصَّلاَةِ .

৪২৯. আবুত্ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)....... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উযূর পানি চাইলেন। এরপর তিনি উযূ করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি [উসমান (রা)] তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন। এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ্ করলেন। এরপর তাঁর ডান পা টাখ্নু পর্যন্ত ধুইলেন এরপর বাম পা অনুরূপভাবে ধুইলেন। এরপর তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। এবং উযূর শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করেনি, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। ইব্ন শিহাব বলেন, আমাদের আলিমগণ বলতেন যে, সালাতের জন্য কারোর এ নিয়মের উযূই হল পরিপূর্ণ উযূ।

٤٣٠– وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَاى عُثْمَانَ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ
مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْاِنَاءِ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ اِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৪৩০. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......হুমরান মাওলা উস্মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে দেখেছেন যে, হযরত উসমান (রা) পানির পাত্র আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি দু'কব্জির উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং উভয়টি ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তিনি কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন তিনবার। তারপর মাথা মাসেহ্ করলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন তিনবার। এরপর তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করবে এবং এর পরে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যাতে সে মনে মনে ভিন্ন কোন কল্পনা করেনি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤– بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلٰوةِ عَقِبَهُ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ এবং তারপর সালাত আদায়ের ফযীলত

٤٣١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ
وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهُ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ آيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّى صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا.

৪৩১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র)...... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মসজিদের চত্বরে ছিলেন এমন সময়ে আসরের সালাতের জন্য মু'আয্যিন আসলেন। হযরত উসমান (রা) উযূর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর উযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব–যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে একটি আয়াত না থাকত তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে হাদীস শোনাতাম না। আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যেই মুসলিম ব্যক্তি উযূ করবে এবং উযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٣٢– وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ أُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيْ الْمَكْتُوْبَةَ.

৪৩২. আবূ কুরায়ব, আবূ উসামা থেকে, অন্য সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব ওয়াকী (র) থেকে- অন্য সূত্রে ইব্ন আবূ উমার সুফিয়ান থেকে আবার সকলে হিশামের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামার সূত্রে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, "অতঃপর সে তার উযূকে সুন্দররূপে করে তারপর ফরয সালাত আদায় করে"।

٤٣٣– وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللّٰهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا وَاللّٰهُ لَوْلاَ آيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ : « إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى إِلٰى قَوْلِهِ اللاَّعِنُوْنَ ».

৪৩৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) উযূর কাজ সেরে বললেন যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি শোনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন উযূ করে এবং উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে তারপর সালাত আদায়

করে তখন তার সালাত ও পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। উরওয়া (র) বলেন, আয়াতটি হল ঃ "আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়"। (সূরা ২ ঃ ১৫৯)

٤٣٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِيْ قَالَ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ تُؤْتِ كَبِيْرَةٌ وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

৪৩৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ...... আম্র ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকূকে উত্তমরূপে আদায় করে তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

٤٣٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَادِيْثَ لاَ أَدْرِيْ مَاهِيَ إِلاَّ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

৪৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহমদ ইব্ন আবদা আয্যাব্বী (র) ...... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট উযূর পানি আনলাম। অতঃপর তিনি উযূ করলেন, তারপর তিনি বললেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনেক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আমি ওসব জানি না তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তিনি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার সালাত আদায় ও মসজিদের দিকে গমনের সাওয়াব থাকবে অতিরিক্ত। ইব্ন আবদা-এর সনদে بِوَضُوْءٍ কথাটি বাদ দিয়ে কেবল أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ বলা হয়েছে।

٤٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ اَنْ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلاَ اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) .... আবূ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) উযূর আসনে উযূ করতে বসে বললেন যে, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ করা দেখাব? তারপর তিনি তিন তিন বার ধুয়ে উযূ করলেন। কুতায়বা (র) আনাস (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেছেন, তখন উসমান (রা)-এর পাশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

٤٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانٍ قَالَ كُنْتُ اَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُوْرَهُ فَمَا اَتٰى عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يُفِيْضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هٰذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ اَوْ اَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ فَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُوْرَ الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

৪৩৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (রা) .... হুমরান ইব্ন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে উযূর পানি দিতাম। আর তিনি প্রত্যহ গোসল করতেন। হযরত উসমান (রা) বলেছেন, আমাদের এ সালাত আদায়ের পর, মিস'আর বলেন, আমার মনে হয় সালাতটি ছিল আসরের- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস বর্ণনা করতে মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি ঠিক করতে পারছি না যে, তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব না নীরব থাকবো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে আমাদেরকে বলুন, আর অন্য কিছু হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, কোন মুসলমান যখন পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তার উপর যে পবিত্রতা অপরিহার্য করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করে এবং তারপর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহলে এ সকল সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٣٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ

يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فِيْ إِمَارَةِ بِشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ فِيْ إِمَارَةِ بِشْرٍ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوْبَاتِ .

৪৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয তাঁর পিতার সূত্রে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে উযূকে পূর্ণভাবে করে তাঁর পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ে (গুনাহের) কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। ইব্‌ন মু'আযের হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু গুনদূর বর্ণিত হাদীসে বিশ্‌রের নেতৃত্বের কথা কিম্বা ফরয সালাতের কথা উল্লেখ নেই।

٤٣٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا قَالَ وُضُوْءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৪৩৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আইলী (র) .... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উসমান (রা) খুব উত্তমরূপে উযূ করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং উত্তমরূপে উযূ করেছেন তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়মে উযূ করে এবং তারপর কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বেরিয়ে যায়, তার বিগত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٤٠- وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ .

৪৪০. আবুত্ তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) .... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে উযূ করে, অতঃপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিম্বা তিনি বলেন, জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিম্বা তিনি বলেন, মসজিদে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।

٥- بَابُ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ-

৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে।

٤٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرَ.

৪৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।

٤٤٢- حَدَّثَنِىْ نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

৪৪২. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

٤٤٣- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اِسْحٰقَ مَوْلٰى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

৪৪৩. আবুত তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আইলী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত এই সব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে।

٦- بَابُ الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوْءِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ।

٤٤٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْاِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَاَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَاِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُوْلُ الَّتِي قَبْلَهَا اَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُمَرُ قَالَ اِنِّي قَدْ رَاَيْتُكَ جِئْتَ اٰنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ.

৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র) .... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উট চরানোর দায়িত্ব নিজেদের উপরে ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলমান সুন্দররূপে উযূ করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ রেখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" 'উক্‌বা বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ওহ, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখেছি, এইমাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কামিল বা পূর্ণরূপে উযূ করে এই দু'আ পাঠ করবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে।

٤٤٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَاَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৪৪৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি উযূ করে পাঠ করবে- "আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

٧- بَابُ اٰخَرُ فِىْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পদ্ধতি বর্ণনায় আরেক অনুচ্ছেদ

٤٤٦- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيْلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَاَ مِنْهَا عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَاْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্নুস সাববাহ্ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূর মত উযূ করে আমাদের দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুইলেন, তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই আঁজলা দিয়ে। এরূপ তিনবার করলেন। আবার পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে আবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে বের করে মাথা মাসেহ্ করলেন- দুই হাত সামনের দিকে আনলেন ও পিছন দিকে নিলেন। তারপর উভয় পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বললেন ঃ এইরূপ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ।

٤٤٧- وَحَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

৪৪৭. কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা, খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ, সুলায়মান ইব্ন বিলাল, আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে ঐ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'পায়ের গ্রন্থি' পর্যন্ত শব্দটি উল্লেখ করেন নিই।

٤٤٨- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ

فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৪৪৮. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী, মা'ন (র)...... মালিক ইব্ন আনাস (রা) থেকে আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বলেছেন, "কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার" আর আঁজলার কথা বলেন নি। অবশ্য 'সম্মুখের দিকে আনলেন ও পিছনের দিকে নিলেন' কথার পর বৃদ্ধি করেছেন, "মাথার সন্মুখ থেকে পেছন পর্যন্ত মাসহ্ করেছেন এভাবে যে, মাথার সন্মুখ ভাগ থেকে মাসহ্ আরম্ভ করলেন, এরপর উভয় হাত গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; পুনরায় উভয় হাত ফিরিয়ে আনলেন যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত, তারপর উভয় পা ধুইলেন।

٤٤٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ أَمْلٰى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ وُهَيْبٌ أَمْلٰى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرَّتَيْنِ.

৪৪৯. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র) .... আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি তিনবার তিন অঞ্জলী দিয়ে কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও নাক ঝেড়ে নেন। তিনি আরো বলেন ঃ এরপর সন্মুখ থেকে পেছনে এবং পিছন থেকে সন্মুখে (হাত নিয়ে) একবার মাথা মাসহ্ করেন। রাবী বাহ্য্ বলেন ঃ উহায়ব আমাকে হাদীসটি লিখিয়েছেন, উহায়ব বলেন ঃ আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) আমাকে এই হাদীসটি দুইবার লিখিয়েছেন।

٤٥٠– حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا وَالْأُخْرٰى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى أَنْقَاهُمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

৪৫০. হারূন ইব্ন মা'রূফ, হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী এবং আবুত্ তাহির (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম মাযিনী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলকে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি প্রথমে কুলি করলেন, নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন, তিনবার ডান হাত এবং বাম হাত তিনবার। আর এমন পানি দিয়ে মাথা মাসেহ্ করলেন, যা হাতের অবশিষ্ট পানি নয়। তারপর উভয় পা পরিষ্কার করে ধুইলেন। আবুত তাহির (র) বলেন, ইব্ন ওহাব (র) হাদীসটি আম্র ইবনুল হারিসের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْاِسْتِنْثَارِ وَالْاِسْتِجْمَارِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা

٤٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

৪৫১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যার ঢেলা নিবে। আবার যখন উযূ করবে তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নিবে।

٤٥٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ.

৪৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এগুলি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তারমধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন উযূ করবে তখন দুই নাসারন্ধ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।

٤٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

৪৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে উযূ করবে, সে যেন নাক ঝড়ে, আর যে ইস্‌তিনজা করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ঢেলা ব্যবহার করে।

٤٥٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৪. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর এবং হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٥٥- حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّارَوَرْدِيَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ.

৪৫৫. বিশ্‌র ইবনুল হাকামী আবদী (রা)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে সে যেন প্রথমত (পানি দিয়ে) তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ শয়তান নাসারন্ধ্রে রাত্রি যাপন করে।

٤٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ.

৪৫৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ঢেলা ব্যবহার করবে তখন বেজোড় সংখ্যক নিবে।

٩- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

৯. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

٤٥٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَبُو الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلٰى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ فَتَوَضَّاَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৫৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আবুত তাহির ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)...... সালিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ইন্তিকালের দিন নবী সহ-ধর্মিনী আয়েশার কাছে উপস্থিত হই। সে সময়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরও এলেন এবং তাঁরা সেখানে উযূ করতে লাগলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি যে, আফসোস ঐ গোড়ালীগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

٤٥٨- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ আবদুল্লাহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবূ মা'ন রুক্কাশী (র)...... সালিম মাওলা মাহযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٠- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)...... সালিম মাওলা শাদ্দাদ ইব্ন হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলাম। তখন তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦١- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.

৪৬১. যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ফিরছিলাম। রাস্তায় এক যায়গায় পানি ছিল। তখন কিছু লোক জলদী আসরের সময়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াহুড়া করে উযূ করল। অতঃপর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আফসোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অতএব পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন কর।

٤٦٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ.

৪৬২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার শু'বা (র) সূত্রে উভয়ে উক্ত সনদে মানসূর থেকে বর্ণনা করেন, তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে "পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন করবে" কথাটি নাই। এই হাদীসের সনদে "আবূ ইয়াহ্ইয়া" শব্দের সহিত "আল আ'রাজ" যুক্ত আছে।

٤٦٣- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৩. শায়বান ইব্ন ফাররূখ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন এক সফরে নবী ﷺ আমাদের পিছনে পড়ে যান। অবশেষে তিনি আমাদের পেলেন যখন আসরের সময় উপস্থিত। আর আমরা উযূ করতে গিয়ে পা মাস্‌হ করছি। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, আফসোস, ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা জাহান্নাম।

٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৪. আবদুর রাহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার গোড়ালি ধোয়নি। তখন তিনি বললেন, আফসোস ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা জাহান্নাম।

٤٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

৪৬৫. কুতায়বা, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করছে। তখন তিনি বললেন ঃ পূর্ণরূপে উযূ কর। কারণ, আমি আবুল কাসিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আফসোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম!

٤٦٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আফসোস, ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

١٠- بَابُ وُجُوْبِ اسْتِيْعَابِ جَمِيْعِ اَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

٤٦٧- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَاَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وَضُوْئَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

৪৬৭. সালামা ইবন শাবীব (র)...... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি উযূ করতে তার পায়ের উপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী ﷺ বললেন ঃ যাও, আবার ভালভাবে উযূ করে আস। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) উযূ করে সালাত আদায় করল।

١١- بَابُ خُرُوْجِ الْخَطَايَا مَعَ الْمَاءِ.

১১. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পানির সঙ্গে গুনাহ্ ঝরে যাওয়া

٤٦٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ.

৪৬৮. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ এবং আবুত্ তাহির (র)...... শব্দগুলো আবুত্ তাহির থেকে গৃহীত, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান কিংবা বলেছেন, কোন মু'মিন বান্দা যখন যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ্ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু' চোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ্ বের হয়ে যায়। যেগুলো তার দু' হাতে ধরেছিল। এবং যখন দুই পা ধোয় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ্ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে (উযূর শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

٤٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ مَعْمَرِبْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার রিবঈ আল-কায়সী (র)...... উস্মান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ্ বের হয়ে যায়, এমন-কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ্) বের হয়ে যায়।

١٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ فِي الْوُضُوْءِ.

১২. অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব

٤٧٠- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِيْنَارٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى حَتّٰى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ.

৪৭০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র), কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন দীনার ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপেই তা ধুইলেন। এরপর তিনি ডান হাত ধুইলেন এমন কি বাহুর কিছু অংশও ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুয়ে ফেললেন। এরপর মাথা মাসহ্ করলেন। তারপর তিনি ডান পা ধুইলেন এমনকি গোছারও কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ তিনি ধুয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই উযূ করতে দেখেছি"। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "উযূ পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে করার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং হাত পা উজ্জ্বল হবে। অতএব, তোমাদের যার ইচ্ছা সে যেন তার মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়।

٤٧١- وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتّٰى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى رَفَعَ اِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِي يَاتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

৪৭১. হারূন ইব্ন সাঈদ আল আয়লী (র)...... নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি (আবূ হুরায়রা) তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এমনকি ধুইতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উপক্রম হলো। তারপর উভয় পা ধুইলেন এবং গোছা ধুয়ে নিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযূর বদৌলতে মুখমণ্ডল নূরানী এবং হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায় আসবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে তার মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চায় সে যেন তা করে।

٤٧٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ حَوْضِي اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّي لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ.

৪৭২. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবূ উমার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার হাউয হবে আদন থেকে আয়লার যত দূরত্ব তার থেকেও বেশী দীর্ঘ। আর তা হবে বরফের থেকেও সাদা এবং দুধ মধু থেকেও মিষ্টি। আর তার পাত্রের সংখ্যা হবে তারকা রাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে তার হাউয থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মাতের হবে না। উযূর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে।"

٤٧٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِي مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُ عَلَيَّ اُمَّتِي الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهِ قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُوْنَ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ هٰؤُلَاءِ مِنْ اَصْحَابِي فَيُجِيْبُنِي مَلَكٌ فَيَقُوْلُ وَهَلْ تَدْرِي مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

৪৭৩. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্‌ন আতা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন (অন্যান্য উম্মাতের) লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। (আর তা হল) তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায়। এটা হবে উযূর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাঁধা দেয়া হবে তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন এর জবাবে একজন ফেরেশ্‌তা আমাকে বলবে, "আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন ঘটিয়েছিল?"

٤٧٤- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ.

৪৭৪. উস্‌মান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার হাউয আদ্‌ন থেকে আয়লা-র যত দূরত্ব তার চেয়েও বড় হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি সে হাউয থেকে (অন্যান্য) লোকজনকে দূর করে করে দেব যেমনিভাবে লোকে অপরিচিত উটকে তার হাউয থেকে দূর করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা আমার কাছে এ অবস্থায় আসবে যে, উযূর কারণে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী হবে এবং তোমাদের হাত-পা ঝলমল করতে থাকবে। তোমাদের ছাড়া আর কারো এরকম হবে না।

٤٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا.

৯—

৪৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের ঘর। ইনশা আল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, "কেন, যদি কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না"? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তাঁরা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, "এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল"। তখন আমি বলব, "দূর হ', দূর হ'।"

٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وَحَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ.

৪৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)-এর এবং ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরস্থানে গেলেন ও বললেন, "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের ঘর। আর আমরা ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে এসে শামিল হবো। ইসমাঈল ইব্ন জাফর-এর বর্ণিত (পূর্বের) হাদীসের অনুরূপ। তবে মালিক-এর হাদীসে اِلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِ স্থলে فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ (অবশ্যই কিছু লোককে আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে) রয়েছে।

١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

১৩. অনুচ্ছেদ : যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে।

٤٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتّٰى تَبْلُغَ اِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ مَاهٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ يَابَنِيْ فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هٰهُنَا عَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَاتَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ.

৪৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম তিনি সালাতের জন্য উযূ করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত (ধোয়ার সময়) লম্বা করে দিলেন এমন কি (ধুইতে ধুইতে) বগল পর্যন্ত পৌছলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কেমন উযূ! তিনি বললেন, হে ফাররূখের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ, তাহলে আমি এরকম উযূ করতাম না। (এ জন্য এরকম করেছি যে), আমি আমার দোস্ত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মু'মিনের যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌছবে– সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে।

١٤– بَابُ فَضْلِ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করার ফযীলাত

٤٧٨– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র), কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশী পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত (তথা নিজকে আটকে রাখা)।

٤٧٩– حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৭৯. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র)...... আলা ইব্ন আবদুর রাহমান থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শু'বার বর্ণিত হাদীসটিতে "رباط" শব্দটির উল্লেখ নেই। আবার মালিকের বর্ণিত হাদীসে 'رباط' শব্দটি দু'বার উল্লিখিত হয়েছে।

١٥- بَابُ السِّوَاكِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মিস্ওয়াকের বিবরণ

٤٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৪৮০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আম্র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মু'মিনদের ওপর (যুহায়র-এর হাদীসে আছে আমার উম্মাতের উপর) যদি কষ্ট সাধ্য না হত তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

৪৮১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)...... মিকদামের পিতা শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিস্ওয়াক করতেন।

٤٨٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ.

৪৮২. আবূ বাক্র ইব্ন নাফি আল-আবদী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমেই মিস্ওয়াক করতেন।

٤٨٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ الْمَعْوَلِىُّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ.

৪৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম তখন মিস্ওয়াকের এক পাস তার জিহ্বার উপর ছিল।

٤٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَ قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

٤٨٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُوْلُوْا لِيَتَهَجَّدَ.

৪৮৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন এরপর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসে তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

٤٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ «اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتّٰى بَلَغَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى.

৪৮৭. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে রাত যাপন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ রাতে উঠলেন। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর আলে-ইমরানের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিস্ওয়াক করলেন এবং উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর ফিরে এসে মিস্ওয়াক করলেন, উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ.

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মানবীয় ফিতরাতের-অভ্যাসের বিবরণ

٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা, আম্‌র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফিতরাত (তথা সুন্নাত) পাঁচটি অথবা তিনি বলেছেন, পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত–খাতনা করা, ক্ষৌর কার্য করা (নাভির নিচের পশম কাটা) নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং গোফ ছাঁটা।

٤٨٩- حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْاِخْتِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ.

৪৮৯. আবুত্ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফিতরাত পাঁচটি। খাতনা করা, ক্ষৌর কার্য (নাভির নিচের পশম কাটা) করা, গোফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

٤٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لاَنَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

৪৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নীচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না যায়।

٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللُّحٰى.

৪৯১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

৪৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

٤٩٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوا اللُّحٰى.

৪৯৩. সাহল ইব্ন উসমান (র) ...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর- গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٤- وَحَدَّثَنِي اَبُوْبَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللُّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ.

৪৯৪. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর-(এভাবেই) তোমরা অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।

٤٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيْعُ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْاِسْتِنْجَاءَ.

৪৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত- গোফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, নাক কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা। হাদীসের রাবী মুস'আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। এ হাদীসের বর্ণনায় কুতায়বা আরো একটি বাক্য বাড়ান যে, ওয়াকী বলেন, اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ ইস্তিনজা করা।

٤٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَبُوْهُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ.

৪৯৬. এই হাদীসটিই আবু কুরায়ব-এর সূত্রে মুস'আব ইব্ন শায়বা (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, তার পিতা বলেন, আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গিয়েছি।

١٧- بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিনজার বিবরণ

٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهٰنَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْبَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْبِعَظْمٍ.

৪৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে বলা হল, তোমাদের নবী ﷺ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা বা পেশাবের সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে এবং গোবর বা হাঁড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে।

٤٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُوْنَ اِنِّىْ اَرَاى صَاحِبَكُمْ حَتّٰى يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ نَهَانَا اَنْ يَسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ اَوْيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَايَسْتَنْجِى اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ.

৪৯৮. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না (র).....সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী (রাসূল) ﷺ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেন! (জবাবে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে ইস্‌তিনজা করতে, (ইস্‌তিনজার সময়) কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢেলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা না করে"।

٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْبِبَعْرٍ.

৪৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাড় অথবা গোবর দিয়ে মুছতে (ইস্‌তিনজা করতে) নিষেধ করেছেন।

٥٠٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِىَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىُّ عَنْ اَبِى

أَيُّوْبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ قَالَ نَعَمْ.

৫০০. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাও তখন কিব্‌লার দিকে মুখ করে বসো না এবং পিছন করে বসো না- পেশাব করতেও না, পায়খানা করতেও না; বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বস।[১] আবূ আইউব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিব্‌লার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র কাজে মাগফিরাত চাইতাম। রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, এ সম্পর্কে আমি সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হাঁ শুনেছি।

٥٠١- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدْبِرْهَا.

৫০১ আহ্‌মাদ ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন খিরাশ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে কখনো যেন সে কিব্‌লার দিকে মুখ করে এবং সেদিকে পিছন দিয়েও না বসে।

٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَبْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّيْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُوْنُ لَكَ فَلاَتَقْعُدْمُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

৫০২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসালামা ইব্‌ন কা'নাব (র)...... ওয়াসি ইব্‌ন হাববান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে সালাত আদায় করছিলাম। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তখন কিব্‌লার দিকে পিছন করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর আমি সালাত শেষ করে তাঁর দিকে ঘুরে বসলাম। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কিছু লোকে বলে, "তুমি যখন ইস্‌তিনজা করতে বসবে তখন কিব্‌লার দিকে মুখ করে বসো না এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে না"। অথচ একবার আমি একটি ঘরের ছাদের ওপর উঠে রাসূলুল্লাহ্

১. মদীনা তায়্যিবা মক্কা মুকাররমা হতে উত্তরে অবস্থিত এ হুকুম মদীনাবাসী ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব পশ্চিমে অবস্থানরতদের জন্য উত্তর-দক্ষিণমুখী বসার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

ﷺ -কে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম। তিনি তখন ইস্তিন্জার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।

٥٠٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيْتُ عَلٰى بَيْتِ اُخْتِىْ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

৫০৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার বোন হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইসতিনজায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি শাম (সিরিয়া) এর দিকে মুখ করে এবং কিব্লার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন।[1]

١٨– بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ.

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করা নিষেধ

٥٠٤– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُمْسِكَنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلَايَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ وَلَايَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ.

৫০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিনজা (কুলুখ ব্যবহার) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

٥٠٥– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَادَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَايَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় (শৌচাগারে) যায় তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

٥٠٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ وَاَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَنْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৬. ইব্ন আবূ উমার (র)......আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

১. এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলোঃ সাড়া পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সতর্ক হবার জন্য হয়ত ঘুরে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ইব্ন উমার (রা)-এর দৃষ্টি আকস্মিকভাবে নিঃপতিত হয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেন।

١٩- بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ-গোসল এবং অন্যান্য কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা

٥٠٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِيْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِيْ انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ.

৫০৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত তামীমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ-গোসল, চুল আঁচড়ান এবং জুতা পরার বেলায় ডান দিক থেকে শুরু করতে ভাল বাসতেন।

٥٠٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ.

৫০৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সব কাজেই-জুতা পারায়, চুল আঁচড়ানোতে এবং পবিত্রতা অর্জনে ডান দিক থেকে শুরু করতে ভাল বাসতেন।

٢٠- بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّخَلِّىْ فِى الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ

٥٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّىْ فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ.

৫০৯.ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা লা'নতের দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, সে কাজ দু'টি কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা।

٢١- بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা

٥١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ هُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

৫১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাগানে ঢুকলেন। একটি বদনাসহ একজন বালক তাঁর পেছনে গেল। সে ছিল আমাদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। সে বদনাটি একটি কুল গাছের কাছে রেখে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রয়োজন শেষ করে আমাদের কাছে এলেন। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিনজা করেছিলেন।

٥١١- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِى اِدَاوَةً فَيَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ.

৫১১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শৌচাগারে ঢুকতেন, তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির লোটা ও একখানা লাঠি বয়ে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি ইস্তিনজা করতেন।

٥١٢- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بِنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاٰتِيْهِ بِمَاءٍ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

৫১২. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইস্তিনজার জন্য যেতেন, তখন আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা নিয়ে ইস্তিনজা করতেন।

٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ মোযার ওপর মাসেহ্ করা

٥١٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ قَالَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ تَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ نَعَمْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ قَالَ الْاَعْمَشُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِاَنَّ اِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ কুরায়ব (র)....... হাম্মাম (র)...... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) একবার পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন এবং তার উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি এরকম করে থাকেন? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

কে দেখেছি তিনি পেশাব করেছেন, তারপর উযূ করেছেন এবং তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করেছেন। আমাশ বলেন, ইব্‌রাহীম বলেছেন যে, এ হাদীসটি (হাদীস বিশারদ) লোকেরা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছেন। কারণ জারীর (রা) সূরা মায়িদা নাযিলের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

٥١٤- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ عِيْسٰى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لاَنَّ اِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৪. এ হাদীসটিই ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) অপর বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমার (র)...... আমাশ থেকে এই সনদেই আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ঈসা ও সুফিয়ানের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌র সাথী সঙ্গীদের কাছে এ হাদীসটি আনন্দদায়ক বলে মনে হত। কারণ জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়িদা নাযিলের পরে।

٥١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اُدْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتّٰى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫১৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত-তামীমী (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি কোন কাওমের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন, আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এস। আমি তাঁর নিকটে গেলাম এমনকি একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি উযূ করলেন। অতঃপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসে করলেন।

٥١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسٰى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُوْلُ فِيْ قَارُوْرَةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ اَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَيُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيْدَ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَتَمَاشٰى فَاَتٰى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّٰى فَرَغَ.

৫১৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি একটি বোতলে পেশাব করতেন এবং বলতেন, বনী

ইসরাঈলদের কারো (শরীরের) চামড়ায় যদি পেশাব লাগত তখন সে কাঁচি দিয়ে সে স্থান কেটে ফেলতে। অতঃপর হুযায়ফা (রা) (একথা শুনে) বললেন, আমি চাই যে, তোমাদের সঙ্গী (আবূ মূসা) এ ব্যাপারে এত কঠোরতা না করলেই ভাল হত। (কারণ) একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংগে পথ চলছিলাম। তিনি একটি দেয়ালের পিছনে জনৈক কাওমের আবর্জনা ফেলার জায়গায় পৌঁছলেন। অতঃপর তোমরা যেমনভাবে দাঁড়াও, তেমনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তাঁর থেকে দূরে সরে ছিলাম। তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর আমি এলাম এবং একেবারে তার গোড়ালির কাছে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন শেষ করলেন।

٥١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِيْنَ حَتّٰى.

৫১৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত পূরণের জন্য বের হলেন। তারপর মুগীরা (রা) একটি পানি ভর্তি বদনা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত শেষ করলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করলেন। ইব্ন রুমহ্-এর বর্ণনায় حِيْنَ শব্দের স্থলে حَتّٰى শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٥١٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫১৮. এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। তারপর উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করলেন।

٥١٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ نَزَلَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ اِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِىْ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি এক স্থানে থেমে হাজত পূরণ করলেন। এরপর ফিরে এলেন এবং আমার কাছে রাখা একটি বদনা থেকে আমি তাঁর উপর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উযূ করলেন এরপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ

الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

৫২০. আবূ বাক্র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, মুগীরা বদনা (সঙ্গে) নাও। আমি বদনা (সঙ্গে) নিলাম। তারপর তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাঁটতে হাঁটতে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর হাজত পূরণ করলেন ও ফিরে এলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি শামী জোব্বা যার আস্তিন ছিল চাপা (অপ্রশস্ত)। তিনি আস্তিন থেকে তাঁর হাত বের করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু (অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে) তা আটকে গেল। অতঃপর তিনি জোব্বার নিচ থেকে তাঁর হাত বের করলেন। আমি তার ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি সালাতের জন্য যেমন উযূ করা হয়-তেমনি উযূ করলেন। তারপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করে সালাত আদায় করলেন।

٥٢١- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

৫২১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত পূরণের জন্য বের হলেন। (হাজত শেষে) তিনি যখন ফিরে এলেন তখন বদনা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু ধোয়ার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু জোববায় (অপ্রশস্ততার কারণে) তা আটকে গেল। তিনি জোবরার নিচে দিয়ে বের করে উভয় বাহু ধুইয়ে ফেললেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন ও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন।

٥٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৫২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নুমায়র (র)......মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার সাথে কি পানি আছে"? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তখন তাঁর গাঁয়ে ছিল একটি পশমের জোববা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জোববার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তাঁর উভয় বাহু ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। আমি তাঁর উভয় মোযা খুলে দিতে চাইলাম কিন্তু (বাধা দিয়ে) তিনি বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি ওদু'টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। (এই বলে) তিনি তার উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٣– وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ اِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করালেন। তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। মুগীরা (রা) বলেন, তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন ঃ আমি এ দু'টিকে পবিত্রাবস্থায় পরেছি।

٥٢٤– وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةَبْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَاَتَيْتُهُ بِمِزْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا فِى الصَّلَاةِ يُصَلِّيْ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا.

৫২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী (র)......মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে পেছনে পড়লাম। তিনি হাজত পূরণ করে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জা পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুইলেন তারপর উভয় বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু জোববার আস্তিনে আটকে গেল। এতে জোববার নিচ থেকে তিনি হাত বের করলেন এবং জোববাটি কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। উভয় হাত ধুইলেন, মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়িও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর তিনি সাওয়ার হলেন এবং আমিও সাওয়ার হলাম। আমরা যখন আমাদের কাওমের কাছে পৌছলাম তখন তারা সালাত আদায় করছিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)

তাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (সেখানে থাকতে) ইশারা করলেন। এতে তিনি (আবদুর রহমান ইব্ন আওফ) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমাদের থেকে যে রাক'আত ছুটে গিয়েছিল তা আদায় করলাম।

٥٢٥- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

৫২৫. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) ...... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোযার ওপর এবং মাথার সন্মুখ ভাগ ও পাগড়ীর ওপর মাসেহ্ করেন।

٥٢٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলী (র)....... মুগীরা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٢٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)......মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রা)-র পুত্র থেকে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা উযূ করলেন। মাথার সন্মুখ ভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالٌ.

৫২৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)....... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোযা ও পাগড়ীর ওপর মাসেহ্ করেছেন।

٥٢٩– وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ .

৫২৯. এ হাদীসটিই সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)......একই সনদে আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি......।

٢٣– بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মোযার ওপর মাসেহ্ করার সময়সীমা।

٥٣٠– وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

৫৩০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)......শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম মোযার ওপর মাসেহ্ করার মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী রা)-এর কাছে গিয়ে এ মাস'আলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। এ হাদীসের রাবী সুফিয়ান সাওরী (র) যখন তাঁর উস্তাদ আম্‌র (রা)-এর উল্লেখ করতেন তখন তাঁর প্রশংসা করতেন।

٥٣١– وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৫৩১. ইসহাক (র)......হাকাম (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٢– وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَالِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......শুরায়হ্ ইব্‌ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আয়েশা (রা)-কে মোযার ওপর মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আলীর কাছে যাও। কারণ এ ব্যাপারে সে আমার চেয়ে বেশী জানে। আমি আলী (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করলেন।

٢٤- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক উযূতে সব সালাত আদায় করা জায়িয হবার বিবরণ

٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَاعُمَرُ.

৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)...... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতহে মক্কার দিন এক উযূ দিয়ে কয়েক (পাঁচ) ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন এবং মোযার ওপর মাসেহ্ করেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে আর করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "উমার! আমি ইচ্ছে করেই এ রকম করেছি।"

٢٥- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوْكَ فِيْ نَجَاسَتِهَا فِي الْاِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যার হাতে নাপাকীর সন্দেহ রয়েছে তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ

٥٢٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهُ لَايَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৪. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও হামিদ ইব্ন উমার আল-বাকরাবী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ وَاَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

৫৩৫. আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٦– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٧– وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلٰى يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِىْ اِنَائِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ জাগ্রত হবে তখন সে তার হাত পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে যেন তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٣٨–وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ حَتّٰى يَغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلاَثًا اِلاَّ مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ وَاَبِىْ رَزِيْنٍ فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاَثِ.

৫৩৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), নাসর ইব্ন আলী (র), আবূ কুরায়ব (র), মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি (র), মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) ও আল-হুলওয়ানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে- প্রত্যেকের বর্ণনাতেই حَتّٰى يَغْسِلَهَا (হাত না ধোয়া পর্যন্ত) রয়েছে। তাদের কেউ তিনবারের কথা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র জাবির (র), ইবনুল মুসায়্যিব (র) আবূ সালামা (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র), আবূ সালিহ্ (র) ও আবূ রাযীন (র)-এর বর্ণনায় "তিন বার"-এর উল্লেখ রয়েছে।

٢٦- بَابُ حُكْمِ وُلُوْغِ الْكَلْبِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান

٥٣٩- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

৫৩৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সাদী (র) ..., আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিল, তখন সে যেন তা ঢেলে ফেলে, তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرِقْهُ.

৫৪০. মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ্ (র)......আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি فَلْيُرِقْهُ (সে যেন তা ঢেলে ফেলে)-এর উল্লেখ করেন নি।

٥٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

৫৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যখন কুকুরে পান করবে তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٢- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার তা ধুয়ে ফেলে। প্রথম বার মাটি দিয়ে (ঘষে ফেলবে)।

٥٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হলো, সাতবার ধুইয়ে ফেলা।

٥٤٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

৫৪৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ...... ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, তারা কুকুরের পিছনে পড়লো? তারপর শিকারী কুকুর এবং বক্রীর (পাহারা দেয়ার) কুকুর রাখার অনুমতি দেন এবং বলেন, কুকুর যখন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন তা সাতবার ধুইয়ে ফেলবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ফেলবে।

٥٤٥- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الزَّرْعِ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى.

৫৪৫. এ হাদীসটিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র)......শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। তা হল, "তিনি বক্রী পাহারা দেয়ার, শিকার করার এবং চাষাবাদ কারার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন"। ইয়াহ্ইয়া ছাড়া আর কারো বর্ণনায় চাষাবাদের কথা উল্লেখ নেই।

٢٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَالَ

২৭ অনুচ্ছেদ ঃ স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ

٥٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

৫৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র) ও কুতায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٧- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব করে পরে তা দিয়ে যেন গোসল না করে।

٥٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَيَجْرِيْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এমনটি করো না যে, প্রবাহিত নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করবে তারপর আবার তা থেকে গোসল করবে।

٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ (নাপাক অবস্থায়) স্থির[১] পানিতে গোসল করা নিষেধ

٥٤٩- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

৫৪৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র), আবূ তাহির (র) ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। রাবী বলল, আবূ হুরায়রা! তখন সে কিভাবে (গোসল) করবে? তিনি বললেন, পানি উঠিয়ে করবে।

٢٩- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ اِذَا حَصَلَتْ فِيْ الْمَسْجِدِ وَاَنَّ الْاَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى حُفْرِهَا-

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা জরুরী। আর পানি দ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন করে না।

٥٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَلاَ تُزْرِمُوْهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন কিছু লোকজন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং পেশাব করতে বাঁধা দিও না। রাবী বলেন, সে যখন পেশাব করল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি চাইলেন। অতঃপর তা সেখানে ঢেলে দিলেন।

---

১. স্থির পানি বলতে 'কম পরিমাণ পানি' এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ يَحْىَ بْنُ يَحْىَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَامَ اِلَى نَاحِيَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيْهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَنُوْبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

৫৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে সেখানেই পেশাব করে দিল। অতঃপর লোকজন এতে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তার পেশাব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

٥٥٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ اِسْحٰقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫২. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......ইসহাকের চাচা আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এল। সে দাঁড়িয়ে মসজিদেই পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলতে লাগল, "থাম, থাম"। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন "তোমরা ওকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও ওকে"। অতঃপর তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, "দেখ এই যে মসজিদগুলো এতে পেশাব করা বা একে কোন রকম নাপাক করা উচিৎ নয়। এ সব তো কেবল আল্লাহ্র যিকির করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য"। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ধরনের কিছু বলেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাওমের কোন এক লোককে নির্দেশ দিলেন-সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা সে পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

٣٠- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৫৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল। অতঃপর শিশুটি তাঁর শরীরে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনায়ে পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন। আর (ভালো করে) তা ধুইলেন না।

٥٥٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِيْ حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৫৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একবার একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনায়ে ওপর ঢেলে দিলেন।

٥٥٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

৫৫৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......হিশাম থেকে এই সনদে ইব্ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ .

৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ ইবনুল মুহাজির (র)......কায়স বিনতে মিহ্সান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক শিশু পুত্রকে যে তখনো খাবার খেতে পারত না-নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোলে দিলেন। শিশুটি পেশাব করে দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) শুধু পানি ছিটিয়ে দেয়ার বেশী আর কিছু করলেন না।

٥٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

৫৫৭. এ হাদীসটিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়রা (র), আম্র আন নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সকলেই ইব্ন উয়ায়না (র)-এর মাধ্যমে যুহরী (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) পানি আনায়ে তা ছিটিয়ে দিলেন।

٥٥٨- وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

৫৫৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণকারীনী, প্রথম মুহাজির মহিলাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বানূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে জানান যে, তিনি একবার তার এক পুত্রকে যে তখনো খাবার গ্রহণের বয়সে পৌছেনি-নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর সে পুত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনায়ে তাঁর কাপড়ের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। এবং তা ভাল করে ধুলেন না।

٣١- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ বীর্য্যের হুকুম

٥٥٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.

৫৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ....আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ তবে তার আশে পাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে আঁচড়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে সালাত আদায় করতেন।

٥٦٠– وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৬০. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র).........আয়েশা (রা) থেকে বীর্য্য সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তা (বীর্য্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

٥٦١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَمُغِيْرَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ.

৫৬১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) .....আয়েশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে বীর্য্য দূর করা সম্পর্কে আবূ শা'শা থেকে খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٦٢– وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

৫৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)-এর সূত্রে ও আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٦٣– وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذَالِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ

৫৬৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আম্‌র ইব্‌ন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বীর্য্য কোন লোকের কাপড়ে লেগে গেলে সে শুধু সেই বীর্য্য ধুয়ে ফেলবে না কাপড়টাই ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য্য ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সেই কাপড়েই সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন আর আমি (পেছন থেকে) সে কাপড়ে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

٥٦٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ فَحَدِيْثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَاَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِيْ حَدِيْثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৬৪. আবূ কামিল আল জাহদারী (র), আবূ কুরায়ব (র) ও ইব্‌ন আবূ যায়িদা (র) এরা সকলেই আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন যায়িদার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য্য ধুইতেন। আর ইবনুল মুবারাক (র) ও আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতাম।

٥٦٥- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيْ قَالَ كُنْتُ نَازِلاً عَلٰى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِيْ ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَاَتْنِيْ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ اِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِيْ مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَاَيْتَ فِيْهِمَا شَيْئًا قُلْتُ لاَ قَالَتْ فَلَوْ رَاَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لاَ حُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِيْ .

৫৬৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জাওয়াস আল-হানাফী আবূ আসিম (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। (রাতে) আমার কাপড়েই স্বপ্নদোষ হল। আমি সে কাপড় দু'টি পানিতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলাম। আয়েশা (রা)-এর এক দাসী আমাকে এরূপ করতে দেখে তাঁকে গিয়ে জানাল। আয়েশা (রা) লোক পাঠায়ে আমাকে ডাকায়ে নিয়ে বললেন, তুমি তোমার কাপড় দু'টিকে এরূপ করছ কেন? তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব) বলেন, আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি তার স্বপ্নে যা দেখে আমি তাই দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কাপড় দু'টিতে কিছু দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বলতেন, তুমি যদি কিছু দেখতে, তবে তা ধুয়ে ফেলতে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য্য নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

٣٢- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٦٦- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ.

৫৬৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা অন্য সূত্রে ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)......আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, (প্রথমে) তা নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলবে। এরপর পানি দিয়ে রগড়িয়ে ফেলবে, তারপর ধুয়ে ফেলবে, তারপর তাতে সালাত আদায় করবে।

٥٦٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنِى أَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ.

৫৬৭. আবূ কুরায়ব (র) ও আবূ তাহির (র)-প্রত্যেকেই হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদের হাদীস (উপরোক্ত)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوْبِ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী

٥٦٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا.

৫৬৮. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র), আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ এ কবরবাসীদ্বয়কে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন (কাজের) দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরী করত। আর অপরজন তার পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। তিনি [ইব্ন আব্বাস (রা)] বলেন, অতঃপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনায়ে দু'টুকরা করলেন। তারপর এ কবরের উপর একটি এবং অন্য কবরের উপর একটি পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন, হয়ত বা এদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি না শুকিয়ে যাবে।

٥٦٩- حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْآخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ.

৫৬৯. এ হাদীসটিই আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ আল-আযদী (র)......সুলায়মান আল-আ'মাশ থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, "আর অপরজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না"।

كِتَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায় ঃ হায়েয

كِتَابُ الْحَيْضِ

অধ্যায় ঃ হায়েয

٣٤- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্রের উপরে ঋতুমতী মহিলার সাথে মেলামেশা করা

٥٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

৫৭০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে সে পরিধেয় বস্ত্র ভাল করে বেঁধে নিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে মেলামেশা করতেন।

٥٧١- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

৫৭১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র সা'দী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন তার পূর্ণ হায়েযের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নেয়ার হুকুম দিতেন। তারপর তার সাথে মেলামেশা করতেন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার কামভাব সেরূপ আয়ত্তে রাখতে সক্ষম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ তাঁর কামভাব আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন?

٥٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ.

৫৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে পরিধেয় বস্ত্রের উপরে মেলামেশা করতেন যখন তাঁরা ঋতুমতী হতেন।

٣٥- بَابُ الْاِضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী মহিলার সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করা

٥٧٣- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

৫৭৩. আবূ তাহির (র), হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) এবং আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) .....নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে শুইতেন আর আমি তখন ঋতুমতী থাকতাম এবং আমার ও তাঁর মধ্যে কেবলমাত্র একটি কাপড় থাকত।

٥٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِيْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ فِي الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৫৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি রেখাযুক্ত চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই আমার হায়েয এল। আমি চুপিসারে উঠে গিয়ে আমার হায়েয-এর কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি হায়িয এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে (কাছে) ডাকলেন। অতঃপর আমি তাঁর সাথে চাদরটির নিচে শুইলাম। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু সালামা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) জানাবাত-এর গোসল করতেন।

٣٦- بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالْاِتِّكَاءِ فِيْ حَجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِيْهِ.

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী মহিলার জন্য তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া; তার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া জায়িয; তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র; কার কোলে মাথা রেখে শয়ন করে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয।

٥٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَاْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ.

৫৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি তা আঁচড়ে দিতাম। (ই'তিকাফ কালে) তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না মানবিক প্রয়োজন (যেমন পেশাব পায়খানা) ছাড়া।

٤٧٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لاَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا اَسْأَلُ عَنْهُ اِلاَّ وَاَنَا مَارَّةٌ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَيَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ اِذَا كَانُوْا مُعْتَكِفِيْنَ.

৫৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র)......নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (ই'তিকাফে থাকাকালীন) প্রয়োজনের জন্য ঘরে যেতাম। সেখানে রোগী থাকত। আমি চলতে চলতেই তার খবরাদি জিজ্ঞেস করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না। ইব্ন রুমহ্ "(তিনি" এর পরিবর্তে) বলেন, "যখন তাঁরা ই'তিকাফে থাকতেন"।

٤٧٧- وَحَدَّثَنِى هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ اِلَىَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৭৭. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)......নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন। আমি তা ধুলে দিতাম। আর তখন আমি ঋতুমতী থাকতাম।

٤٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِىْ اِلَىَّ رَأْسَهُ وَاَنَا فِىْ حُجْرَتِىْ فَاُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন। আমার হুজরায় থেকে ঋতুমতী অবস্থায় আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম।

٤٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ.

৫৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা ধুয়ে দিতাম।

٤٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

৫৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবু বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি (হাত বাড়িয়ে) নিয়ে এস" তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বলেন, "তোমার হায়িয তো তোমার হাতে নয়"।

٤٧١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

৫৮১. আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ থেকে জায়নামায (হাতে বাড়িয়ে) তুলে নিয়ে আসতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম যে, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বললেন, তুমি তা আমার কাছে নিয়ে এস। কারণ হায়িয তোমার হাতে (লেগে) নেই।

٤٨٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ.

৫৮২. যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ কামিল ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড় এনে দাও। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, আমি তো ঋতুমতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার হায়িয তোমার হাতে নয়। অতঃপর তিনি তা এনে দিলেন।

٤٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ.

৫৮৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়িয অবস্থায় পানি পান করে সে পাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিতাম। আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হায়িয অবস্থায় হাড়ের টুকরা চুষে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগাতেন। যুহায়র পান করার কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٨٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

৫৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (অনেক সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

٤٨٥– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ » إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

৫৮৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার সঙ্গে এক সাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ "তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক"....। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহূদীদের কাছে পৌঁছলে। তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়। অতঃপর উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) ও আববাদ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহূদীরা এ রকম এ রকম বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (হায়িয অবস্থায়) সহবাস করব না? রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দুধ হাদিয়া এল। তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি তাদের ওপর রাগ করেন নি।

٣٧- بَابُ حُكْمِ الْمَذِيِّ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মযীর বিবরণ

٥٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ مُعَاوِيَةُ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

৫৮৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার বেশী বেশী মযী বের হত। আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ তাঁর কন্যা ছিল আমার বিবাহধীন। তাই আমি মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদকে (এ সম্পর্কে জানতে) বললাম, তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, সে তার পুরুষাঙ্গ ধুলে ফেলবে এবং উযূ করে নেবে।

٥٨٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوْءُ.

৫৮৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম ফাতিমার কারণে। তাই আমি মিকদাদকে বললাম, তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বললেন, তাতে (মযী বের হলে) শুধু উযূ করতে হয়।

٥٨٨- وَحَدَّثَنِى هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذِيِّ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

৫৮৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, আমি একবার মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন লোকের মযী বের হলে সে তখন কি করবে? তিনি বললেন, উযূ করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে।

٣٨- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম থেকে উঠলে মুখ এবং উভয় হাত ধুয়ে নেবে

٥٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ.

৫৮৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একবার রাতে (ঘুম থেকে) উঠলেন, হাজত পূরণ করলেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর ঘুমিয়ে গেলেন।

٣٩- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَنَامَ اَوْ يُجَامِعَ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক অবস্থায় ঘুমানো জায়িয, তবে পানাহার করতে, ঘুমাতে অথবা সহবাস করতে চাইলে তার জন্য উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব

٥٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ.

৫৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত তামীমী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাপাক থাকা অবস্থায় যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন ঘুমাবার পূর্বে সালাতের জন্য যেরূপ উযূ করতে হয় সেরূপ উযূ করতেন।

٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

৫৯১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নাপাক থাকতেন তখন কিছু খাওয়া অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করলে উযূ করে নিতেন।

٥٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فِيْ حَدِيْثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ.

৫৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ.

৫৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আল-মুকাদ্দামী ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় কি ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে উযূ করে নেবে।

٥٩٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ.

৫৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) একবার নবী ﷺ -এর কাছে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যেন উযূ করে তারপর ঘুমায়। এরপর যখন ইচ্ছা গোসল করে নেয়।

٥٩٥- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

৫৯৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, তিনি রাতে অপবিত্র হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি (তখন) উযূ করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে তারপর ঘুমাবে।

٥٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

৫৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (সে সম্পর্কে) হাদীস বর্ণনা করলেন। (তারপর) আমি বললাম, তিনি নাপাকের সময় কি করতেন, তিনি কি ঘুমাবার আগে গোসল করতেন, না গোসল করার আগে ঘুমাতেন? তিনি (আয়েশা রা) বললেন, সবাই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন আর কখনো উযূ করে নিতেন পরে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি সব কাজেই অবকাশ রেখেছেন।

٥٩٧- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৫৯৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوْءً وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

৫৯৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আম্র আন-নাকিদ (র)......আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলবে তারপর আবার মিলতে ইচ্ছা করবে সে যেন উযূ করে নেয়। আবূ বাকর তার হাদীস "উভয় মিলনের মধ্যে উযূ করবে" যদি সে আবার মিলনের ইচ্ছা করে বাক্যটি বাড়িয়েছেন।

٥٩٩- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَحْمَدَبْنِ أَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ يَعْنِيْ ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

৫৯৯. হাসান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবূ শু'আয়ব আল-হাররানী (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন একই গোসলে।

٤٠- بَابُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার মনী (বীর্য) বের হলে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব

٦٠٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحٰقَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَقَوْلُهَا تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ خَيْرٌ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِيْنُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ.

৬০০. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আনাস ইব্ন ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা) যিনি ছিলেন (এ হাদীসের রাবী) ইসহাকের দাদী-একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আয়েশা (রা) তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়ে লোক যদি ঘুমে পুরুষে যা দেখে তাই দেখে তবে পুরুষে যা করে তারও কি তাই করতে হবে বলে আপনি মনে করেন? তখন আয়েশা (রা) বললেন, উম্মু সুলায়ম! তুমি নারী জাতিকে অপমানিত করেছ। তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। ("হাতে মাটি লাগার" তার এ কথা ছিল ভাল

উদ্দেশ্যে) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-কে বললেন, বরং তোমার ডান হাতে মাটি লাগুক। (এরপর উম্মু সুলায়ম এর জবাবে বললেন) হ্যাঁ, উম্মু সুলায়ম! সে গোসল করে ফেলবে যখন ঐরূপ দেখবে"।

٦٠١- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ اَنَّهَا سَاَلَتْ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَتْ ذَالِكِ الْمَرْاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَالِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ.

৬০১. আব্বাস ইবনুল ওয়ালদী (র)......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তাই দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মেয়ে লোক যখন ঐরূপ দেখবে তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এ কথায় আমি লজ্জাবোধ করলাম। তিনি বললেন, এ রকমও কি হয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তা না হলে ছেলে মেয়ে তার সদৃশ কোত্থেকে হয়? পুরুষের বীর্য গাঢ়, সাদা আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা, হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্য ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় (সন্তান) তারই সদৃশ হয়।

٦٠٢- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ فِيْ مَنَامِهِ فَقَالَ اِذَا كَانَ مِنْهَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ.

৬০২. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই মেয়েলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষ ঘুমের মধ্যে যা দেখতে পায় তাই দেখে। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পুরুষের যা হয় (স্বপ্নদোষ) মেয়েলোকেরও তাই হলে সে গোসল করবে।

٦٠٣- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

৬০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীম (র)......উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মেয়েলোকের যখন সপ্নদোষ হয় তখন কি তার ওপর গোসল করা জরুরী? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য্য দেখবে। (একথা শুনে) উম্মু সালামা (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়েলোকেরও

কি স্বপ্নদোষ হয়"? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তাহলে তার সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়।

٦٠٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

৬০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ......উরওয়া (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি আরো একটু বাড়ান যে, তিনি (উম্মু সালামা রা) বললেন, তুমি নারী জাতিকে লজ্জিত করেছ।

٦٠٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمُّ بَنِيْ أَبِيْ طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَالِكِ.

৬০৫. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইবনুল লাইস (র) ......উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানান যে, আবূ তালহার সন্তানদের মা উম্মু সুলায়ম (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসটিতে ব্যতিক্রম যা রয়েছে তা হল, আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, "তোমার অমঙ্গল হোক! উহ! মেয়েলোক কি ঐরূপ দেখে"?

٦٠٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعِيْهَا وَهَلْ يَكُوْنُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَالِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ.

৬০৬. ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা আররাযী, সাহল ইব্‌ন উসমান ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলল, মেয়েলোকের যখন স্বপ্নদোষ হবে এবং সে বীর্যরস দেখতে পাবে তখন কি সে গোসল করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আয়েশা (রা) মহিলাটিকে বললেন, তোমার উভয় হাত ধুলিময় হোক এবং তাতে অস্ত্রের খোঁচা লাগুক! তিনি (আয়েশা রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও ওকে (ভর্ৎসনা করো না) সন্তানের মধ্যে মা-বাপের সাদৃশ এর কারণেই হয়ে থাকে যখন মেয়েলোকের ডিম্ব পুরুষের বীর্য্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে, তখন সন্তানের আকৃতি তার মাতৃকুলের অনুরূপ হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য মেয়েলোকের ডিম্বের ওপর প্রাধান্য লাভ করে তখন তার আকৃতি পিতৃকুলের অনুরূপ হয়।

٤١- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا.

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও মহিলার বীর্য্যের বিবরণ এবং সন্তান যে উভয়ের বীর্য্য ও ডিম্ব থেকে পয়দা হয় তার বিবরণ

٦٠٧- حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال حدثني ابو اسماء الرحبي ان ثوبان مولى رسول الله ﷺ حدثه قال كنت قائما عند رسول الله ﷺ فجاء حبر من احبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت الا تقول يارسول الله فقال اليهودي انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله فقال رسول الله ﷺ ان اسمي محمد الذي سماني به اهلي فقال اليهودي جئت اسألك فقال له رسول الله ﷺ أينفعك شيء ان حدثتك قال اسمع باذني فنكت رسول الله ﷺ بعود معه فقال سل فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فقال رسول الله ﷺ هم في الظلمة دون الجسر قال فمن اول الناس اجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على اثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من اطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت اسألك عن شيء لايعلمه احد من اهل الارض الا نبي اورجل او رجلان قال ينفعك ان حدثتك قال اسمع باذني قال جئت اسألك عن الولد قال ماء الرجل ابيض وماء المرأة اصفر فاذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة اذكرا باذن الله واذا علا مني المرأة مني الرجل انثا باذن الله قال اليهودي لقد صدقت وانك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله ﷺ لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى اتاني الله به.

৬০৭. আল-হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই ইয়াহূদীদের এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে বলল, আস্সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! এরপর আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়েই গিয়েছিল আর কি! সে বলল, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন? আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলতে পার না। ইয়াহূদী বলল, আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজন যে নাম রেখেছে সে নামেই ডাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার নাম মুহাম্মাদ। আমার পরিবারের লোকই আমার এ নাম রেখেছে। এরপর ইয়াহূদী বলল, আমি

আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার কি লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল তা দিয়ে মাটিতে আঁকা-ঝোকা করলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞাসা কর। ইয়াহূদী বলল, যেদিন এক যমীন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য যমীন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামাত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন; তারা সেদিন পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে থাকবে। সে বলল, কে সর্ব প্রথম (তা পার হবার) অনুমতি লাভ করবে? তিনি বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল, জান্নাতে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহ্ফা কি হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার টুক্রা। সে বলল, এরপর তাদের সকালের নাস্তা কি হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ্ করা হবে যা জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত। সে বলল, এরপরে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন, সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যার নাম 'সালসাবীল'। সে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। সে আরো বলল যে, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যা নবী ছাড়া পৃথিবীর কোন অধিবাসী জানে না অথবা একজন কি দুইজন লোক ছাড়া। তিনি বললেন, আমি, যদি তোমাকে তা বলে দিই তবে তোমার কি কোন উপকার হবে? সে বলল, আমি আমার কান পেতে শুনব। সে বলল, আমি আপনাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে এসেছি। তিনি বললেন, পুরুষের বীর্য্য সাদা এবং মেয়েলোকের বীর্য্য হলুদ। যখন উভয়টি একত্রিত হয়ে যায় এবং পুরুষের বীর্য্য মেয়েলোকের ডিম্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আল্লাহ্ হুকুমে পুত্র সন্তান হয়। আর যখন মেয়েলোকের ডিম্ব পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে কন্যা সন্তান হয়। ইয়াহূদী বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং নিশ্চয়ই আপনি নবী। এরপর সে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ লোক আমার কাছে যা জিজ্ঞাসা করেছে, ইতিপূর্বে আমার সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষণে আমাকে তা জানিয়ে দিলেন।

٦٠٨- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ زَائِدَةُ كَبِدِ النُّوْنِ وَقَالَ اَذْكَرَ وَاٰنَثَ وَلَمْ يَقُلْ اَذْكَرَا وَاٰنَثَا.

৬০৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন সাল্লাম থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে 'উপবিষ্ট' ছিলাম। রাবী যায়িদা তিনি আরো বলেছেন, মাছের কলিজার টুক্রা। এবং তিনি اَذْكَرَ ও اٰنَثَ শব্দ দু'টোকে দ্বিবচন ব্যবহার না করে একবচন ব্যবহার করেছেন।

٤٢- بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাত থেকে গোসলের বিবরণ

٦٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى

شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِى اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْقَدَ اسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৬০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে উভয় হাত ধুইতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজে গেছে তখন মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন।

٦١٠- حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.

৬১০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, যুহায়র ইব্ন হারব, আলী ইব্ন হুজর ও আবূ কুরায়ব...... হিশাম থেকে অনুরূপ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তাদের হাদীসে পা ধোয়ার কথা উল্লেখ নেই।

٦١١- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ.

৬১১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত থেকে গোসল কালে প্রথমে তাঁর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইতেন। এরপর আবূ মু'আবিয়ার (এই অনুচ্ছেদের প্রথম) হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি উভয় পা ধোয়ার কথা উল্লেখ করেন নি।

٦١٢- وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِهِ لِلصَّلاَةِ.

৬১২. আম্র আন-নাকিদ (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বে প্রথমেই তাঁর উভয় হাত ধুইতেন তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

٦١٣- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلٰى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ.

৬১৩. আলী ইব্‌ন হুজর আস সা'দী (র)...... আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জানাবাত থেকে গোসলের জন্য পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জা পর্যন্ত দুইবার অথবা তিনবার ধুইলেন। তারপর উভয় হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর বাম হাত মাটিতে ভাল কারে ঘষলেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। তারপর আঁজলা ভরে তিন আঁজলা পানি মাথার ওপর ঢেলে দিলেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুইলেন। তারপর আমি তাকে রুমাল দিলাম, কিন্তু তিনি তা ফেরৎ দিলেন।

٦١٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْاَشَجُّ وَاِسْحٰقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيْعٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهِمَا اِفْرَاغُ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّاْسِ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَصْفُ الْوُضُوْءِ كُلِّهِ فَذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ فِيْهِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيْلِ.

৬১৪. মুহাম্মদ ইবনুস সাববাহ, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, আশাজ্জ ও ইসহাক প্রত্যেকেই ওয়াকী থেকে এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ কুরায়ব আবূ মু'আবিয়া থেকে উভয়ে আমাশ থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে তিনি আঁজলা পানি মাথায় ঢেলে দেয়ার কথা নেই। আর ওয়াকী-এর হাদীসে উযূর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কথা তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আবূ মু'আবিয়ার হাদীসে রুমালের কথা উল্লেখ নেই।

٦١٥- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِالْمَاءِ هٰكَذَا يَعْنِىْ يَنْفُضُهُ.

৬১৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রুমাল দেয়া হল, কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না। তিনি পানি নিয়ে এরূপ করছিলেন অর্থাৎ পানি ঝেড়ে ফেলছিলেন।

٦١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَاَ بِشِقِّ رَاْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ.

৬১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না আল-আনাযী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন হিলাব (দুধ দোহন করার পাত্র) এর ন্যায় একটি পানির পাত্র চেয়ে নিতেন। অতঃপর তা হাত দিয়ে ধরে প্রথমে মাথার ডান দিকে ঢালতেন তারপর বাম দিকে, তারপর উভয় হাত দিয়ে পানি নিয়ে মাথায় বহায়ে দিতেন।

٤٣- بَابُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِىْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ فِىْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسْلُ اَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْاٰخَرِ-

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলে কতটুকু পরিমাণ পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, পুরুষ এবং মেয়েলোক একই অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করা এবং তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অপরজনের গোসল করার বিবরণ

٦١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন।

٦١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ اٰصُعٍ.

৬১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন রুমহ্, আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ফারাক পরিমাণ পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। সুফিয়ানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "একই পাত্র থেকে"। কুতায়বা বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, ফারাক হল তিন সা'[১] পরিমাণ।

٦١٩- وَحَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ اَنَا وَاَخُوْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَاَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَاَفْرَغَتْ عَلَى رَاْسِهَا ثَلاَثًا قَالَ وَكَانَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ يَاْخُذْنَ مِنْ رُؤُسِهِنَّ حَتّٰى تَكُوْنَ كَالْوَفْرَةِ.

---

১. এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের বরাবর ওজন বিশেষ।

৬১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর রিযাঈ (দুধ) ভাই একবার তাঁর কাছে গেলাম। অতঃপর তাঁর রিযাঈ ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন যা ছিল সা' পরিমাণ। তারপর তিনি গোসল করলেন। আমাদের এবং তাঁর মধ্যে পর্দা ছিল তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন। আবূ সালামা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কেটে তা ওয়াফরার ন্যায় (ঘাড়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত) রাখতেন।

٦٢٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِيْنِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْاَذَى الَّذِيْ بِهِ بِيَمِيْنِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ ذَالِكَ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ.

৬২০. হারূন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গোসল করতেন তখন ডান হাত শুরু করতেন। তিনি প্রথমেই ডান হাতে পানি ঢেলে তা ধুয়ে ফেলতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে শরীরের যেখানে নাপাক থাকত সেখানে পানি ঢেলে দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুয়ে ফেলতেন। এটা শেষ করে তিনি মাথায় পানি ঢালতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়েই জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি দিয়ে) গোসল করতাম।

٦٢١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عِرَاكٍ بْنِ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ اَمْدَادٍ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَالِكَ.

৬২১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন যাতে তিন মুদ্দ বা তার সামান্য কম পানি ধরত।

٦٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলাম ইব্ন কা'নাব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। আমাদের উভয়ের হাত ভিন্ন ভিন্নভাবে তাতে লাগত। এ গোসল ছিল জানাবাত থেকে।

٦٢٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِيْ حَتّٰى اَقُوْلَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ.

৬২৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তাঁর মাঝখানে থাকত। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্য একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি (আয়েশা (রা) বলেন, যে তাঁরা উভয়েই জানাবাত অবস্থায় ছিলেন।

٦٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ.

৬২৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে জানান যে, তিনি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্রে গোসল করতেন।

٦٢٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَكْبَرُ عِلْمِيْ وَالَّذِيْ يَخْطُرُ عَلٰى بَالِيْ اَنَّ اَبَا الشَّعْثَاءِ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُوْنَةَ.

৬২৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (র)-এর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করেন।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্রে জানাবাতের গোসল করতেন।

٦٢٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِيْ ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا

يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ .

৬২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ মাককূক পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মাককূক পানি দিয়ে উযূ করতেন। (মাককূক শব্দ দ্বারা এখানে হয়ত মুদ্দ বুঝানো হয়েছে)। ইবনুল মাসান্না بِخَمْسِ مَكَاكِيْكَ এর স্থানের بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ বলেছেন। ইব্ন মু'আয عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ বলেছেন। কিন্তু এর সাথে ابْنُ جَبْرٍ কথাটি উল্লেখ করেননি।

٦٢٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلٰى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ .

৬২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযূ করতেন এবং এক সা' থেকে পাঁচ মুদ্দ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٦٢٩– وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ .

৬২৯. আবূ কামিল আল-জাহদারী (র) ও আমর ইব্ন আলী (র)...... সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সা' পানিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জানাবাতের গোসল সম্পন্ন হয়ে যেত এবং এক মুদ্দ পানিতে উযূ হয়ে যেত।

٦٣٠– وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِيْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيْثِهِ .

৬৩০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্ন হুজর (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী আবূ বাকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ্দ পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (উযূ) করতেন। বর্ণনাকারী আবূ রায়হানা বলেন, সাফীনা (র) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তার হাদীসের উপর আমি আস্থা স্থাপন করতে পারছি না।

٤٤– بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গে তিনবার করে পানি ঢেলে দেয়া মুস্তাহাব।

٦٣١– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ

تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَمَّا اَنَا فَانِّىْ اَغْسِلُ رَأْسِيْ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَانِّىْ اُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثَ اَكُفٍّ.

৬৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলল, আমি তো মাথা এরকম এরকমভাবে ধুই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো আমার মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দেই।

٦٣٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثًا-

৬৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে একবার জানাবাত থেকে গোসলের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিই।

٦٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ سَأَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ اَرْضَنَا اَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثًا قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِيْ رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ وَقَالَ اِنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

৬৩৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ও ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাকীফ-এর প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, আমাদের দেশ হল শীত প্রধান দেশ। সুতরাং কিভাবে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেই। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এবং ইব্ন সালিমের বর্ণনার মানে শব্দগত কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই।

٦٣٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اِنَّ شَعْرِيْ كَثِيْرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ اَخِيْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَاَطْيَبَ.

৬৩৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত থেকে গোসল করতেন তখন তাঁর মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিতেন। (এ হাদীস শুনে) হাসান

ইব্‌ন মুহাম্মদ তাকে [জাবির (রা)] বললেন, আমার চুল খুব বেশী। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম ভ্রাতষ্পুত্র! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল তোমার চুলের চেয়ে অনেক বেশী এবং অনেক সুন্দর ছিল।

٤٥- بَابُ حُكْمُ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলকারিনীর বেনীর হুকুম

٦٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اِمْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ فَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيَ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

৬৩৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র)...... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাথার বেনী তো খুবই মোটা এবং শক্ত। আমি কি জানাবাতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না, তোমার মাথায় কেবল তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। এ ভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে।

٦٣٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَاَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

৬৩৬. আম্‌র আন-নাকিদ ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবদুর রায্‌যাকের হাদীসে রয়েছে যে, "আমি কি তা হায়িয ও জানাবাতের গোসলের জন্য খুলব? তিনি বললেন, না"। এরপর ইব্‌ন উয়ায়নার (উপরোক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٧- وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ ابْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَفَاَحُلُّهُ فَاَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

৬৩৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ আদ দারিমী (র)-এর সূত্রে আইউব ইব্‌ন মূসা (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, "আমি কি তা খুলে তারপর জানাবাত থেকে গোসল করব"? সেখানে তিনি হায়েযের কথা উল্লেখ করেন নি।

٦٣٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هٰذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ.

৬৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (র)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (র) মহিলাদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল (বেনী) খুলে ফেলতে আদেশ দেন। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, ইব্ন আম্‌রের পক্ষে এ বড়ই আশ্চর্য যে, সে মহিলাদেরকে গোসলের সময় তদের চুল খুলে ফেলার আদেশ দেয়। সে তাদেরকে একেবারে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ দেয় না কেন! আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দেয়ার বেশী কিছু করতাম না।

٤٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ হায়িয থেকে গোসলকারিনীর জন্য রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) সুগন্ধযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব

٦٣٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ امْرَأَةُ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَّهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

৬৩৯. আম্‌র ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল যে, কিভাবে সে তার হায়িয থেকে গোসল করবে ? হাদীসের রাবী, বলেন, আয়েশা (র) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভদ্র মহিলাকে সে কিভাবে গোসল করবে, তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় বা তুলা ব্যবহার করে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে এসবই শিক্ষা দিলেন। মহিলাটি বলল, তা (সুগন্ধযুক্ত কাপড়) দ্বারা আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে, সুবহান আল্লাহ্! (এত সোজা কথাও বোঝ না)। এরপর তিনি (মুখ) আড়াল করলেন। (রাবী বলেন) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না তার মুখের ওপর হাত দিয়ে আমাদেরকে ইশারা করে দেখালেন। আয়েশা (র) বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে আনলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝে ফেললাম। অতঃপর

আমি (মহিলাটিকে) বললাম, তুমি তা (সুগন্ধযুক্ত কাপড় বা তুলা) রক্তের স্থানে (লজ্জাস্থানে) বুলিয়ে নিবে। ইব্‌ন আবূ উমর তার বর্ণনায়– أَثَرَ الدَّمِ এর স্থানে آثَارَ الدَّمِ বলেছেন।

٦٤٠– وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

৬৪০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ আদ-দারিমী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল সে তুহর (হায়িয থেকে পবিত্র)-এর সময় কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, একখণ্ড সুগন্ধযুক্ত কাপড় বা তুলা নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এরপর সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٤١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَالِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

৬৪১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ পানি এবং বরই-এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে ফেলবে যাতে সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তার ওপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বলল, তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহান আল্লাহ্! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা (রা) তাঁকে যেন চুপিচুপি বলেন দিলেন, রক্ত বের হবার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। সে জানাবাতের গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, পানি তদ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে রগড়ে ফেলবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সর্বাঙ্গে পানি বইয়ে দিবে। আয়েশা (র) বললেন, আনসারদের মহিলারা কত ভাল! লজ্জা তাদেরকে দীন-এর জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

٦٤٢– وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتَرَ .

৬৪২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)..... শু'বা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সুবহান আল্লাহ্। তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এবং তিনি আড়াল করলেন।

٦٤٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

৬৪৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে শাকাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ যখন হায়িয থেকে পবিত্র হবে তখন সে কি ভাবে গোসল করবে? এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটির মধ্যে জানাবাতের গোসলের কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٧- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلوتِهَا.

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা মহিলা এবং তার গোসল ও সালাতের বিবরণ

٦٤٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَإِنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

৬৪৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ইসতিহাযা হয়েছে (সব সময়ই রক্ত ঝরে) কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, না, ওটা শিরার (ধমনী) রক্ত, হায়িয নয় যখন হায়িয আসবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন তা চলে যাবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং সালাত আদায় করবে।

٦٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

৬৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জারীর থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ যিনি আমাদের বংশের একজন মহিলা ছিলেন-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন...... ।

٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ اسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِيْ ثُمَّ صَلِّيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِيْ رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اُمَّ حَبِيْبَةَ.

৬৪৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে মাস'আলা জানতে চেয়ে বলল, আমার ইসতিহাযা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওটা হল একটা শিরার (ধমনী) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেলবে তারপর সালাত আদায় করবে। এরপর সে প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করত। রাবী লায়স ইব্‌ন সা'দ বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) একথা উল্লেখ করেন নি, যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হাবীবাকে প্রত্যেক সালাতের সময়ই গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বরং এটা সে নিজের থেকেই করত। ইব্‌ন রুমহ্ তার বর্ণনায় জাহশের কন্যার কথা বলেছেন উম্মু হাবীবার নাম উল্লেখ করেন নি।

٦٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِيْ مِرْكَنٍ فِيْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَالِكَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتْيَا وَاللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَتَبْكِيْ لِاَنَّهَا كَانَتْ لَاتُصَلِّيْ.

৬৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শ্যালিকা এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) সাত বৎসর যাবত ইসতিহাযার রোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ ব্যাপারে মাস'আলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, এটা হায়িয নয়, বরং ধমনীর (শিরা) রক্ত। তাই তুমি গোসল করে ফেল এবং সালাত আদায় কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি তার বোন যায়নাব বিনতে জাহশের কক্ষে একটি পাত্রে (থেকে

পানি নিয়ে) গোসল করতেন। এমনকি পানি রক্তে লাল হয়ে যেত। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমি এ হাদীসটি আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান ইবনুল হারিস ইব্‌ন হিশাম-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হিনদা-এর ওপর রহমত করুন। সে যদি এ ফাতওয়া (মাস'আলা) শুনতে পেত! আল্লাহ্‌র কসম! সে শুধু কাঁদত। কারণ সে সালাত আদায় করত না (এ মাস'আলা তার জানা ছিল না। ফলে নামায পড়তে না পারার কারণে কাঁদত)।

٦٤٨– وَحَدَّثَنِي أَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِبْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ أُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

৬৪৮. আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যিয়াদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনত জাহশ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল। আর সাত বছর ধরে তার ইসতিহাযা চলছিল। এরপর রাবী আবূ ইমরান আম্‌র ইবনুল হারিসের হাদীসের অনুরূপ تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ পর্যন্ত বর্ণনা করে যান এর পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

٦٤٩– وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

৬৪৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহশের কন্যার সাত বছর যাবত ইসতিহাযা ছিল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٦٥٠– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَبْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمْكُثِيْ قَدْرَمَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

৬৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এরপর আয়েশা (র) বলেন, আমি তার পাত্র দেখেছি রক্তে পরিপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার হায়েয যে কয়দিন চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল করে ফেল এবং সালাত আদায় কর।

٦٥١– حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِبْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُبْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا

قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِىْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

৬৫১. মূসা ইব্‌ন কুরায়শ আত-তামীমী (র)...... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) যিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর স্ত্র ছিলেন-একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে রক্ত সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার যে কয়দিন হয়েয চলত, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা কর। তারপর গোসল কর। এরপর তিনি প্রতি সালাতের সময়ই গোসল করতেন।

٤٨- بَابُ وُجُوْبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُوْنَ الصَّلٰوةِ.

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু মতী মহিলার ওপর সাওম কাযা করা জরুরী, সালাত নয়

٦٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ اَتَقْضِىْ اِحْدَانَا الصَّلَاةَ اَيَّامَ مَحِيْضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَاتُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

৬৫২. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)...... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কেউ কি তার হায়িয এর দিনগুলির সালাত কাযা করবে? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যা (খারেজী)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমাদের কারো হায়িয হলে পরে তাকে (সালাত) কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

٦٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحِضْنَ اَفَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَجْزِيْنَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِىْ يَقْضِيْنَ.

৬৫৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মু'আযা থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঋতুমতী মহিলা কি সালাত কাযা করবে? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যা? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্নীগণের হায়েয হত, কি তাদেরকে (সালাত) কাযা করার হুকুম দিয়েছেন?

٦٥٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَابَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَاتَقْضِى الصَّلَاةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلٰكِنِّىْ اَسْاَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَانُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

৬৫৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুমতী কি হুকুম? সেকি সাওম কাযা করবে এবং সালাত কাযা করবে না? তিনি বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা? আমি বললাম, আমি হারূরিয়্যা নই, বরং আমি (জানার জন্যই কেবল) জিজ্ঞাসা করছি। তিনি (আয়েশা রা) বললেন, আমাদের এরূপ হত তখন আমাদেরকে কেবল সাওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।

٤٩- بَابُ تَسَتُّرُ الْمُغْتَسِلُ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলকারী কাপড় অথবা এমনি ধরনের অনুরূপ কিছু দিয়ে পর্দা করে নিবে

٦٥٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

৬৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতহে মক্কার বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন আমি তাঁকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল।

٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

৬৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ ইব্ন মুহাজির (র)...... উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (র) থেকে বর্ণিত। ফাতহে মক্কার বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি তখন মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোস্ল করতে গেলে ফাতিমা তাঁকে আড়াল করে দিল। এরপর তিনি নিজের কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর আট রাক'আত চাশ্তের সালাত আদায় করলেন।

٦٥٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَالِكَ ضُحًى.

৬৫৭. আবূ কুরায়ব (র)...... সাঈদ ইব্ন আবূ হিনদ (রা) থেকে এ সনদে বর্ণিত। এবং তিনি বলেন, এরপর তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁর কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল। গোসল সমাপন করে তিনি ঐ কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর সেটা ছিল চাশ্তের সময়।

٦٥٨- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسَى الْقَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

৬৫৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য পানি রাখলাম এবং তাঁকে আড়াল করলাম। এরপর তিনি গোসল করলেন।

٥٠- بَابُ تَحْرِيْمِ النَّظَرِ اِلَى الْعَوْرَاتِ.

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সতরের দিকে তাকানো হারাম

٦٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُبْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُبْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَالْمَرْأَةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَيُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَتُفْضِى الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

৬৫৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে তাকাবে না; কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।

٦٦٠- وَحَدَّثَنِيْهِ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالاَ مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ.

৬৬০. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... যাহ্হাক ইব্ন উসমান (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ এর স্থলে عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ এর উল্লেখ করেছেন।

٥١- بَابُ جَوَازِ الْاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِى الْخَلْوَةِ.

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয ।

٦٦١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَامَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَايَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَّ اَنَّهُ اٰدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ

فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي
حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ
حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ
سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ.

৬৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেন, এগুলী আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলরা উলঙ্গ হয়ে গোসল করত এক অপরের সতরের দিকে তাকাত। আর মূসা (আ) গোসল করতেন একাকী। তাই তারা বলাবলি করত, আল্লাহ্‌র কসম! মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না কারণ তাঁর একশিরা রোগ রয়েছে। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের ওপর তাঁর কাপড় রাখলেন। এরপর পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে দৌঁড়াতে লাগল। রাবী বলেন, মূসা (আ) তার পিছু পিছু ছুটলেন আর বলতে লাগলেন, পাথর! আমার কাপড়, পাথর! আমার কাপড়। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-এর সতর দেখে ফেলল এবং তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মূসার তো কোন খুঁত নেই। এরপর পাথর দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে দেখা হয়ে গেল। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাঁর কাপড় তুলে নিলেন এবং (রাগে) পাথরকে মারতে শুরু করে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! পাথরের ওপর হযরত মূসা (আ)-এর আঘাতের ছয়টি কি সাতটি চিহ্ন রয়েছে।

٥٢- بَابُ الْاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ.

৫২. অনুচ্ছেদ : সতর ঢাকার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার বিবরণ

٦٦٢- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ
قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحَقُ
أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ
الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ
عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى
رَقَبَتِكَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عَاتِقِكَ.

৬৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কা'বা নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আব্বাস (র) পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললেন, পাথর বহনের সুবিধার্থে তোমার লুঙ্গি কাঁধের ওপর তুলে নাও। এরপর তিনি এরূপ করলেন। সাথে সাথেই তিনি (বেহুশ হয়ে) মাটিতে পড়ে গেলেন।

আর তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ হল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি! আমার লুঙ্গি! এরপর তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল। ইব্‌ন রাফি' তাঁর রিওয়ায়েতে কাঁধের স্থলে ঘাড়ের উল্লেখ করেছেন।

٦٦٣- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِيْ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلٰى مَنْكِبِكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلٰى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا.

৬৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে কা'বা মেরামতের জন্য পাথর বয়ে নিচ্ছিলেন। আর তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। এরপর তাঁর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ভাতিজা! তোমার লুঙ্গি খুলে যদি কাঁধের ওপর পাথরের নিচে রেখে নিতে (তাহলে খুবই ভাল হত)। তিনি লুঙ্গি খুলে তাঁর কাঁধের ওপর রাখলেন। সাথে সাথেই তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। জাবির (রা) বলেন, সেদিনের পর থেকে আর কখনোর উলঙ্গ দেখা যায় নি।

٦٦٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتّٰى بَلَغْتُ بِهِ إِلٰى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْجِعْ إِلٰى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً.

৬৬৪. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-উমাবী (র)...... মিস্ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসছিলাম। আর তখন আমার পরনে ছিল একটি পাতলা লুঙ্গি। তিনি বলেন, এরপর আমার লুঙ্গি খুলে গেল। পাথরটি তখন আমার কাছে ছিল। তাই আমি লুঙ্গি তুলে নিতে পারলাম না। এমনিভাবে আমি পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাপড়ের কাছে ফিরে গিয়ে তা নিয়ে এস। আর কখনো উলঙ্গ চলো না।

٥٣- بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْبَوْلِ.

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের সময় পর্দা করা

٦٦٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ

أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَخْلٍ.

৬৬৫. শায়বান ইব্ন ফাররূখ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আসমা আদ-দুবাঈ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সাওয়ারির উপরে তাঁর পেছনে বসালেন। অতঃপর তিনি চুপিচুপি আমাকে একটা কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাজাত পূরণের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন তার মধ্যে বেশী পসন্দনীয় ছিল টিলা অথবা খেজুর গাছ।

٥٤- بَابُ بَيَانِ إِنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالْجِمَاعِ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সহবাসের দ্বারা ধাতু নির্গত না হলে গোসল ফরয হত না, কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায় এবং শুধু সহবাসের দ্বারাই গোসল ফরয হয়-তার বিবরণ

٦٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

৬৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সোমবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে (মসজিদে) কুবা-র দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন বানূ সালিম-এর এলাকায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতবান-এর বাড়ীর দরজায় গিয়ে থামলেন এবং তাকে জোরে ডাক দিলেন। অতঃপর তিনি তার লুঙ্গি মাটি দিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমরা এ ব্যক্তিকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। ইতবান আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী থেকে তাড়াতাড়ি পৃথক হয়ে গেলে এবং ধাতু নির্গত না হলে তার কি হুকুম (সে গোসল করবে কিনা)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পানি (অর্থাৎ গোসল করা) পানির (বীর্য্য নির্গত হলে) ফলেই ফরয হয়।

٦٦٧- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي فِي عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ بِالْمَاءِ-

৬৬৭. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পানির (ধাতু নির্গত হলে) দ্বারা পানি (গোসল) ফরয হয়।

٦٦٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

৬৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আবুল আলা ইব্ন শিখ্খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক হাদীস অপর হাদীসকে মানসূখ (রহিত) করে দেয় যেমনিভাবে কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতকে মানসূখ করে।

٦٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ.

৬৬৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর (বাড়ীর) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সংবাদ পাঠালেন। সে বেরিয়ে এল আর তার মাথা থেকে তখন ফোঁটা পানি ঝরছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি। সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, যখন (কোন কারণে) তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে হয় বির্য্য নির্গত হবার আগেই উঠে পড়তে হয়। অথবা বীর্য্য ঠেকিয়ে রাখ তখন তোমার ওপর গোসল করা (ফরয) বরং তোমার ওপর শুধু উযূ করা জরুরী।[১]

٦٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

৬৭০. আবুর-রাবী আয-যাহরানী (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে স্ত্রী সহবাস করে তারপর বীর্য্য নির্গত করে না। তিনি বললেন, স্ত্রীর (লজ্জাস্থান) থেকে তার (লজ্জাস্থানে) যা লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে। তারপর উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে।

---

১. এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল পরে তা রদ হয়ে যায়। সঙ্গমে বীর্য স্খলিত না হলেও গোসল ফরয হবে।

٦٧١– وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ.

৬৭১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার স্ত্রী সহবাস করে তারপর বীর্য নির্গত করে না-তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং উযূ করবে।

٦٧٢– وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله ﷺ.

৬৭২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং বীর্য নির্গত না করে তবে তার হুকুম কি? উসমান (রা) বললেন, সে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নেবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٦٧٣– وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ.

৬৭৩. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র)......আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন।

٦٧٤– وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله ﷺ قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع.

৬৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং

তার সাথে মিলবে তখন তাঁর ওপর গোসল ফরয হবে। মাতার এর হাদীসে "যদিও বীর্য নির্গত না করে"-বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। যুহায়র (র) তাঁর বর্ণনায় بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ বলেছেন।

٦٧٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِبْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةَ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

৬৭৫. মুহাম্মাদ আম্‌র ইব্‌ন আববাদ ইব্‌ন জাবালা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার সূত্রে কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে শু'বার হাদীসে "তারপর মিলিত হয়" কথাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু "যদিও বীর্য নির্গত না করে"-কথাটির উল্লেখ নেই।

٦٧٦– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى وَهٰذَا حَدِيْثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَالِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْنَ لَايَجِبُ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوسٰى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَالِكَ فَقُمْتُ فَأَسْتَأْذَنْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيْكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

৬৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজির ও আনসারদের একটি দল এ ব্যাপারে মতবিরোধ করল। আনসারগণ বলল, সবেগে অথবা স্বাভাবিক গতিতে নির্গত পানি (বীর্য) বের হওয়া ছাড়া গোসল ফরয হয় না। আর মুহাজিরগণ বলল, স্ত্রীর সঙ্গে শুধু মিললেই গোসল ফরয (বীর্য বের হোক বা না হোক)। আবূ মূসা (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে শান্ত করছি। এরপর আমি উঠে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁকে বললাম, মা! অথবা (তিনি বলেছিলেন) হে মু'মিনদের মা! আমি আপনার কাছে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি তোমার গর্ভধারিনী মাকে যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারতে সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করো না। আমি তো তোমার মা। আমি বললাম, গোসল কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন, জানা-শোনা লোকের কাছেই তুমি প্রশ্ন করেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থানের সাথে স্পর্শ করবে তখন গোসল ফরয হবে।

٦٧٧- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَهٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَفْعَلُ ذَالِكَ اَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ.

৬৭৭. হরূন ইব্ন মা'রূফ ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)......রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল-যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তারপর বীর্য নির্গত হবার পূর্বেই তার পুরুষাঙ্গ বের করে ফেলে তাহলে কি তাদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হবে? এ সময়ে আয়েশা (রা) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি এবং এ (আয়েশা (রা) ঐরূপ করি এরপর আমরা গোসল করে ফেলি।

٥٥- بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ অগ্নি স্পর্শ দ্রব্যাদি থেকে (খাবার পর) উযূ করা

٦٧٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَارِظٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَجَدَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِنَّمَا اَتَوَضَّأُ مِنْ اَثْوَارِ اَقِطٍ اَكَلْتُهَا لِاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّأُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَاَنَا اُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ.

৬৭৮. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)......যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অগ্নি স্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ করা জরুরী। ইব্ন শিহাব বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কারিয (র) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মসজিদে উযূ করা অবস্থায় পেলেন। এরপর তিনি (আবূ হুরায়রা রা) বললেন, আমি পনিরের টুকরো খাবার কারণে উযূ করছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা অগ্নি স্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ কর। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান-এর নিকট যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম তখন তিনি আমাকে জানান যে, তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়রকে অগ্নি

স্পর্শ দ্রব্যাদি সম্পর্কে উযূ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিল যে, আমি নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা অগ্নিস্পর্শ খাবার খেয়ে উযূ কর।

٦٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার একটি বক্‌রীর কাঁধের গোশ্‌ত খেলেন তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না।

٦٨٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِيْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ عَرْقًا اَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

৬৮০. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হাড়ে লাগানো গোশ্‌ত অথবা গোশ্‌ত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না বা পানি স্পর্শ করলেন না।

٦٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِبْنِ عَمْرِوبْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮১. মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ্ (র)...... আম্‌র ইব্ন উমায়্যা আদ দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বক্‌রীর কাঁধের গোশ্‌ত কেটে খাচ্ছেন। তারপর তিনি (রাসূল স) সালাত আদায় করলেন আর উযূ করলেন না।

٦٨٢- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُبْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ السِّكِّيْنَ وَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ ابْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ غَطَفَانَ عَنْ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ اَشْهَدُ لَكُنْتُ اَشْوِيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৬৮২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)......আম্‌র ইব্‌ন উমায়্যা আদ দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম তিনি একটি বক্‌রীর কাঁধের গোশ্‌ত (ছুরি দিয়ে) খাটছেন। এরপর তিনি তা খেলেন। ইতিমধ্যেই সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ছুরিটি ফেলে দিলেন। এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উযূ করলেন না। আম্‌র বলেন, বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ কুরায়বের সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর কাছে বসে কাঁধের গোশ্‌ত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না। আম্‌র বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল-এর সূত্রে আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বক্‌রীর পেটের গোশ্‌ত ভুনা করতাম (তিনি তা খেতেন) তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযূ করতেন না।

٦٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا

৬৮৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দুধ পান করলেন। তারপর পানি আনালেন, এরপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে।

٦٨٤- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

৬৮৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র), যুহায়র ইব্‌ন হারব, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) প্রত্যেকেই ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উকায়ল এর সনদে যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٥- حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاُوْتِيَ بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَاَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً.

৬৮৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কাপড় পরে সালাতের জন্য বের হলেন। ইতিমধ্যেই কিছু রুটি ও গোশ্‌ত হাদিয়া এল। এরপর তিনি (তা থেকে) তিন লুক্‌মা খেলেন। তারপর লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং পানি স্পর্শও করলেন না।

٦٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيْهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ صَلّٰى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ.

৬৮৬. আবূ কুরায়ব (রা).....মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা এবং আব্বাস (রা)-এর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি ইব্‌ন হালহালার হাদীস (উপরোক্ত হাদীস)-এর অনুরূপ বর্ণনা

করেন। সেখানে উল্লেখ আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এ হাদীসের রাবী শুধু সালাত আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'লোকদেরকে নিয়ে' কথাটির উল্লেখ করেন নি।

٥٦- بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ উটের গোশ্ত আহারে উযূ

٦٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَاَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّاْ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّاْ قَالَ اَتَوَضَّاُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّاْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ اُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّيْ فِيْ مُبَارِكِ الْاِبِلِ قَالَ لاَ .

৬৮৭. আবূ কামিল ফুদায়ল ইব্‌ন হুসায়ন আল-জাহদারী (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি বকরীর গোশ্ত খেয়ে উযূ করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা উযূ করতে পার আর নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশ্ত খেয়ে উযূ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশ্ত খেয়ে তুমি উযূ করবে। সে বলল, আমি কি বক্‌রীর ঘরে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি কি উটের ঘরে সালাত আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, না।

٦٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ كَامِلٍ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ .

৬৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ সনদে জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে আবূ কামিল-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٧- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার পর উযূ ভঙ্গের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে সে উযূ দিয়ে সালাত আদায় করা জায়িয হওয়ার দলীল

٦٨٩- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَمِّهِ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِيْ رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ .

৬৮৯. আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আব্বাদ ইব্‌ন তামীম তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন সালাতের মধ্যে যার মনে হয় যেন কিছু (বায়ু) বের হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে (সালাত ছেড়ে) যাবে না যতক্ষণ না (বায়ু বের হবার) শব্দ শুনবে অথবা (তার) গন্ধ পাবে।[১]

আবূ বাকর ও যুহায়র ইব্‌ন হারব তাঁদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা)।

٦٩٠- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

৬৯০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার পেটের মধ্যে কিছু অনুভব করে তারপর তার সন্দেহ দেখা দেয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা। তখন সে যেন মসজিদ থেকে কখনো বের না হয় যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়।

٥٨- بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া পাকা (দাবাগাত) করা দ্বারা পবিত্র হয়

٦٩١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

৬৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মায়মুনা (রা)-এর দাসীকে কেউ একটি বাক্‌রী সাদাকা দিল। পরে সে বক্‌রীটি মারা যায়। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মরে পড়ে থাকা বক্‌রীটির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হওনা? সাহাবীগণ বললেন, এটা যে মৃত। তিনি বললেন, (তাতে কি) এটা খাওয়া হারাম (চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।

٦٩٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا-

১. অর্থাৎ এই বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত।

৬৯২. আবুত্ তাহির ও হারমালা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বক্‌রী দেখলেন যা মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে সাদাকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হওনা কেন? সাহাবীগণ বললেন, এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা তো আহার করা হারাম।

٦٩٣- حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ.

৬৯৩. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) এই সনদে ইউনুস-এর রিওয়ায়াত-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ.

৬৯৪. ইব্‌ন আবূ উমার ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয যুহরী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ফেলে দেয়া মরা বক্‌রীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যা মায়মুনা (রা)-র দাসীকে সাদাকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা এর চামড়া কেন খুলে নিল না? চামড়াটি পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হত!

٦٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ.

৬৯৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উস্‌মান আন নাওফালী (র)......আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক স্ত্রীর একটি পালিত বক্‌রী ছিল সেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নাওনা, অতঃপর তা দিয়ে উপকৃত হতে!

٦٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا.

৬৯৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মুনা (রা)-এর দাসীর একটি মরা বক্‌রীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কেন কাজে লাগাও না?

٦٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

৬৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া যখন পাকা (দাবাগাত) করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।

٦٩٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَالنَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِىْ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

৬৯৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......ইব্ন আব্বাস থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦٩٩- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِىِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَالَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوْسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوْهُ وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُوْنَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُوْنَ فِيْهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ.

৬৯৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)......আবুল খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইব্ন ওয়ালা আস-সাবাঈকে চামড়ার পোশাক পরিহিত দেখে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, হাত দিয়ে কি দেখছ? আমি (এ ব্যাপারে) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আমরা পশ্চিমের দেশে থাকি সেখানে বারবার ও অগ্নিপূজকদের সাথে বসবাস করি। তারা বকরী যবেহ্ করে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের যবেহকৃত জন্তু খাই না। তারা আমাদের কাছে মশ্ক নিয়ে আসে যাতে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (তখন আমরা কি করব?)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন যে, পাকা (দাবাগত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে।

٧٠٠- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَائِىُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ

اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِيْنَا الْمَجُوْسُ بِالاَسْقِيَةِ فِيْهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اَشْرَبْ فَقُلْتُ اَرَاْيٌ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ.

৭০০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)...... ইব্‌ন ওয়া'লা আস-সাবাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা পশ্চিম দেশে থাকি। সেখানে আমাদের কাছে অগ্নিপূজকরা মশক নিয়ে আসে, যাতে পানি এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে (আমরা সেগুলো ব্যবহার করব কি?)। তিনি বললেন, তা পান করে নাও। আমি বললাম, এটা কি আপনার নিজের অভিমত? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, চামড়া পাক (দাবাগাত) করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

٥٥- بَابُ التَّيَمُّمِ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম-এর বিবরণ

٧٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى اِلٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِيْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَاٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ-

৭০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন এক সফরে আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার হার খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তালাশ করতে সেখানে থেমে গেলেন। আর লোকজনও তাঁর সাথে সাথে থেমে পড়ল। তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি ছিল না এবং তাদের নিজেদের কাছেও পানি ছিল না। অতঃপর লোকজন আবূ বকর (রা)-এর কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করল? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আটকে দিয়েছে এবং সেই সাথে সমস্ত লোককে আটকে রেখেছে। অথচ তাদের কাছাকাছি কোথাও পানি নেই আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। অতঃপর আবূ বকর (রা) আমার কাছে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তিনি এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সমস্ত লোকজনকে আটকে রেখেছ। অথচ না তারা পানির কাছাকাছি রয়েছে, আর না তাদের নিজেদের কাছে পানি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আবূ বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং যতদূর বলার বললেন।

তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার পাঁজরে আঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুর ওপর থাকার কারণে আমি নড়তেও পাললাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়েই রইলেন। এমনি করে পানি বিহীনভাবে সকাল হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) যিনি ছিলেন নকীব (দলপতি) দের অন্যতম বললেন, "হে আবূ বকর তনয়া! এটাই আপনার প্রথম বরকত নয়"।

আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম সেটিকে চলার জন্য উঠালাম। তখন উক্ত হারটি তার নিচে পাওয়া গেল।

٦٩٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْ طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً.

৭০২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আস্মা (রা) থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তা হারিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোককে তা খুঁজতে পাঠালেন। (পথে) তাদের সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন তারা উযূ ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা জানালেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। এ সময় উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনার ওপর যখনই কোন সমস্যা এসেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য এর সমাধানের পথ করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাতে বরকত রেখেছেন।

٧٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِيْ مُوْسَى فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৭০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) ও আবূ মূসা (রা)-র কাছে বসেছিলাম। তখন আবূ মূসা (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! কোন ব্যক্তি যদি জানাবতওয়ালা হয় (যার ফলে তার গোসল ফরয হয়) এবং সে এক মাস যাবত পানি না পায় তাহলে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে? আবদুল্লাহ্ বললেন, সে তায়াম্মুম করবে না যদিও একমাস পানি না পায়। আবূ মূসা বললেন, তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ("যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর") এর কি হবে? আবদুল্লাহ্ বললেন, এ আয়াতের দ্বারা তাদেরকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে (ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যে) পানি ঠাণ্ডা বোধ হলে তারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম শুরু করবে। আবূ মূসা (রা) তখন আবদুল্লাহ্‌কে বললেন, আপনি কি আম্মারের বর্ণনা শোনেন নি (তিনি বলেন) যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। (পথিমধ্যে) আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তোমার জন্য দুই হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল-এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত একবার মাটিতে মারলেন। তারপর বামহাত দিয়ে ডানহাত মাসাহ্ করলেন এবং উভয় হাতের কব্জির উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মাসহ্ করলেন। আবদুল্লাহ্ বললেন, তুমি কি দেখনি যে, উমার (রা) আম্মার (রা)-এর কথা যথেষ্ট করেন নি?

٧٠٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى لِعَبْدِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

৭০৪. আবূ কামিল আল-জাহদারী (র)......শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ মুসা (রা) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, এরপর আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল-এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারলেন। অতঃপর ঝেড়ে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের কব্জি মাসহ্ করলেন।

٧٠٥- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتٰى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَاتُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَاكَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّٰهَ يَاعَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيْهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

৭০৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম আল-আবদী (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমার (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি (তখন কি করব?)। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়েই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। আর ফোটও পানি পেলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ঘটনা জানালে (তিনি) বললেন, "তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তোমার উভয় হাত মাটিতে মারতে তারপর তা ঝেড়ে ফেলে তা দিয়ে তোমার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি মাসহ্ করতে"। উমার (রা) বললেন, "আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় কর"। তিনি (আম্মার রা) বললেন, "আপনি চাইলে আমি এটা আর বর্ণনা করব না"।

হাকাম বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযার পুত্র তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে আমার কাছে যারর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর উমার (রা) বললেন, তোমার বর্ণনার দায়-দায়িত্ব তোমার উপর।

٧٠٦- وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৭০৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি উমার (র)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি এবং পানি পাইনি (তখন কি কবর)-এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; তাতে অতিরিক্ত আছে যে, আম্মার (র) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর আপনার যে হক রেখেছেন (অর্থাৎ আপনাকে খলীফা বানিয়েছেন) তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলছি ঃ আপনি চাইলে আমি আর কারো কাছে এটা বর্ণনা করব না।

মুসলিম বলেন, লায়স ইব্‌ন সা'দ-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (র)কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (র)-এর আযাদকৃত দাস আবদুর

রহমান ইব্‌ন ইয়াসার একবার আবুল জাহ্‌ম ইবনুল হারিস ইবনুস্ সিম্মা আল-আনসারীর কাছে গেলাম। তখন আবুল জাহ্‌ম (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বি'র-ই জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান)-এর দিক থেকে আসছিলেন। অতঃপর পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর দিলেন না বরং একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাস্‌হ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন।

٧٠٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

৭০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন পেশাব করছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সালাম করল। কিন্তু তিনি তার জবাব দিলেন না।

٦٠– بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجِسُ.

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান অপবিত্র হয় না এর প্রমাণ

٧٠٨– حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حُمَيْدُ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحٰنَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجِسُ.

৭০৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি (আবূ হুরায়রা) তখন (জানাবাত) অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। এই কারণে তিনি আস্তে করে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে তালাশ কারলেন। পরে তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আবূ হুরায়রা। তুমি কোথায় ছিলে"? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি অপবিত্রাবস্থায় ছিলাম। তাই আমি গোসল না করে আপনার মজলিসে বসা ভাল মনে করি নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! মু'মিন তো অপবিত্র হয় না।[১]

٧٠٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجِسُ.

১. গোসল ফরয হওয়ার কারণে একজন এমন অপবিত্র হয় না যদ্দরুণ তাকে স্পর্শ করা বা তার সঙ্গে উঠাবসা করা যায় না।

৭০৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......(রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা অপবিত্র থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাশ কেটে চলে গেলেন এবং গোসল করে পরে এলেন। এবং বললেন আমি জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার কারণে নাপাক) অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, মুসলিম তো নাপাক হয় না।

٦١- بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا.

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবত বা অন্য কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র করা

٧١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلَاءِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِبْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ.

৭১০. আবূ কুরায়র মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব সময়ই আল্লাহ্র যিকর করতেন।

٦٢- بَابُ جَوَازِ اَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَاَنَّهُ لَاكَرَاهَةَ فِىْ ذٰلِكَ وَاَنَّ الْوُضُوْءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ.

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ না থাকা অবস্থায় খানা খাওয়া জায়িয; এতে কোন দোষ নেই। কারণ উযূ ভঙ্গের সাথে সাথেই তা করা জরুরী নয়

٧١١- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِىُّ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ قَالَ يَحْىَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوْا لَهُ الْوُضُوْءَ فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُصَلِّىَ فَاَتَوَضَّا.

৭১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আবুর রাবী আয যাহরানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার থেকে বের হলেন। ইমিধ্যেই খানা হাজির করা হল। লোকজন তাঁকে উযূর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি বললেন, আমি কি সালাত আদায়ের ইচ্ছা করছি যে উযূ করব?

٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ اَلَا تَوَضَّاُ فَقَالَ لِمَ اُصَلِّىْ فَاَتَوَضَّا.

৭১২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি পায়খানা থেকে এলেন। খানা হাযির করা হল। তাঁকে বলা হল আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন ঃ কেন আমি কি সালাত আদায় করছি যে উযূ করব।

٧١٣- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلٰى اٰلِ السَّائِبِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَاتَوَضَّاُ قَالَ لِمَ أَلِلصَّلَاةِ.

৭১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার পায়খানায় গেলেন। পরে তিনি যখন (পায়খানা সেরে ফিরে) এলেন তখন তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। অতঃপর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন, কেন, সালাতের জন্য?

٧١٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُبْنُ عَمْرِوبْنِ عَبَّادِبْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ حُوَيْرِث اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَاَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُوْبْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْحُوَيْرِث.

৭১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাবালা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার থেকে প্রয়োজন সেরে এলেন। তাঁর সামনে খানা পেশ করা হল। তিনি পানি স্পর্শ না করে (উযূ না করে) তা আহার করলেন।

আম্র ইব্ন দীনার-এর বর্ণনায় আরো অতিরিক্ত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলা হল, আপনি যে উযূ করলেন না? তিনি বললেন, আমি তো আর এখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করি নি যে, উযূ করব। আম্র ইব্ন দীনার বলেন এ হাদীসটি তিনি সাঈদ ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে শুনেছেন।

٦٣- بَابُ مَايَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلاَءِ.

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ

٧١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَ اَيْضًا اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِبْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ فِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَفِيْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৭১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় বলতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে দুষ্ট পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে পানাহ চাচ্ছি।

٧١٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৭১৬. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আবদুল আযীয (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ এর উল্লেখ রয়েছে।

٦٤- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لاَيَنْقُضُ الْوُضُوْءَ.

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট অবস্থায় ঘুমালে উযূ ভঙ্গ হয় না

٧١٧- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَجِيٌّ

لِرَجُلٍ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

৭১৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে নিভৃতে আলাপ করছিলেন। অতঃপর তিনি এত দেরী করে এসে সালাত শুরু করলেন যে, লোকজন তখন (বসে বসে) ঘুমাচ্ছিলেন।

٧١٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْ رَجُلاً فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ اَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

৭১৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আনবারী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) সালাত শুরু হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একান্তে আলাপ করছিলেন। তিনি এভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করতে থাকলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে তাঁদের সহ সালাত আদায় করলেন।

٧١٩- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّاُوْنَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ اَيْ وَاللهِ.

৭১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল হারিসী (র)......কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে যেতেন, তারপর সালাত আদায় করতেন কিন্তু উযূ করতেন না।

বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম "আপনি কি নিজে হযরত আনাস (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম"!

٧٢٠- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِيْ حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا.

৭২০. আহ্মাদ ইব্‌ন সঈদ ইব্‌ন সাখ্‌র আদ দারিমী (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) এশার জামা'আত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার কিছু প্রয়োজন আছে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করলেন যে, উপস্থিত সকলেই অথবা কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল (বসে বসে)। তারপর তাঁরা সালাত আদায় করলেন।

كِتَابُ الصَّلاَةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

١. بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ আযান-এর সূচনা

٧٢١– حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلاَتَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِيْ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ.

৭২১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায় এলেন তখন তারা একত্র হতেন এবং সালাতের সময়ের অপেক্ষা করতেন। সালাতের জন্য ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন তারা এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করলেন, কেউ কেউ বললেন খৃস্টানদের মত নাকূস (শঙ্খ) বাজানোর নিয়ম গ্রহণ করা হোক। কেউ কেউ বললেন ইয়াহূদীদের মত সিংগায় ফুঁক দেয়ার নিয়ম গ্রহণ করা হোক। উমার (রা) বললেন, তোমরা সালাতে ডাকার জন্য একজন লোক প্রেরণের ব্যবস্থা কেন করছ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বিলাল! তুমি উঠ এবং সালাতের জন্য ডাক দাও (আযান দাও)।

٢.– بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيْتَارِ الْإِقَامَةِ إِلاَّ كَلِمَةَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا مَثْنٰى.

২. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার এবং ইকামাতের শব্দগুলো قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ছাড়া একবার করে বলা

٧٢٢– حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيْعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ

وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ زَادَ يَحْيٰى فِيْ حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ.

৭২২. খালাফ ইব্‌ন হিশাম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।

ইয়াহ্‌ইয়া তার হাদীসে ইব্‌ন উলায়্যার মাধ্যমে এতটুকু যোগ করেন যে, আমি আইউব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, قدقامت الصلوة শব্দটি ছাড়া (এটি দু'বার বলবে) বাকী শব্দগুলো একবার করে বলবে।

٧٢٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُنَوِّرُوْا نَارًا اَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلاَلٌ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ.

৭২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল হানযালী (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একদা) সাহাবায়ে কিরাম কোন পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলেন। এ ব্যাপারে তারা আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস (শঙ্খ) বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। শেষে হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হল, আযানের শব্দগুলোকে দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলোকে একবার করে বলতে।

٧٢٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا بِمِثْلِ حَدِيْثِ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَنْ يُوْرُوْا نَارًا.

৭২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)......খালিদ আল-হায্‌যা থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, তখন লোকজন বেশী হয়ে গেল তখন তারা সালাতের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়ার আলোচনা করল এরপর তিনি সাকাফীর হাদীস-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে اَنْ يُنَوِّرُوْا نَارًا এর স্থলে اَنْ يُوْرُوْا نَارًا উল্লেখ রয়েছে।

٧٢٥- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ.

৭২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার আল-কাওয়ারীরী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে।[১]

১. হানাফী মতে ইকামতের শব্দও দু'বার করে বলতে হবে। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ রিওয়ায়াত আছে।

٣- بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ.

৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পদ্ধতি

٧٢٥- حَدَّثَنِى اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ هٰذَا الْاَذَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ اِسْحٰقُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৭২৬. আবূ গাস্সান আল মিসমাঈ, মালিক ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আবূ মাহ্যূরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এই আযান শিখিয়েছিলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ্ মহান); اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই); اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল); এরপর আবার বলবে اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দুইবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ দুইবার। حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (সালাতের জন্য এস) দুইবার। حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (কল্যাণের দিকে এস) দুইবার ইসহাক তার বর্ণনায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বাক্য দু'টি বর্ণনা করেছেন।

٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ.

৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক মসজিদের জন্য দুইজন মু'আয্যিন নির্ধারণ করা মুস্তাহাব

٧٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى.

৭২৭. ইব্ন নুমায়র (র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুইজন মু'আয্যিন ছিল। বিলাল এবং দৃষ্টিহীন সাহাবী ইব্ন উম্মি মাকতূম।

٧٢٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ لِلّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

৭২৮. ইব্ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمٰى اِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيْرُ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যদি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কেউ সাথে থাকে তবে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেওয়া জায়িয

٧٢٩- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَعْمٰى.

৭২৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইব্‌ন উম্মু মাকতূম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুমতিক্রমে আযান দিতেন। আর তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন।

٧٣٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৭৩০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... হিশাম (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦- بَابُ الْاِمْسَاكِ عَنِ الْاِغَارَةِ عَلٰى قَوْمٍ فِيْ دَارِ الْكُفْرِ اِذَا سَمِعَ فِيْهِمُ الْاَذَانَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ দারুল কুফর বা অমুসলিম দেশে কোন গোত্রে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা

٧٣١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغِيْرُ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْاَذَانَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلاَّ اَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا فَاِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى.

৭৩১. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। তিনি আযান শোনার অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আযান শুনতে না পেলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি কোন এক ব্যক্তিকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি ফিতরাত (দীন ইসলাম)-এর উপর রয়েছ। এরপর সে ব্যক্তি اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এলে। সাহাবায়ে কিরাম লোকটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে, সে ছিল একজন ভেড়ার রাখাল।

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ لَهُ الْوَسِيْلَةَ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের জবাবে মু'আয্যিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য ওসীলার দু'আ করা

٧٣٢- حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

৭৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মু'আয্যিন যা বলে তাই বলবে।

٧٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِى اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ-

৭৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল মুরাদী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মু'আয্যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে। ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

٧٣٤- حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৩৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......উমার উবনুল খাত্তাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, মু'আয্‌যিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তখন তোমাদের কেউ যদি اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলল। তারপর মু'আয্‌যিন যখন اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে, তখন সেও اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলল। অতঃপর মু'আয্‌যিন যখন اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বলে, তখন সেও اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বলল। পরে মু'আয্‌যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলে, তখন সে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ বলল। এরপর মু'আয্‌যিন যখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে, তখন সেও اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলল। তারপর মু'আয্‌যিন যখন لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলে, তখন সেও لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলল-এ সবই যদি সে বিশুদ্ধ অন্তরে বলে থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٧٣٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مِنْ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِيْ رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَاَنَا.

৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মু'আয্‌যিনের আযান শুনে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই তিনি এক, কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামাকে দীন হিসেবে পেয়ে।

٨– بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَهَرْبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سِمَاعِهِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলাত এবং তা শুনে শয়তানের পলায়ন

٧٣٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْىٰ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوْهُ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

৭৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... তালহা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি (একবার) মু'আবিয়া (র) ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের কাছে ছিলাম। মু'আয্‌যিন এসে তাঁকে সালাতের জন্য ডাকল। মু'আবিয়া (র) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মু'আয্‌যিনদের ঘাড় সকলের চেয়ে লম্বা হবে।[১]

٧٢٧- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৭৩৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... মু'আবিয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ مِيْلًا.

৭৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে তখন (মদীনা থেকে) রাওহা পর্যন্ত চলে যায়। সুলায়মান (আ'মাশ) বলেন, আমি রাবী আবূ সুফিয়ানকে 'রাওহা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ জায়গাটি মদীনা থেকে ছয়ত্রিশ (৩৬) মাইল দূরে অবস্থিত।

٧٣٩- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৭৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বূ ও আবূ কুরায়বের সূত্রে আ'মাশ থেকেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٧٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ.

৭৪০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, শয়তান যখন সালাতের আযান শোনে তখন বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালায় যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। অতঃপর আযান যখন থেমে যায় তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা)

১. বেশী মর্যাদা হবে।

দেয়। তারপর যখন ইকামাত শোনে তখন আবার চলে যায় যাতে তার শব্দ সে শুনতে না পায়। অতঃপর যখন তা (ইকামাত) শেষ হয় তখন ফিরে এসে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়।

٧٤١– حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪১. আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, মু'আয্‌যিন যখন আযান দেয় শয়তান তখন পেছন ফিরে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে দৌড় দেয়।

٧٤٢– حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِي غُلاَمٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاَةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ.

৭৪২. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্‌তাম (র)...... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বানূ হারিসা নামক গোত্রের কাছে পাঠালেন। আমার সাথে তখন আমাদেরই একটি গোলাম ছিল, বর্ণনান্তরে (তিনি বলেন) আমার একজন সঙ্গী ছিল। অতঃপর একটি বাগানের প্রাচীর থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাক দিল। তিনি বলেন, আমার সঙ্গী তখন প্রাচীরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পরে এ ঘটনা আমি আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তাহলে তোমাকে আমি পাঠাতাম না। তুমি (ভবিষ্যতে) যখন এরূপ আওয়ায শুনবে তখন সালাতের আযান দিবে। কারণ আমি আবূ হুরায়রা (র)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে।

٧٤٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

৭৪৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন সালাতের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পেছন ফিরে দৌড় দেয়, যাতে সে আযানের ধ্বনি শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। আর যখন ইকামাতের তাক্‌বীর বলা হয় তখন আবার

পেছন ফিরে দৌড় দেয়। ইকামাত শেষ হলে ফিরে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (ধোঁকা) দেয়। সে তাকে এমন সব জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা ইতিপূর্বে সে মনেও করেনি। ফলে সে কয় রাক'আত সালাত আদায় করল- তা ঠিক মনে করতে পারে না।

٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى.

৭৪৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, ফলে সে কিভাবে সালাত আদায় করল তা খেয়াল করতে পারে না।

٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ-

৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমা, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব; সিজ্‌দা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না।

٧٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

৭৪৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া আত তামীমী, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... সালিম-এর পিতা ইব্‌ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা একেবারে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। আর রুকূ' করার পূর্বে এবং যখন রুকূ' থেকে উঠতেন (তখনো অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন)। কিন্তু উভয় সিজ্‌দার মাঝখানে তিনি হাত উঠাতেন না।

٧٤٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

৭৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। তারপর তাক্‌বীর বলতেন। পরে যখন রুকূ' করার ইরাদা করতেন তখনও অনুরূপ করতেন। আবার রুকূ' থেকে যখন উঠতেন তখনও অনুরূপ করতেন। কিন্তু সিজ্‌দা থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন এরূপ করতেন না।

٧٤٧- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

৭৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাহযায (র)...... যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে ইব্ন জুরায়জ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁদ বরাবর উঠাতেন তারপর তাক্বীর বলতেন।

٧٤٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ رَاىَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلّٰى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا.

৭৪৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র)-কে দেখলেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন তখন তাক্বীর বলে উভয় হাত উঠালেন। আর যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন তখন উভয় হাত উঠালেন। আর রুকূ থেকে যখন মাথা উঠালেন তখন আবারও হাত উঠালেন এবং (পরে) বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٧٤٩- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِبْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.

৭৪৯. আবূ কামিল আল-জাহদারী (র)...... মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর (তাক্বীরে তাহ্রীমা) বলে উভয় কান বরাবর হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ করতেন তখনও কান বরাবর উভয় হাত উঠাতেন। আবার যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনো অনুরূপ করতেন।

٧٥٠- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّهُ رَاىَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

৭৫০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (র) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কান বরাবর হাত তুলতে দেখেছেন।

١٠- بَابُ اِثْبَاتِ التَّكْبِيْرِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ اِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَيَقُوْلُ فِيْهِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে প্রত্যেক নিচু এবং উঁচু হবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা তবে রুকূ' থেকে উঠার সময় বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

٧٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّيْ لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) (একবার) তাদের সালাতে ইমামতি করলেন, তিনি সব কয়বার নিচু হওয়ার এবং উঠার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললেন। তিনি সালাত সমাপ্ত করার পর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সালাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাথে অধিক সদৃশ তোমাদের চাইতে।

٧٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْمُثْنٰى بَعْدَ الْجُلُوْسِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّيْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতেন। তারপর রুকূ' করার সময় তাক্‌বীর বলতেন। তারপর যখন রুকূ থেকে পিঠ তুলতেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, رَبَّنَا الْحَمْدُ। তারপর সিজ্‌দায় ঝুঁকবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। তারপর যখন সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাক্‌বীর বলতেন। তারপর সিজ্‌দা করার সময় (আবার) তাক্‌বীর বলতেন। তারপর মাথা তুলবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। তারপর সালাত শেষ করা পর্যন্ত পূর্ণ সালাতেই এরূপ করতেন। তারপর দুই রাক্'আতের বৈঠকের পর উঠে দাঁড়াবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, তোমাদের সকলের চাইতে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের অধিক সদৃশ।

٧٥٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

৭৫৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন দাঁড়াবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। ইব্‌ন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি 'তোমাদের সকলের চেয়ে আমি সালাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের অধিক সদৃশ' এর উল্লেখ করেন নি।

٧٥٤- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِيْنَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيْثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلٰى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

৭৫৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (র)-কে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি ফরয সালাতের জন্য দাঁড়ালে তাক্‌বীর বলতেন। এরপর ইব্‌ন জুরায়জ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তার হাদীসে (আরো) রয়েছে যে, অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করতেন এবং সালাত ফিরাতেন তখন মসজিদে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বলতেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জান! তোমাদের সকলের চেয়ে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সদৃশ।

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذَا التَّكْبِيْرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

৭৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহরান আর রাযী (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) সালাতে প্রত্যেকবার উঁচু এবং নিচ হবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। আমরা বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এ কেমন তাক্‌বীর? তিনি বললেন, এটাই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত।

٧٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৭৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ-এর সূত্রে সুহায়ল-এর পিতা থেকে বর্ণিত যে, হযরত হুরায়রা (রা) প্রত্যেকবার নিচু এবং উঁচু হবার সময় তাকবীর বলতেন এবং বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٧٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৭৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও খালাফ ইব্ন হিশাম (র)...... মুতার্‌রিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সিজ্‌দায় গেলেন তখন তাক্‌বীর বললেন। আর যখন (সিজ্‌দা থেকে) মাথা তুললেন তখন তাক্‌বীর বললেন। আর যখন দুই রাক'আত এর পর দাঁড়ালেন তখন তাক্‌বীর বললেন। অতঃপর আমরা যখন সালাত শেষ করলাম তখন ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বললেন, "ইনি আমাদেরকে নিয়ে ঠিক মুহাম্মাদ ﷺ -এর সালাত আদায় করেছেন। অথবা তিনি বলেন, ইনি আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١١- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا-

১১. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী, যে ফাতিহা ভাল করে জানে না এবং তা শিক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়-সে তার জন্য যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে

٧٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৭৫৮. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)...... উবাদা ইবনুস সামিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করবে না তার (পরিপূর্ণ) সালাত হবে না।[১]

٧٥٩- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

১. সালাতে ফাতিহা পাঠ করা 'ওয়াজিব'। কুরআন ও হাদীসে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

৭৫৯. আবুত তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না তার সালাত হবে না।

٧٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُوْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ.

৭৬০. আল-হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)......উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে উম্মুল কুরআন পাঠ করবে না তার সালাত হবে না।

٧٦١- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا.

৭৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ হুমায়দ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সেখানে فَصَاعِدًا (অর্থাৎ আরেকটু বেশী) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْبِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ فِيْ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ .

৭৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ তিনবার এটা বললেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?)তিনি বললেন, তখন মনে মনে তা পড়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা জগৎ সমূহের

প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (যিনি দয়াময় পরম দয়ালু) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। অতঃপর যখন সে বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (কর্মফল দিবসের মালিক)-তিনি বলেন আমার বান্দা আমার মহিমা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার ওপর সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।) তিনি বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে। যখন সে বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ যারা ক্রোধ নিঃপতিত নয়, পথ ভ্রষ্টও নয়।) তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।

সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসটি আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াকূব (র) আমার কাছে তখন বর্ণনা করেন যখন তিনি বাড়ীতে অসুস্থ ছিলেন আমি (শুশ্রুষার জন্য) তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। অতঃপর এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

٧٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ.

৭৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তার হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। তার অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য।

٧٦٤- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ وَمِنْ اَبِي السَّائِبِ وَكَانَ جَلِيْسَيْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ-

৭৬৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জা'ফর আল মা'কিরী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করল না-সে সালাত অসম্পূর্ণ। তিনবার এ বাক্যটি বললেন, উপরের বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ।

٧٦٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا اَخْفَاهُ اَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

৭৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সালাত হবে না কিরা'আত ছাড়া। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সালাত উচ্চস্বরে আদায় করেছেন তোমাদের জন্য আমরাও তা উচ্চস্বরে আদায় করি, আর যা নিম্নস্বরে আদায় করেছেন আমরাও তা নিম্নস্বরে আদায় করি।

٧٦٦– حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِيْ كُلِّ الصَّلاَةِ يَقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى مِنَّا اَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنْ لَمْ اَزِدْ عَلٰى اُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَاِنِ انْتَهَيْتَ اِلَيْهَا اَجْزَأَ عَنْكَ.

৭৬৬. আম্‌র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র)......আতা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত পাঠ করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব সালাতে আমাদেরকে শুনিয়ে কিরা'আত পাঠ করেছেন সে সব সালাতে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করি। আর যেসব সালাতে কিরা'আত নীরবে পাঠ করেছেন সে সব সালাতে আমরাও নীরবে পাঠ করি। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি উম্মুল কুরআন-এর চেয়ে আর বেশী না পড়ি? তিনি বললেন, তুমি যদি উম্মুল কুরআনের পর আরো বেশী পড় তাহলে তা হবে উত্তম। আর যদি শুধু উম্মুল কুরআনই পড় তাহলে তা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট।

٧٦٧– حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا اَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَسْمَاعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى مِنَّا اَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِاُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ اَجْزَاَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ اَفْضَلُ.

৭৬৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরা'আত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যে সালাতে (কিরা'আত) শুনিয়েছেন, আমরাও সে সালাতে তোমাদেরকে শুনাই। আর যে সালাতে তিনি নীরবে পাঠ করেছেন আমরাও সে সালাতে নীরবে পাঠ করি। যে ব্যক্তি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।[১] আর যে আরো বেশী পাঠ করবে তা হবে উত্তম।

১ সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয কিরা'আতের জন্য যথেষ্ট। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফাতিহার পর সূরা মিলানও ওয়াজিব।

٧٦٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ السَّلاَمَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا عَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

৭৬৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একটি লোক প্রবেশ করল। সে সালাত আদায় করল। তারপর এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কারণ তোমার সালাত হয়নি। এইরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর লোকটি বলল, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম! সালাত আদায়ের এর চেয়ে ভাল কোন পন্থা থাকলে আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাক্বীর বলবে। তারপর তুমি কুরআনের যতটুকু জান তা থেকে যা সহজ হয় তাই পাঠ করবে। তারপর রুকূ করবে। এমনকি নিবিষ্টভাবে (কিছুক্ষণ) রুকূরত থাকবে। তারপর (রুকূ' থেকে) উঠবে, সোজাভাবে (কিছুক্ষণ) দণ্ডায়মান থাকবে। তারপর সিজ্‌দা করবে। (কিছুক্ষণ) নিবিষ্টভাবে সিজ্‌দারত থাকবে। তারপর উঠে বসবে। এবং (কিছুক্ষণ) সোজাভাবে বসা থাকবে। তোমার গোটা সালাতেই এরূপ করবে।

٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادَا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

৭৬৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন এক পাশে ছিলেন। এরপর রাবী উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতটিতে রাবীদ্বয় আরেকটু যোগ করেছেন যে, "যখন তুমি সালাতের ইচ্ছা করবে তখন সুন্দর করে উযূ করবে তারপর কিব্‌লামুখী হয়ে তাক্বীর বলবে"।

١٢- بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُوْمِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ اِمَامِهِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জোরে কিরা'আত পাঠ নিষেধ।

٧٧٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ سَعِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِىْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا الاَّ الْخَيْرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৭৭০. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) আমাদেরকে নিয়ে যুহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষে) তিনি বললেন, তোমাদের কে আমার পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى সূরাটি পড়ছিলে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। আর এর দ্বারা মঙ্গল লাভ ছাড়া আমার ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বললেন, আমার মনে হল, তোমরা কেউ এ নিয়ে আমার পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

٧٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ اَوْ اَيُّكُمُ الْقَارِئُ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৭৭১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) যুহরের সালাত আদায় করলেন। এক লোক তার পেছনে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى সূরাটি পড়ল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কিরা'আত পাঠ করেছ? অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কিরা'আত পাঠকারী কে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের কেউ এ নিয়ে আমার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا

৭৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করে বললেন, আমি মনে করলাম তোমাদের কেউ এ নিয়ে আমার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।

١٣- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يُجْهَرُ بِبَسْمَلَةٍ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিস্মিল্লাহ্ সরবে পাঠ না করা

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

৭৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর, উমার ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সরবে পড়তে শুনি নি।

٧٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

৭৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি (নিজে) কি এটা আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম।

٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ أَنْ غَيْرُكَ وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِيْ اٰخِرِهَا.

৭৭৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মিহরান আর রাযী (র)......আবদা থেকে বর্ণিত যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বাক্যগুলি সরবে পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই সালাত আরম্ভ করতেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পাঠ দিয়ে। তারা কিরা'আতের শুরুতেও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উল্লেখ করতেন না, শেষেও না।

٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذٰلِكَ.

৭৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মিহ্রান (র)......ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

١٤– بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ اَلْبَسْمَلَةُ اٰيَةٌ مِنْ اَوَّلِ كُلِّ سُوْرَةٍ سِوٰى بَرَاءَةِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা বারা'আত (তাওবা) ছাড়া সকল সূরার শুরুতেই 'বিসমিল্লাহ্' রয়েছে

٧٧٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذْ اَغْفٰى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ «اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ» ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ مَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثَتْ بَعْدَكَ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ.

৭৭৭. আলী ইব্ন হুজ্র আস সা'দী ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কিছুটা তন্দ্রার ভাব হল, এরপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উঠালেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসে আপনার হাসি এল? তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি পড়লেন, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এরপর বললেন, তোমরা কি জান كَوْثَرٌ (কাওসার) কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, সেটা হল একটি নহর। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যার ওয়াদা করেছেন। সেখানে বহু কল্যাণ রয়েছে। সেটা একটা জলাশয়। কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাত (পানি পানের জন্য) সেখানে আসবে। তার গ্লাসের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে একজন বান্দাকে সেখান থেকে ধাক্কিয়ে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, পরোয়ারদেগার! সে তো আমার উম্মাত। বলা হবে, আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে এরা কি নতুন রীতি (বিদ্'আত) উদ্ভাবন করেছিল। ইব্ন হুজ্র আরো একটু যোগ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে মসজিদে বসাছিলেন। শেষে আছে আল্লাহ্ বলবেন, এ সেই ব্যক্তি যে আপনার পর বিদ্'আত সৃষ্টি করেছিল।

٧٧٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَغْفٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْفَاءَةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرْ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ–

৭৭৮. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন মুসহির বর্ণিত (উপরিউক্ত) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিছুটা তন্দ্রার ভাব দেখা দিল..... । এ রিওয়ায়াতে 'হাউযের গ্লাসের সংখ্যা তারকার সমপরিমাণ' কথাটির উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা (কাওসার) হল জান্নাতের একটি নহর যা আমার রব আমাকে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

١٥- بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُوْدِ عَلَى الْاَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর বুকের নিচে নাভীর উপরে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা এবং সিজ্‌দায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা।

٧٧٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ وَمَوْلٰى لَهُمْ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

৭৭৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছেন তিনি যখন সালাত শুরু করলেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে তাক্‌বীর বললেন। রাবী হুমাম বলেন, তিনি উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। তারপর কাপড়ে ঢেকে নিলেন (গায়ে চাদর দিলেন)। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর রুকূ' করার সময় তাঁর উভয় হাত কাপড় থেকে বের করলেন। পরে উভয় হাত উঠালেন এবং তাক্‌বীর বলে রুকূতে গেলেন। যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন উভয় হাত তুললেন। পরে উভয় হাতের মাঝখানে সিজ্‌দা করলেন।

١٦- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা

٧٨٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَقَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِذَا قَالَهَا

أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.

৭৮০. যুহায়র ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাতে আমরা বলতাম, اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ (আল্লাহ্র ওপর সালাম, অমুকের ওপর সালাম)। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ্র নামই সালাম। তোমাদের কেউ যখন সালাতে (তাশাহ্হুদের এর জন্য) বসবে তখন সে যেন বলে,

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

যাবতীয় মহত্ত্ব ও সম্মান আল্লাহ্র জন্য, সালাত ও প্রার্থনা তাঁর জন্যই, সব পবিত্রতাও তাঁরই। হে নবী সালাম আপনার উপর। আল্লাহ্র রহমত এবং বরকত আপনার উপর, আমাদের এবং আল্লাহ্র সকল নেক বান্দাদের উপরও সালাম। এটুকু বললে আসমান ও যমীনে যত নেকবান্দা আছে সবার উপর গিয়েই (সালাম) পৌঁছবে। (পরে বলেবে) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এরপর তার যা মনে চায় দু'আ করবে।

٧٨١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.

৭৮১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা)......মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে তবে তিনি "তারপর যা মনে চায় দু'আ করবে"-কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٧٨٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ.

৭৮২. আব্দ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে মানসূর থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেন যে, "তাঁরপর যে দু'আ তার ইচ্ছা বা পসন্দনীয় তা করবে"।

٧٨٣– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ.

৭৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যখন সালাতে (তাশাহ্হুদের জন্য) বসতাম, এরপর মানসূর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। শেষে তিনি বলেন, "এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারপর যে কোন দু'আ করবে"।

٧٨٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّيْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِيْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوْا.

৭৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এবং তিনি অন্যান্য রাবীর তাশাহ্‌হুদের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٧٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ.

৭৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমনিভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন,

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

ইব্‌ন রুমহ্ এর বর্ণনায় রয়েছে, كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ

٧٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

৭৮৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমনিভাবে শিক্ষা দিতেন আমাদেরকে কুরআনের সূরা।

٧٨٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كَامِلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ

الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُوْ مُوْسَى الصَّلاَةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَاقُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى أَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৭৮৭. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কামিল আল-জাহদারী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-উমাবী (র)......হিত্তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আর রুকাশী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (একবার) আমি আবূ মূসা (রা)-এর সাথে এক সালাত আদায় করলাম। তিনি তখন তাশাহ্হুদের বৈঠকে ছিলেন তখন মুসল্লীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, أُقِرَّتِ الصَّلَوٰةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ ("সালাত নেকী ও যাকাতের সাথে ফরয করা হয়েছে")। হিত্তান বলেন, আবূ মূসা (রা) যখন সালাত শেষ করলেন এবং সালাম ফিরালেন তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে এই ধরনের কথা কে বলেছ? সবাই চুপ করে রইল। তিনি আবার বললেন, এরকম কথা তোমাদের কে বলেছে? সবাই চুপ রইল। তিনি বললেন, "হিত্তান! তুমিই হয়ত এরকম বলেছ"। হিত্তান বললেন, আমি এটা বলি নি। আমি ভয় করছিলাম যে, তিনি এ কারণে হয়তো বা আমার ওপর রাগ হয়ে যাবেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, "আমি এটা বলেছি। আর আমি এটা কেবলমাত্র সাওয়াব হাসিলের জন্যই বলেছি"।

আবূ মূসা (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতে কি বলবে তা জান না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদেরকে খুত্‌বা দিলেন। তিনি আমাদের করণীয় কাজসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করলেন এবং আমাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়ে বললেন, যখন তোমরা সালাতের ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে। তারপর তোমাদের একজন ইমামাত করবে। ইমাম যখন তাক্‌বীর বলবে তখন তোমরা সবাই তাক্‌বীর বলবে আর যখন وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলবে তখন তোমরা اٰمِيْنَ বলবে এতে আল্লাহ্ তোমাদের দুই দু'আ কবূল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন তাক্‌বীর বলবে এবং রুকূ করবে, তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে এবং রুকূ করবে। কারণ ইমামকে তোমাদের আগে রুকূতে যেতে হয় এবং তোমাদের আগে উঠতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফলে তোমাদের

এই দেরী ইমাম কর্তৃক কিছু আগে তাক্‌বীর ও রুকূ করার সময়ের গণ্য হবে। আর যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দু'আ শোনেন। কারণ তিনি তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শুনেন।

আর যখন ইমাম তাক্‌বীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে তখন তোমরাও তাক্‌বীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে। কারণ ইমামকে তোমাদের আগে তাক্‌বীর বলতে হয় এবং তোমাদের কিছু আগে উঠতে হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ফলে তোমাদের এই দেরী ইমাম কর্তৃক কিছু আগে তাক্‌বীর ও রুকূ করার সময়ের সমান গণ্য হবে। ইমাম যখন তাশাহ্‌হুদে বসবে তখন সর্বপ্রথমে তোমরা বলবে,

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُ.

٧٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىُّ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَفِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُم فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اِلَّا فِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كَامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ * قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اُخْتِ اَبِى النَّضْرِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ مُسْلِمُ تُرِيْدُ اَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِىْ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ عِنْدِىْ صَحِيْحٌ فَقَالَ لِمَ تَضَعْهُ هٰهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِىْ صَحِيْحٍ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا اِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَ مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

৭৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ গাস্‌সান আল মিস্‌মাঈ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......কাতাদা (র) আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "ইমাম যখন কিরা'আত পড়বে তখন তোমরা চুপ থাকবে"। আবূ কামিল (র) আবূ আওয়ানা (র) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন সেটিতে ছাড়া আর কারো বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই যে, "কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -এর যাবানীতে বলেছেন, 'যে তার প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন।"

ইসহাক (ইমাম মুসলিমের ছাত্র) বলেন, আবুন নযর-এর ভাগিনা আবূ বাক্‌র (র) এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম মুসলিম (র) বললেন, তুমি কি কাউকে সুলায়মান থেকে বেশী স্মরণশক্তি সম্পন্ন বলে মনে কর? আবূ বাক্‌র (র) বললেন, তাহলে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস? অর্থাৎ "ইমাম যখন কিরা'আত পড়ে তখন তোমরা চুপ থাক" (এটার কি হবে?) তিনি বললেন, এটা আমার কাছে সহীহ্। আবূ বাক্‌র বললেন, তাহলে সেটা আপনি এখানে কেন আনলেন না? তিনি জবাব দিলেন, আমি সব সহীহ্ হাদীসই এখানে আনছি না বরং এখানে কেবল সেগুলোই আনছি যার উপর মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

٧٨٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضٰى عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ*

৭৮৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ উমার (র) কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন, যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শোনেন।

١٧- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদ-এর পর নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ

٧٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِىَّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ الَّذِىْ كَانَ اُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُبْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

৭৯০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)...... আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা (একবার সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। অতঃপর বাশীর ইব্ন সা'দ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ? আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ রইলেন। এমন কি আমরা আক্ষেপ করতে লাগলাম যে, তাঁকে যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হত! (তা হলে খুবই ভাল হত)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন , তোমরা বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ-

আর সালাম তো তোমাদের জানাই আছে।

٧٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ

لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৭৯১. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার কা'বা ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমার বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হয় তাতো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ আমরা কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ–

٧٩٢– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ مِسْعَرٍ اَلَا اُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً.

৭৯২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব এর সূত্রে হাকাম থেকে ও উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি "আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না" বাক্যটি উল্লেখ করেন নি।

٧٩٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ.

৭৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার-এর সূত্রে হাকাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি তার রিওয়ায়াতে শুধু وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ এর উল্লেখ করেছেন। اَللّٰهُمَّ শব্দটির উল্লেখ করেন নি।

٧٩٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৭৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুমায়দ আস - সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

٧٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

৭৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

١٨- بَابُ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّامِيْنِ.

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রাববানা লাকাল হামদ্ এবং আমীন বলা

٧٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তোমরা তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। কেননা, যার বাক্য ফিরিশ্তাদের বাক্যের অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে।

٧٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُمَيٍّ.

৭৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

৭৯৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবেন, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তি ফিরিশ্তাদের আমীন

বলার সাথে একই সময় আমীন বলবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যাবে। রাবী ইব্‌ন শিহাব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমীন বলতেন।

٧٩٩- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

৭৯৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শুনেছি- এই বলে মালিকের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন শিহাবের কথা উল্লেখ করেন নি।

٨٠٠- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ اٰمِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০০. হারমাল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফিরিশ্‌তারা আকাশের উপর আমীন বলবে এবং উভয়টি একই সময় হবে, যখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

٨٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা আল-কা'নাবী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে এবং ফিরিশ্‌তারা আকাশের ওপর আমীন বলবেন, আর উভয়টি একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

٨٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ اٰمِيْنَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮০৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠকারী (ইমাম) যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবেন এবং তাঁর পিছনের ব্যক্তি (মুক্তাদী) اٰمِيْنَ বলবে, এবং তার বাক্য আকাশবাসীর (ফিরিশতার) বাক্যের অনুরূপ একই সময় উচ্চারিত হবে, তখন তার পূর্ববর্তী সমুদয় পাপ মোচন হয়ে যাবে।

١٩- بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُوْمِ بِالْاِمَامِ.

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ আবশ্যক

٨٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ.

৮০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার দরুণ নবী ﷺ-এর শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব ছিলে যায়। আমি তাঁকে শুশ্রূষা করতে গেলাম। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হলো। তিনি আমাদের নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে বসে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম, সালাত শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, অনুসরণ করার জন্য ইমাম মনোনীত হন। তিনি যখন তাক্বীর বলেন, তোমরাও তাক্বীর বল, তিনি যখন সিজ্‌দা করেন, তোমরাও সিজ্‌দা কর, তিনি যখন উঠেন, তোমরাও উঠবে তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তোমরা তখন رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বল। আর তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তোমরাও তখন বসেই সালাত আদায় কর।[১]

٨٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৮০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঘাত প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর বসে বসে আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ তিনি উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেন।

---

১. বসে সালাত আদায় করার অর্থে সালাতের মাঝে যে সময় বসার (যেমন তাশাহ্হুদ পড়ার) নিয়ম আছে সে সময়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

٨٠٦- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا وَزَادَ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا.

৮০৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। তাঁর ডান পাশ আঘাত প্রাপ্ত হলো। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি একটি কথা বেশী বলেছেন তা হলো, ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তোমরা ও তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

٨٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ وَفِيْهِ اِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا.

৮০৭. ইব্ন আবূ উমার (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন। তারপর পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পার্শ্বদেশ যখম হলো। এরপর তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এতেও বলা হয়েছে যে, "ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর"।

٨٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الاَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةُ يُوْنُسَ وَمَالِكٍ.

৮০৮. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং দক্ষিণ পার্শ্বদেশ যখম প্রাপ্ত হয়। তারপর তিনি পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু এতে ইউনুস ও মালিকের বর্ণিত অতিরিক্ত কথাটি নেই।

٨٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَصَلُّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَجَلَسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَاصَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

৮০৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঘাত প্রাপ্ত হলে তার শুশ্রুষার জন্য সাহাবায়ে কিরাম আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। কিছু লোক দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে তিনি তাদেরকে বসে সালাত আদায় করতে ইশারা

করলেন। তাই তারা বসে পড়লেন। সালাত সমাপনান্তে তিনি বললেন, ইমাম নিয়োগ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

٨١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮১০, আবুর রাবী আয- যাহরানী (র) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ...... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٨١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدُ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كِدْتُّمْ اٰنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدُ فَلاَ تَفْعَلُوْا ائْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

৮১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুগ্নবস্থায় আমরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বসে সালাত আদায় করালেন। এবং আবূ বকর (রা) (মুকাব্বির হিসাবে) লোকদেরকে তাঁর তাক্‌বীর শুনাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে দেখলেন যে, আমরা দাঁড়িয়ে। তিনি আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন আমরা বসলাম। এবং আমরা তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করলাম। অতঃপর সালামান্তে তিনি বললেন, এই মুহূর্তে যে কাজটি করেছ, তা পারস্য ও রোমবাসীদের অনুরূপ। তারা তাদের সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সম্রাট থাকেন বসে। তোমরা এরূপ কখনো করবে না। বরং সর্বদা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে আদায় করবে।[১]

٨١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ.

৮১২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং আবূ বাকর তাঁর পিছনে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্‌বীর বলতেন আবূ বকরও আমাদেরকে শুনাবার জন্য তাক্‌বীর বলতেন। তারপর লায়স কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১. এ বিধান পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে বলে উলামায়ে কিরাম মত ব্যক্ত করেছেন।

٨١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَاتَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

৮১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম মনোনীত হন। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা ও اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি সিজ্‌দা করলে তোমরাও সিজ্‌দা করবে। আর তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।

٨١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨١٥- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ لَاتُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

৮১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তা'লীম দিতেন এবং বলতেন যে, তোমরা ইমামের থেকে আগে বেড়ে যেও না তিনি তাক্‌বীর বললে তোমরা তাক্‌বীর বলবে। তিনি وَلَا الضَّالِّيْنَ বললে তোমরা آمِيْنَ বলবে। তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে, তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

٨١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَزَادَ وَلَاتَرْفَعُوْا قَبْلَهُ.

৮১৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ হতে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই সনদের বর্ণনায় وَلَا الضَّالِّيْنَ آمِيْنَ এরপর বলার কথাটি নেই। তবে এই কথাটি বেশী আছে, তোমরা ইমামের আগে (মাথা) উঠাবে না।

٨١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ سَمِعَ اَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِذَا وَافَقَ قَوْلُ اَهْلِ الْاَرْضِ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম হলেন ঢালস্বরূপ। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। পৃথিবীবাসীর (মুসল্লির) কথা যখন আকাশবাসীর (ফিরিশতার) কথার অনুরূপ হবে, তখন তার বিগত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

٨١٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ اَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلَى اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ.

৮১৮. আবূ তাহির (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় অনুসরণের উদ্দেশ্যে। তিনি তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বললে। তিনি রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তিনি বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

٢١- بَابُ اِسْتِخْلَافِ الْاِمَامِ اِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ وَاَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ اِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ اِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخِ الْقُعُوْدِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِيْ حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ.

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক রোগ বা সফর ইত্যাদি কারণে অক্ষমতায় সালাত আদায়ে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ। ইমাম যদি কোন ওযরে বসে সালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদী দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। কেননা দণ্ডয়মানক্ষম মুক্তাদীর বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

٨١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَلَا تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَوَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ قَالَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَاعُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذَالِكَ قَالَتْ فَصَلّٰى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ لاَ يَتَاَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا اَجْلِسَانِىْ اِلٰى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيْثَهَا عَلَيْهِ فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ.

৮১৯. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসুখের বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ রোগাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন লোকজন কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী না; তারা আপনার প্রতীক্ষায় আছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। আমি পানি দিলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম জী, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, গামলায় পানি দাও। আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর গমনোদ্যত হলে পুনরায় সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমি বললাম, জী, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বললেন, গামলায় পানি দাও। আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং গমনোদ্যত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর হুশ হলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে। আমি বললাম জী না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আয়েশা

(রা) বলেন, লোকেরা ইশার সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আগমন অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিল। অবশেষে তিনি লোক মারফত আবূ বকর (রা) কে সালাত আদায় করতে বলে পাঠালেন। লোকটি আবূ বকর (রা)– এর নিকট এসে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আপনাকে লোকদের সালাতে ইমামত করার আদেশ করেছেন। আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়য়ের মানুষ ছিলেন। তাই তিনি উমার (রা)- কে বললেন হে উমার! তুমি সালাত পড়িয়ে দাও। উমার (রা) বললেন জী না, আপনিই এই কাজের অধিক যোগ্য ব্যক্তি। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং আবূ বকর (রা) ঐ কয়েক দিন সালাতে ইমামত করেন। ইত্যবসরে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলেন। এবং দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করে যোহরের সালাত আদায় করতে মসজিদে গেলেন। ঐ দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। রাসূলুল্লাহ মসজিদে পৌছে দেখেন যে, আবূ বকর (রা) ইমাম হিসাবে সালাত আদায় করছেন । তিনি তাঁকে দেখে পিছে হাটতে চাইলেন। কিন্তু নবী ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে পিছে হটতে বারণ করলেন। এবং স্বীয় সঙ্গী দু'জনকে বললেন যে, আমাকে আবূ বকর (রা)- এর পাশে বসিয়ে দাও তারা তাঁকে আবূ বকর (রা) -এর পাশে বসিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সালাতের অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকজন সালাত আদায়ে আবূ বকর (রা)- এর অনুসরণ করছিল। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমি কি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগকালীন সালাতের আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি শুনাবো? তিনি বললেন, বর্ণনা কর। আমি তাঁকে হাদীসটি শোনালাম, তিনি পুরা হাদীসের কোথাও আপত্তি করলেন না বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আব্বাস (রা)-এর সাথে অপর ব্যক্তিটির নাম কি তোমার কাছে আয়েশা (রা) উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, জী না! তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি ছিলেন আলী (রা)।

٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلَ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম মায়মূনা (রা)-এর গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর সকল সহধর্মিনীর নিকট আয়েশা (রা) এর গৃহে পরিচর্যা লাভের আকাংখা প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি প্রকাশ করলেন। একদিন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন। তার একখানা হাত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) এর কাঁধের উপর এবং অপর হাতখানা অন্য এক ব্যক্তির কাঁধের উপর ছিল। দুর্বলতার জন্য তিনি মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি ইবন আব্বাস (রা) কে শুনালে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) অন্য যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? তিনি ছিলেন আলী (রা)।

٨٢١– حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ.

৮২১. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌নুল লায়স (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ -এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং ক্রমেই পীড়া বৃদ্ধি পেয়ে চলল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নিকট অনুমতি চাইলেন আমার গৃহে পরিচর্যা লাভের নিমিত্ত। তাঁরা সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। (ঐ সময়ে একদিন) তিনি দুই ব্যক্তির সহায়তায় মাটিতে দুই পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। একজন আব্বাস ইব্‌ন আবাদুল মুত্তালিব (রা) এবং আরেকজন অন্য ব্যক্তি। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আয়েশা (রা)-এর এই বর্ণনাটি আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে অবহিত করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) যে ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেন নি, তাঁর নাম কি তুমি জান? আমি বললাম , না। তিনি বললেন, তিনি আলী (রা)।

٨٢٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ ذَالِكَ وَمَا حَمَلَنِيْ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْ قَلْبِيْ أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّيْ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَالِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ.

৮২২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌নুল লায়স (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমার পিতা আবূ বাক্‌র (রা)-কে সালাত পড়াবার আদেশ দিলেন তখন আমি এই নির্দেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম। আমার এই পুনঃপুনঃ অনুরোধ এই কারণে ছিল-আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্থানে যে দাঁড়াবে (ইমামত করবে) লোকেরা তাকে সর্বদা ভালবাসবে, বরং আমার ধারণা হলো যে, তাঁর পর যে ব্যক্তি তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামত করবে লোকেরা তাকে অপয়া বলবে, তাই আমি চেয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই নির্দেশ আবূ বাক্‌র (রা) হতে অন্যত্র সরে যাক।

٨٢٣- حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن
عائشة قالت لما دخل رسول الله ﷺ بيتي قال مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت
يا رسول الله ﷺ إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر
قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله ﷺ قالت
فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف.

৮২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পীড়িত অবস্থায়) আমার গৃহে প্রবেশ করে পরে বললেন, আবূ বকরকে আদেশ (শুনিয়ে) দাও, সে যেন লোকদের সালাতের ইমামত করে। আমি আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয় ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন পাঠ করেন, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। আপনি যদি আবূ বকর (রা)-কে ব্যতীত অন্য কাউকে আদেশ করতেন (তবে উত্তম হতো)। আল্লাহ্‌র কসম! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্থানে সর্বপ্রথম দাঁড়ানোর কারণে তাঁর সম্পর্কে অপয়া হবার ধারণা করতে না পারে। তাই আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দু-তিনবার অনুরোধের পীড়াপীড়ি করেছি। এরপরেও তিনি বললেন, আবূ বাক্‌র যেন লোকের সালাতে ইমামতি করে। (এবং বললেন) তোমরা হচ্ছো ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনীদের অনুরূপ।

٨٢٤- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى
واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل
رسول الله ﷺ جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت
يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال
مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى
يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله ﷺ إنكن لأنتن صواحب
يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في
الصلاة وجد رسول الله ﷺ من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض
قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله ﷺ قم مكانك
فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس
جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ﷺ ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.

৮২৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসুস্থাবস্থায় বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের ইমামতের জন্য ডাকতে আসলেন। তিনি বললেন, যাও, আবু বকরকে ইমামত করতে বল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি নিতান্ত নরম মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে পারবেন না। আপনি উমারকে আদেশ করলে উত্তম হবে। কিন্তু তিনি তবুও বললেন, যাও, আবূ আবূ বকরকে ইমামত করতে বল। এরপর আমি হাফসাকে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবু বকর অতি নরম লোক। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষকে কুরআন শুনাতে পারবেন না। আপনি উমারকে আদেশ করলে ভাল হবে। হাফ্সা তাঁকে তা-ই বললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তোমরা অবশ্যই ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনীদের ন্যায়। যাও, আবূ বকরকে ইমামত করতে বল। শেষ পর্যন্ত লোকেরা আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ শুনালেন এবং তিনি লোকদের ইমামত করলেন। তিনি সালাত আরম্ভ করার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করলে তাঁর আগমন শব্দ পেয়ে আবূ বকর (রা) পিছনে সরে আসার উপক্রম করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁর স্বস্থানে দণ্ডায়মান থাকতে বললেন এবং নিজে এসে আবূ বকর (রা)-এর বাম পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে সালাতের ইমামত করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) দণ্ডায়মান অবস্থায় নবী ﷺ-এর অনুসরণ করছিলেন। আর অন্য মুসল্লীগণ আবূ বকর (রা)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

٨٢٥- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فَأُتِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أُجْلِسَ إِلٰى جَنْبِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيْرَ وَفِيْ حَدِيْثِ عِيْسٰى فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ وَأَبُوْ بَكْرٍ إِلٰى جَنْبِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

৮২৫. মিনজাব ইবনুল হারিস আত-তামীমী (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আ'মাশ (র) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এদের বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু রোগে যখন আক্রান্ত হলেন। ইব্‌ন মুসহিরের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নিয়ে এসে তাঁর (আবূ বকর (রা)-এর) পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। নবী ﷺ লোকদের ইমামতি করছিলেন এবং আবূ বকর (রা) তাদেরকে তাক্‌বীর শুনাচ্ছিলেন। ঈসার হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে বসে লোকদের সালাত পড়াচ্ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) তাঁর পাশে থেকে লোকদেরকে শুনাচ্ছিলেন।

٨٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِيْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اَىْ كَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَذَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ اِلٰى جَنْبِهٖ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ اَبِىْ بَكْرٍ.

৮২৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ কুরায়ব (র) এবং ইব্‌ন নুমায়র (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত অবস্থায় আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দান করেন। সেমতে তিনি ইমামতি করতে থাকেন। রাবী উরওয়া (র) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলে মসজিদে গমন করেন। তখন আবূ বকর (রা) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে আবূ বকর (রা) পশ্চাতে সরে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইশারায় তাঁর স্থানে থাকতে বললেন এবং নিজে তাঁর বরাবর পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইমামতিতে আবূ বকর (রা) সালাত আদায় করলেন এবং অন্যান্য মুসল্লীগণ আবূ বকরের ইমামতিতে সালাত আদায় করলেন।

٨٢٧- حَدَّثَنِىْ عَمْرُوْ النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَابَكْرٍ كَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ فِىْ وَجَعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِى الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا قَالَ فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِى الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْخَى السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهٖ ذَالِكَ * وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيْثُ صَالِحٍ اَتَمُّ وَاَشْبَعُ.

৮২৭. আম্‌র আন নাকিদ (র), হাসান আল হুলওয়ানী (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুরোগ শয্যায় শায়িতাবস্থায় আবূ বকর (রা) তাদের সালাতে ইমামতি করতে থাকেন। এভাবে যখন সোমবার দিন সকলে সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় কক্ষের পর্দা উত্তোলন করে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল স্বর্ণপাতার ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল, তিনি আনন্দে হেসে উঠলেন। এদিকে আমরাও সালাতের মধ্যেই তাঁর আগমন লক্ষ্য করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আবূ বকর (রা) মনে করলেন যে, তিনি সালাতের জন্য বের হচ্ছেন। তাই পিছনে সরে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশারা করে বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত সম্পন্ন কর। অতঃপর তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দরজার পর্দা ফেলে দিলেন। এবং ঐ দিনই তিনি ইন্তিকাল করেন।

আম্র আন নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শেষবারের মত দেখেছিলাম যখন তিনি সোমবার দিন হুজরার পর্দা উত্তোলন করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে রাবী সালিহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

٨٢٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمَا.

৮২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,যখন সোমবার হলো, তারপর উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثًا فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ مَانَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَاَوْمَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَرْخَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ.

৮২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের নিকট তিন দিন যাবত বের হননি। (তিন দিনের পরের ঘটনা) এক সালাতে ইকামত দেয়া হল। আবূ বকর (রা) সামনে অগ্রসর হবেন ইত্যবসরে আল্লাহ্র নবী ﷺ পর্দা উত্তোলন করলেন। আমরা তাঁর চেহারা মুবারক অবলোকন করলাম তাকে এমন দেখাচ্ছিল যে, সেরূপ অপূর্ব দৃশ্য আর আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি। তিনি হাতের ইশারায় আবূ বকর (রা)-কে সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আর তিনি বের হতে পারেন নি, ওফাত পর্যন্ত।

٨٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَايَسْتَطِعِ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرِيْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ قَالَ فَصَلّٰى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮৩০. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পীড়িত হয়ে পড়লেন। ক্রমেই তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি বললেন, আবূ বকরকে নির্দেশ শুনিয়ে দাও যেন সে লোকদের সালাতে ইমামত করে। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) হচ্ছেন নরম দিল মানুষ। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়াতে পারবেন না। তবু তিনি বললেন, যাও আবূ বকরকেই ইমামত করতে বল। তোমরা হচ্ছো ইউসুফের সঙ্গিনীদের অনুরূপ। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আবূ বকর (রা)-ই লোকদের সালাতে ইমামতি করেন।

٢١- بَابُ تَقْدِيْمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يَصَلِّيْ بِهِمْ اِذَا تَأَخَّرَ الْاِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوْا مُفْسِدَةً بِالتَّقْدِيْمِ.

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম আসতে দেরী হলে এবং ফেৎনা -ফাসাদের আশংকা না থাকলে উপস্থিত লোকজন কর্তৃক অন্য কাউকে ইমাম বানানো।

٨٣١- حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى بَنِيْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَاُقِيْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لَايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَااَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَااَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَاكَانَ لِابْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَالِيْ رَاَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

৮৩১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... সাহল ইব্ন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আম্র ইব্ন আওফ গোত্রে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার কাজে গমন করলেন। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে মু'আয্যিন (আযান দিয়ে) আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি ইমামত করবেন? আমি ইকামত বলছি। আবূ বকর (রা) বললেন-হ্যাঁ। আবূ বকর (রা) সালাত পড়াচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছন দিক হতে আগমন করেন এবং মানুষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সালাতের কাতারে শরীক হলেন। মুক্তাদীগণ তালি বাজাতে লাগলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) সালাতের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিতেন না। যখন মুক্তাদীগণ অধিক তালি বাজাতে লাগলে তখন তিনি ফিরে তাকালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেয়ে পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশারা করে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় দণ্ডায়মান থাক। আবূ বকর (রা) দুই হাত উপরে তুলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তাঁকে এই ইমামতির মর্যাদা প্রদানে আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং পশ্চাতে হটেএসে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বকর! তুমি তোমার জায়গায় দণ্ডায়মান থাকলে না কেন? আমি তো তোমাকে দণ্ডায়মান থাকতেই বলেছিলাম। আবূ বকর (রা) বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের এমন দুঃসাহস নেই যে, আল্লাহ্র রাসূলের সামনে ইমামত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মুক্তাদীদের প্রতি তাকিয়ে) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এত তালি বাজালে কেন? তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন তোমরা 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে, তোমরা 'সুবহানাল্লাহ্' বললেই ইমাম তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিবেন। তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য।

٨٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ.

৮৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে মালিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং এদের উভয়ের বর্ণনায় আছে, আবূ বাকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং পিছনে সরে এসে সারিতে দণ্ডায়মান হলেন।

٨٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ ذَهَبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوْفَ حَتّٰى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيْهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى.

৮৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)......সাহল ইব্‌ন সা'দ আস- সাঈদী (রা)থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে একটি আপোস-মীমাংসার কাজে গমন করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পিছনের কাতারসমূহ ভেদ করে সামনের কাতারে এসে দাঁড়ালেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) পশ্চাৎ দিকে হটে আসলেন।

٨٣٤- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبُوْكَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيْقُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتّٰى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتّٰى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى مَعَ صَلاَتِهِ فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.

৮৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, একদিন ফজরের সালাতের পূর্বে (উক্ত তাবুক নামক স্থানে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইস্তেঞ্জা করার জন্য রওয়ানা হলেন আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম। যখন তিনি আমার নিকট ফিরে আসলেন আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি প্রথমে তিনবার হাত ধৌত করলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল। তারপর তাঁর জুববার আস্তিন হাতের উপর দিকে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন ছোট ছিল বিধায় তিনি জুববার নিচের দিক দিয়ে হাত ঢুকায় দুই হাত জুববার নিচ দিয়ে বের করে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর উভয় মোজার উপর মাসহ্ করলেন। তারপর রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম, লোকজন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে, তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আত পেলেন এবং লোকজনের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) যখন সালাম ফিরালেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাত পূর্ণ করার নির্মিত্ত দাঁড়ালেন। মুসলমানগণ এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন এবং বেশী করে তাসবীহ্ পড়তে লাগলেন। নবী ﷺ সালাত শেষ করে তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উত্তম কাজ করেছ। সঠিক ওয়াক্তেই সালাত আদায় করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

٨٣٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ.

৮৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও আল-হুলয়ানী (র)......হামযা ইবনুল মুগীরা (রা) থেকে আব্বাদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে পিছনে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

٢٢– بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ اِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ভুল-ত্রুটি হলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে এবং নারী হাত চাপড়াবে

٨٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُوْنَ وَيُشِيْرُوْنَ.

৮৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), আম্‌র আন নাকিদ (র), হারূন ইব্‌ন মা'রূফ (র) ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষের জন্য 'সুবহানাল্লাহ্' এবং নারীদের জন্য হলো হাত চাপড়ানো। হারমালা তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন যে, ইব্‌ন শিহাব (র) বলেছেন, আমি কতিপয় আলেমকে সালাতের মধ্যে 'সুবহানাল্লাহ্' বলতে এবং ইশারা করতে দেখেছি।

٨٣٧– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৮৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র), আবূ কুরায়ব (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٣٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِى الصَّلاَةِ.

৮৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে 'সালাতের মধ্যে' কথাটি।

٢٣– بَابُ الْاَمْرِ بِتَحْسِيْنِ الصَّلاَةِ وَاِتْمَامِهَا وَالْخُشُوْعِ فِيْهَا.

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ একাগ্রচিত্তে পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে সালাত আদায় করার নির্দেশ

٨٣٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَافُلاَنُ اَلاَتُحْسِنُ صَلاَتَكَ اَلاَيَنْظُرُ الْمُصَلِّى اِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّىْ فَاِنَّمَا يُصَلِّىْ لِنَفْسِهِ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَُبْصِرُ مِنْ وَرَائِىْ كَمَا اُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ.

৮৩৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সালাত আদায় শেষে বললেন, হে অমুক! তুমি তোমার সালাত উত্তমরূপে আদায় করবে না কি? মুসাল্লী যখন সালাত আদায় করে তখন সে কী রূপে সালাত আদায় করে তা কি সে লক্ষ্য করে না? অথচ সালাত আদায়কারী তার নিজের কল্যাণের জন্যই সালাত আদায় করে। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি যেমন সামনের দিকে দেখি, তেমনি পিছনের দিকেও দেখি।[১]

٨٤٠– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَايَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلاَسُجُوْدُكُمْ اِنِّىْ لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِىْ.

---

১. এটা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মু'জিযা ছিল, এর সাথে ইলমে [illegible] সম্পর্ক নেই

৮৪০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি দেখছ-আমার কিব্লা এই দিকে? অথচ আল্লাহর শপথ! আমার নিকট তোমাদের রুকূ এবং সিজ্দা কোনটাই গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে পিছন হতেও দেখছি।

٨٤١– حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

৮৪১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকূ এবং সিজ্দা যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যখন রুকূ-সিজ্দা কর, তখন তা আমি পিছন দিক হতে (রাবী কখনও বলেছেন) আমি পৃষ্ঠদেশের দিক হতে দেখে থাকি।

٨٤٢– حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ.

৮৪২. আবূ গাস্সান আল-মিস্মাঈ (র) ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রুকূ-সিজ্দাগুলো পূর্ণরূপে আদায় করবে। আল্লাহ্র কসম! তোমরা যখন রুকূ-সিজ্দা কর, তা আমি পিছন দিক হতে অবলোকন করি।

٢٤– بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهِمَا.

২৪. অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে রুকূ-সিজ্দা করা নিষেধ

٨٤٣– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

৮৪৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সালাত আদায়ের অব্যবহিত পরই আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল!

আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং রুকূ, সিজ্‌দা, কিয়াম ও সালাম করার ক্ষেত্রে আমা হতে আগে বাড়িও না। কারণ আমি সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে তোমাদেরকে দেখতে পাই। অতঃপর বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখতে পেলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কী দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।

٨٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَلاَ بِالْاِنْصِرَافِ.

৮৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র), ইব্‌ন নুমায়র (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আনাস (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'সালাম ফিরাবে না' কথাটি নেই।

٨٤٥- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

৮৪৫. খালাফ ইব্‌ন হিশাম (র), আবূ রাবী আয যাহরানী (র) ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, ইমামের পূর্বে সিজ্‌দা হতে যে ব্যক্তি মাথা তুলবে, তার ভয় করা উচিত, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথার মত করে দিবেন।

٨٤٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَاْمَنُ الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِىْ صَلاَتِهِ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ فِىْ صُوْرَةِ حِمَارٍ.

৮৪৬. আম্‌র আন-নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজ্‌দা হতে তার শির উত্তোলন করবে, সেকি নিশঙ্ক হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তার চেহারাকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

٨٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيْعًا عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُسْلِمٍ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ.

৮৪৭. আবদুর-রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী (র), আবদুর-রাহমান. ইবনুর রাবী' ইব্‌ন মুসলিম (র), উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও আবূ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ

বর্ণনা করেছেন। তবে আর-রাবী' ইব্‌ন মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত করে দিবেন।

٢٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ

৮৪৮- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

৮৪৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যারা সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়, অবশ্যই তাদের তা হতে বিরত হওয়া উচিত, অন্যথায় তাদের দৃষ্টি আর ফিরে না আসতে পারে।

৮৪৯- حَدَّثَنِي أَبُوْ الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

৮৪৯. আবূ তাহির ও আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন সালাতের মধ্যে দু'আর সময় আকাশের দিকে না তাকায় অন্যথায় তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়া হবে।

٢٦- بَابُ الأَمْرِ بِالسُّكُوْنِ فِي الصَّلاَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلاَمِ وَإِتْمَامِ الصُّفُوْفِ الأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالأَمْرِ بِالاِجْتِمَاعِ.

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে নড়াচড়া করা, সালামের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর মিলিত হয়ে এবং একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ

৮৫০- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوْا فِي الصَّلاَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.

৮৫০. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাচ্ছে কেন? সালাতের মধ্যে নিশ্চল থাকবে (কোন অঙ্গভঙ্গি করবে না) একবার তিনি আমাদেরকে দলেদলে বিভক্ত দেখে বললেন, তোমরা পৃথক পৃথক রয়েছে কেন? আরেকবার আমাদের সামনে এসে তিনি বললেন, তোমরা এমনভাবে কাতার বাঁধবে, যেমনিভবে ফেরেশ্‌তাগণ তাঁদের রবের সামনে কাতারবন্দী হয়ে থাকেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফেরেশ্‌তাগণ তাঁদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বললেন, ফেরেশ্‌তাগণ সামনের কাতারগুলী আগে পূর্ণ করেন এবং গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।

٨٥١– وَحَدَّثَنِي أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮৫১. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٨٥٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ﷺ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلاَمَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

৮৫২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতাম, তখন সালাত শেষে ডান-বাম দিকে হাত ইশারা করে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্', 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলতাম। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ নাড়ার মত হাত ইশারা করছ কেন? (সালাতের বৈঠকে) উরুর ওপর হাত রেখে ডানে-বামে অবস্থিত তোমাদের ভাইকে (মুখ ফিরিয়ে) 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

٨٥٣– وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا بِأَيْدِيْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِذَاسَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَيُوْمِئْ بِيَدِهِ.

৮৫৩. আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে সালাত আদায়ের শেষে 'আস্‌সালামু আলাইকুম', 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার সময়

হাত দিয়েও ইশারা করতাম। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো, তোমরা এমনভাবে হাত দ্বারা ইশারা করছ, যেমনিভাবে চঞ্চল ঘোড়ার লেজ এদিক-ওদিক নাড়িয়ে থাকে। তোমরা সালাত শেষে যখন সালাত করবে তখন ভাইয়ের দিকে মুখ করবে, হাত দ্বারা ইশারা করবে না।

٢٧- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ وَاِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ مِنْهَا وَالْاِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ اِلَيْهَا وَتَقْدِيْمِ أُوْلِى الْفَضْلِ وَتَقْرِيْبِهِمْ مِنَ الْاِمَامِ.

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান

٨٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْمُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِىْ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُ فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا.

৮৫৪. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের শুরুতে আমাদের কাঁধের উপর হাত রেখে বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং আগে পিছে হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা অধিক সমঝদার ও জ্ঞানী, তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারা তাদের পর দাঁড়াবে। আবূ মাসঊদ (র) বলেন, অথচ আজ তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ বিরাজ করছে।

٨٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

৮৫৫. ইসহাক (র), ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) ও ইবন আবূ উমার (র)...... ইব্‌ন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٥٦- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِىُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ.

৮৫৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র) ও সালিহ্ ইব্‌ন হাতিম ইবন ওয়ারদান (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী ও

বুদ্ধিমান, তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে। অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। আর তোমরা বাজারী হট্টগোল হতে দূরে থাকবে।

٨٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

৮৫৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা রাখবে। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অংশ।

٨٥٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتِمُّوا الصُّفُوْفَ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ.

৮৫৮. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতার পুরা কর। কেননা আমি তোমাদেরকে পিছন হতে দেখে থাকি।

٨٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيْمُوْا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.

৮৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (র) কতিপয় হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সালাতের মধ্যে কাতার সোজা রাখবে। কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

٨٦٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৮৬০. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্ন বাশ্‌শার (র)...... নু'মান ইব্ন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা রাখবে। নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

٨٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَأٰى أَنَّا قَدْ

عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৮৬১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... নু'মান ইব্ন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করে দিতেন যেন তিনি ধনুকের কাষ্ঠটি সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন (হুজ্‌রা হতে) বের হয়ে এসে স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলবেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বক্ষদেশ কাতার হতে আগে বেড়ে আছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতার অবশ্যই সোজা কর। নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের বিভেদ করে দিবেন।

٨٦٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৮৬২. হাসান ইব্নুর-রাবী (র), আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবূ আওয়ানাহ (র) থেকে উক্ত সনদে আপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٦٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

৮৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের সাওয়াবের কথা জানত এবং লটারী ছাড়া তা লাভের কোন উপায় না থাকত তবে তারা এর জন্য অবশ্য লটারী করত এবং যদি (যুহরের সালাতে) আওওয়াল ওয়াক্তে গমনের ফযীলত যদি তারা জানত তবে তারা এর জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। আর এশা ও ফজরের মাহাত্ম্য যদি অবহিত হত, তবে তারা ঐ দু'টির জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আগমন করত।

٨٦٤- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَيَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ.

৮৬৪. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)......আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে পিছনের কাতারে দেখে বললেন, আমার নিকটে আস এবং প্রথম কাতার পুরা কর, অতঃপর

দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। এমন কিছু লোক সব সময় থাকবে যারা সালাতে পিছনে আল্লাহ্ তাদেরকে (নিজ রহমত হতেও) পিছনে রাখবেন।

٨٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا فِيْ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৮৬৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর-রহমান আদ-দারিমী (র)...... আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোককে দেখলেন, তারা মসজিদের পেছনের দিকে আছেন। তারপর উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٨٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ اَبُوْ قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْتَعْلَمُوْنَ اَوْيَعْلَمُوْنَ مَافِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ الصَّفِّ الْاَوَّلِ مَاكَانَتْ اِلاَّ قُرْعَةً.

৮৬৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব আল-ওয়াসিতী (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা (অথবা বলেছেন তারা) যদি প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য অবগত হতো, তবে লটারী করতে হতো। ইব্‌ন হারব (র) বর্ণনা করেছেন, প্রথম কাতারে লটারী করা ছাড়া কেউ যেতে পারত না।

٨٦٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

৮৬৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। আর স্ত্রীলোকদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার (যা পুরুষের কাতার হতে দূরে থাকে)। এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার (যদি পুরুষদের কাতারের নিকটবর্তী হয়)।

٨٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

৮৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨- بَابُ اَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ اَنْ لاَيَرْفَعْنَ رُؤُسَهُنَّ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

২৮.অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের পিছনে সালাত আদায়কারিনী নারীদের প্রতি নির্দেশ তারা যেন পুরুষদের মাথা উঠানোর পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়

٨٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِى اُزُرِهِمْ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الْاُزُرِ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ قَائِلٌ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

৮৬৯. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি তহবন্দ খাটো হবার দরুন মানুষকে বালকের ন্যায় তাদের তহবন্দ গলায় বেঁধে নবী ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে নারী সমাজ! পুরুষরা তাদের শির উত্তোলন না করা পর্যন্ত তোমরাও সিজ্‌দা হতে শির উত্তোলন করবে না।

٢٩- بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَاَنَّهَا لاَتَخْرُجُ مُطَيَّبَةً.

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্‌নার আশংকা না থাকলে নারীগণ মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু খোশবূ লাগিয়ে (বাইরে) যেতে পারবে না

٨٧٠- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

৮৭০. আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে নিষেধ করবে না।

٨٧١- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ اِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ اِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ اِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ اِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَاسَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ اَخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

৮৭১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের স্ত্রীলোকগণ মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিবে

না। বিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে বাধা প্রদান করব। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) এমন রূঢ় ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করলেন, যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও তাকে এভাবে অন্য কাউকে তিরস্কার করতে শুনি নি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি বলছ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদেরকে নিষেধ করব।

٨٧٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَابْنُ إِدْرِيْسَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ.

৮৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে আল্লাহ্ মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না।

٨٧٣– حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

৮৭৩. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে।

٨٧٤– حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لاَنَدَعُ هُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لاَنَدَعُهُنَّ.

৮৭৪. আবূ কুরায়ব (র)...... ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না। তখন তাঁর পুত্র বলল, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব, যাতে তারা ছলনা ও প্রবঞ্চনা করতে না পারে। তখন তিনি তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করবার পর বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ শুনাচ্ছি, আর তুমি তার বিরোধিতা করে বলছ যে, আমরা তাদের ছেড়ে দিব না।

٨٧٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৭৫. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র)...... আল-আ'মাশ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٨٧٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدُ إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً قَالَ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لاَ.

৮৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও ইবন রাফি' (র)...... ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে। তখন ওয়াকিদ নামক তাঁর এক পুত্র বলল যে, তারা সেখানে গিয়ে প্রতারণা করবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) তাঁর বুকে হাত মেরে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ, তাদেরকে যেতে দিবে না।

٨٧٧- حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِذَا اَسْتَأْذَنُوْكُمْ فَقَالَ بِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ.

৮৭৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকগণকে রাতে মসজিদে পুণ্য লাভের জন্য যেতে নিষেধ কর না, যখন তারা তার অনুমতি চাইবে। তখন বিলাল বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদেরকে নিষেধ করব। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব।

٨٧٨- حَدَّثَنَا هَرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

৮৭৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)....যায়নাব আস-সাকাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন স্ত্রীলোক যখন ইশার সালাত আদায় করতে (মসজিদে) আসে, তখন সে যেন ঐ রাতে খোশবূ না লাগায়।

٨٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ اَمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ لَنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.

৮৭৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী মসজিদে আসবে, সে যেন খোশবূ স্পর্শও না করে।

٨٨٠- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ يَزِيْدَبْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَتَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ.

৮৮০, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী কোন সুগন্ধির ধুনি নিবে, সে যেন ইশার সালাতে আমাদের সাথে শরীক না হয়।

٨٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ لَوْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى مَااَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.

৮৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)...... আম্রা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি এ-যুগের নারীদের আচরণের অবস্থা দেখতেন, তবে তাদেরকে বনী ইসরাঈলী নারীদের ন্যায় মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি আমরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বনী ইসরাঈলী নারীদেরকে কি মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٨٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৮২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আম্র আন-নাকিদ, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٠-بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْاِسْرَارِ اِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً.

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বিপদের আশংকা থাকে, জাহরী সালাতেও মধ্যম আওয়াযে কিরা'আত পড়া যায়

٨٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ « وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا » قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِذَا سَمِعَ ذَالِكَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ « وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ » فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكِيْنَ قِرَاءَتَكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ اَسْمِعْهُمُ الْقُرْاٰنَ وَلَاتَجْهَرْ ذَالِكَ الْجَهْرَ « وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا » يَقُوْلُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ.

৮৮৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্ ও আম্‌র আন্‌ নাকিদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا সম্পর্কে বলেন, (মধ্যম আওয়াযে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত) এই আয়াত এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করার সময় উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শ্রবণ করে কুরআন, তা অবতীর্ণকারী এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে গালি-গালাজ করত। তখন আল্লাহ্ তাঁর নবী কে বললেন........... وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ আপনি সালাতে এত উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না যে, মুশরিকগণ তা শুনতে পায় এবং এত নিম্নস্বরেও পাঠ করবেন না যে, আপনার সাহাবীগণ তা শুনতে না পায়। বরং মধ্যম আওয়াযে কুরআন পাঠ করুন।

٨٨٤– حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ « وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا » قَالَتْ اُنْزِلَ هٰذَا فِي الدُّعَاءِ.

৮৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ অধিক উচ্চস্বরেও দু'আ করবে না, আর অধিক নিম্নস্বরেও দু'আ করবে না)।

٨٨٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৮৮৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١– بَابُ الْاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ.

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মনোযোগ সহকারে কিরা'আত শ্রবণ

٨٨٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنِ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْمٍ لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَكَانَ ذٰلِكَ يَعْرِفُ مِنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى « لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ » اَنْ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ فَتَقْرَاُهُ

« فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ » قَالَ اَنْزَلْنَه فَاسْتَمِعْ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اَنْ نَبِيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اَطْرَقَ فَاِذَا ذَهَبَ قَرَاَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ–

৮৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لاَتُحَرِّكْ بِه সম্পর্কে বলেন, জিব্‌রাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসতেন তখন তিনি তাঁর জিব্বা ও ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন এতে তাঁর ভীষণ কষ্ট হতো। এবং এ তার চেহার দেখে চিনা যেত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, لاَتُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه -অর্থাৎ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্তে ওষ্ঠ সঞ্চালন করবে না, আপনার সীনায় আমিই তো সংরক্ষণ করব। যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন। আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ আপনার যবানে পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন এরপর জিব্‌রাঈল (আ) যখন আগমণ করতেন তখন তিনি মাথা নত করে করে থাকতেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) নির্গমন করলে তিনি আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার মুতাবিক হুবহু তা আবৃত্তি করতেন।

٨٨٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِه « لاَتُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه » قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى « لاَتُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ » قَالَ جَمْعَهُ فِىْ صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَاَهُ « فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ » قَالَ فَاسْتَمِعْ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَاَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَاَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا اَقْرَاَهُ.

৮৮৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী لاَتُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه সম্পর্কে বলেন, কুরআন নাযিলের সময় নবী ﷺ তড়িঘড়ি তা আয়ত্ত করার নিমিত্ত ওষ্ঠ সঞ্চালন করতেন। এতে তাঁর অত্যধিক কষ্ট হতো। (রাবী বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করতেন আমি সেরূপ ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করব। সাঈদ বলেন, যেভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) স্বীয় ওষ্ঠ নাড়াচ্ছিলেন, আমিও তদ্রূপ ওষ্ঠ নাড়াচ্ছি। এরপর তিনি তার ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

لاَتُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه – اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ

আপনার সীনায় তা সংরক্ষণ করব। যেন পরে আপনি তা পাঠ করতে পারেন।

فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর তা আপনার দ্বারা পাঠ করানো দায়িত্ব আমারই"। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রাঈল (আ) যখন ওহীসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করতেন, তখন তিনি তা নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং জিব্‌রাঈল (আ) নির্গমন করলে পর নবী ﷺ হুবহু তা-ই আবৃত্তি করতেন।

٣٢-بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ.

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর সালাতে এবং জিন্‌দের সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা

٨٨٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَاٰهُمْ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَالَكُمْ قَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَاذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِيْنَ أَخَذُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلٍ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ وَقَالُوْا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ « قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. »

৮৮৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ জিনদের নিকট কুরআন পাঠ করেন নি এবং তাদের তিনি দেখেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল সাহাবীর সঙ্গে উকায বাজারে গমন করেন। তখন শয়তানদের জন্য আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হচ্ছিল। তাই একদল শয়তান তাদের নিকট গিয়ে বলল, যে, আকাশের খবরাখবর জানতে হওয়া আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের উপর আগুনের শিখা বর্ষিত হচ্ছে। তারা বলল, নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা ঘটে থাকবে। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে দেখ, কি কারণে আমাদের নিকট আকাশের খবর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদেরই কিছু সংখ্যক লোক তেহামার পথে উকায বাজারে গমন করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন 'নাখ্‌ল' নামক স্থানে স্বীয় সাহাবীগণ সহ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা (জিন সম্প্রদায়) যখন কুরআন পাঠ শুনল, তখন তাতে মনোনিবেশ করল এবং বলল, আকাশের খবরা খবর বন্ধ হওয়ার কারণ একমাত্র এটাই। এরপর তারা তাদের কাওমের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমাদের কাওম। আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সত্য পথ-নির্দেশক। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এবং আমরা কখনও আমাদের রবের সহিত কাউকে শরীক করব না। তখন আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর (এ ওহী) অবতীর্ণ করেন- قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ الخ বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিনদের একটি দল শুনেছে..........।

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ لَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ.

৮৮৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জিন-রজনী'-(অর্থাৎ যে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জিন্‌দের সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল) তে কি ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, 'জিন-রজনী'-তে কি তোমাদের মধ্য হতে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিল? তিনি বললেন, না! কিন্তু একরাত্রি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। এবং তাঁকে পর্বতের উপত্যকা ও ঘাঁটিসমূহে খোঁজাখুঁজি করলাম। আমরা ভাবলাম জিনেরা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে কিংবা গুপ্তঘাতক তাকে মেরে ফেলেছে। আমরা রাত্রটি দারুন উদ্বেগে কাটালাম। ভোরবেলা আমরা (দেখলাম যে,) তিনি হিরা (জাবাল-ই-নূর পর্বত, যা মক্কা ও মীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত) পর্বতের দিক হতে আসছেন। রাবী বলেন, তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে আমরা হারিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। কিন্তু কোথাও পাইনি। ফলে দারুন উদ্বেগের মধ্যে আমরা রাত কাটিয়েছি। তিনি বললেন, জিন্‌দের একজন প্রতিনিধি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গেলাম এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করলাম। এরপর তারা আমাকে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং তাদের নিদর্শন ও তাদের আগুনের নিদর্শনগুলো দেখাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, জিনেরা তার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, যে-সমস্ত প্রাণী আল্লাহ্‌র নামে যবেহ্ হবে, তাদের হাড্ডি তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা গোশ্‌তে পরিণত হয়ে যাবে। এবং সকল উষ্ট্রের বিষ্ঠা তোমাদের জীবজন্তুর খাদ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা ঐ দু'টি জিনিস (অস্থি ও উষ্ট্রের বিষ্ঠা) দ্বারা ইস্তিনজা করবে না। কেননা, ওগুলো তোমাদের ভাই (জিন্ ও তাদের জানোয়ার) দের খাদ্য।

٨٩٠- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ * قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ.

৮৯০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস সা'দী (র) দাঊদ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে أَثَارَ نِيْرَانِهِمْ পর্যন্ত আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। শা'বী বলেন, জিনেরা তাঁর নিকট তাদের খাদ্যের জন্যও প্রার্থনা করেছিল। এবং তারা ছিল জাযীরার অধিবাসী।

٨٩١– وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى قَوْلِهٖ وَاٰثَارَ نِيْرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

৮৯১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী থেকে وَاٰثَارَ نِيْرَانِهِمْ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। পরবর্তী অংশ তিনি বর্ণনা করেন নি।

٨٩٢– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَهُ.

৮৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'জিন্-রজনী'-তে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম না। কিন্তু আমার বাসনা জাগে যে, আহা! সেদিন যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম।

٨٩٣– حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْكَ يَعْنِيْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ اٰذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

৮৯৩. সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জারমী ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... মা'ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি, তিনি বলেন আমি মাসরূককে জিজ্ঞাসা করেছি, যে রাতে জিনেরা এসে কুরআন শ্রবণ করল সে রাতে নবী ﷺ -কে কে তাদের উপস্থিতি সংবাদ দিয়েছিল? তিনি বলেন, আমাকে তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, তাঁকে জিনের উপস্থিতি একটি বৃক্ষ সংবাদ দিয়েছিল।

٣٣– بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ যুহর ও আসরে কিরা'আত পাঠ

٨٩٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَالِكَ فِي الصُّبْحِ.

৮৯৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও কখনও আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। আর যুহরের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত খাট করতেন। অনুরূপ ফজরের সালাতেও।

٨٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ وَاَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৮৯৫. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও আরও একটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনও আয়াত আমাদেরকে শুনাতেন। আর শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

٨٩٦- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهِ فِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَالِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِوَايَتِهِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً.

৮৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিয়াম (দাঁড়ান)-এর পরিমাপ করতাম। যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে তাঁর কিয়াম, আলিফ লা-ম মীম তানযীল আস-সিজদাহ্ পাঠের সময়ের পরিমাণ হত। আর আর শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ। আসরের প্রথম দুই রাক'আত-যুহরের শেষ দু'রাক'আতের পরিমাণ দাঁড়াতেন এবং আসরের শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ। এবং আবূ বাকর (রা) তার রিওয়ায়াতে সূরা আলিফ লা-ম মীম তানযীল-এর উল্লেখ করেন নি। বরং ত্রিশ আয়াত পরিমাণ বলেছেন।

٨٩٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ اٰيَةً اَوْ قَالَ نِصْفَ

ذَالِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَالِكَ.

৮৯৭. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাকা'আত পনের আয়াত পরিমাণ। অথবা তিনি বলেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। এবং আসরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ।

٨٩٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوْا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ لَهُ مَاعَابُوْهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنِّيْ لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّيْ لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ.

৮৯৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন, কূফাবাসিগণ সা'দের সালাত সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট অভিযোগ করল। উমার (রা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আগমন করলে উমার তাঁর সালাত সম্পর্কে কূফাবাসীদের অভিযোগের কথা অবহিত করলেন। সা'দ (রা) বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মতই তাদের নিয়ে সালাত আদায় করে থাকি। তাতে একটুকুও ক্রটি করি না। আমি প্রথম দুই রাক'আত লম্বা করি এবং শেষের দুই রাক'আত সংক্ষেপে আদায় করে থাকি। তখন উমার (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ ইসহাক! তোমার নিকট হতে এটাই আশা করা যায়।

٨٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

৮৯৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) আবদুল মালিক উমায়র (রা) সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেন।

٩٠٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَوْكَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْذَاكَ ظَنِّيْ بِكَ.

৯০০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) সা'দ (রা) কে বললেন, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে সকল ব্যাপারে অভিযোগ করছে এমনকি সালাতের ব্যাপারেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মোটেই কসুর করি না। উমার (রা) বললেন, তোমার থেকে এটাই আশা করা যায়। অথবা বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার এইরূপই ধারণা।

٩٠١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاَبِىْ عَوْنٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ تُعَلِّمُنِى الْاَعْرَابُ بِالصَّلاَةِ.

৯০১. আবু কুরায়ব (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। অবশ্য তিনি কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) বললেন, আরব বেদুঈনগণ আমাকে সালাত শিক্ষা দিবে!"

٩٠٢- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

৯০২. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)....... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুহরের সালাত শুরু করা হত। অতঃপর কোনও আগমনকারী 'বাকী' নামক স্থানে গমন করত এবং তার প্রয়োজন সেরে পরে উযূ করে ফিরে আসত। তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কিরা'আত) দীর্ঘ করার কারণে প্রথম রাক'আতেই থাকতেন।

٩٠٣- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَزَعَةُ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ اِنِّىْ لاَاَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلاَءِ وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ اِنِّىْ لاَاَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلاَءِ عَنْهُ قُلْتُ اَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ فِىْ ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ اَحَدُنَا اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِىْ اَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى.

৯০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... কাযা'আহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর নিকট আগমন করলাম। তখন তাঁর নিকট অনেক লোকের সমাগম ছিল। তারা চলে গেলে আমি বললাম, এরা যা জিজ্ঞাসা করেছে, আমি আপনার নিকট তা জিজ্ঞাসা করব না, বরং আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তিনি বললেন, এতে তোমার কোনও ফায়দা নেই (কেননা, তুমি ঐরূপ সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না) তিনি (কাযা'আহ্) পুনরায় তাই জিজ্ঞাস করলেন। তখন আবূ সাঈদ (রা) বললেন, যুহরের সালাত শুরু করা হত। তারপর আমাদের মধ্য হতে কেউ 'বাকী' পর্যন্ত যেত এবং (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন সেরে নিজ গৃহে এসে উযূ বানাত। অতঃপর মসজিদে ফিরে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম রাক'আতেই থাকতেন।

٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الصُّبْحِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতে কিরা'আত পাঠ

٩٠٤- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَبْنَ عَبَّادِبْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى اَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَلصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَوْذِكْرُ عِيْسٰى مُحَمَّدُبْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا عَلَيْهِ اَخَذَتِ النَّبِىَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذٰالِكَ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِىْ حَدِيْثِهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَقُلْ ابْنِ الْعَاصِ.

৯০৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)....... আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং সূরা মু'মিনূন শুরু করলেন। যখন মূসা ও হারূন (আ) অথবা ঈসা (আ)-এর নামের উল্লেখিত আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাশি আসল। তিনি রুকূতে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাইব (রা) তখন উপস্থিত ছিলেন। আবদুর রায্যাকের রিওয়ায়াতে আছে, তিনি কিরা'আত বন্ধ করে দিলেন এবং রুকূতে গেলেন। আবদুর রায্যাক এর হাদীসে وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو -এর সাথে ابْنِ الْعَاصِ শব্দটি নেই।

٩٠٥- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ سَرِيْعٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ.

৯০৫. যুহায়র ইব্ন হারব, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আম্র ইব্ন হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের সালাতে وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ অর্থাৎ সূরা তাক্ভীর পাঠ করতে শুনেছেন।

٩٠٦- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِبْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ حَتّٰى قَرَأَ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ قَالَ فَجَعَلْتُ اُرَدِّدُهَا وَلَااَدْرِى مَاقَالَ.

৯০৬. আবূ কামিল আল-জাহদারী, ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)......কুত্বা ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সূরা কাফ তিলাওয়াত শুরু করে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ আয়াত পর্যন্ত পৌছলেন (রাবী বলেন) আমি আয়াতটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগলাম।

٩٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ.

৯০৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... কুতবা ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে ফজরের সালাতে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ এবং সমুন্নত খেজুর-গাছ যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর (৫০-১০) পড়তে শুনেছেন।

٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِبْنِ عَلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرأَ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّخْلَ بَا سِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ وَرُبَّمَا قَالَ قٓ.

৯০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ...... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা-এর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তিনি (নবী স) প্রথম রাক'আতে وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ এই আয়াত পড়লেন এবং কখনও বলেছেন, সূরা 'কাফ' (পড়েছেন)।

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا.

৯০৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের সালাতে قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ সূরা পড়তেন। তাঁর অন্যান্য সালাত সংক্ষিপ্ত হত।

٩١٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ وَلاَيُصَلِّىَ صَلاَةَ هٰؤُلاَءِ قَالَ وَاَنْبَاَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا.

৯১০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি...... সিমাক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন ঐ সকল লোকের মত (দীর্ঘ করে) সালাত আদায় করতেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ফজরের সালাতে قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ কিংবা তৎসদৃশ (সূরাসমূহ) পড়তেন।

٩١١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَالِكَ وَفِي الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

৯১১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের সালাতে وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى পড়তেন এবং আসরের সালাতেও অনুরূপ সূরা এবং ফজরের সালাতে তার চেয়েও দীর্ঘ সূরা পড়তেন।

٩١٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِي الصُّبْحِ بِاَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ.

৯১২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুহরের সালাতে بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করতেন এবং ফজরের সালাতে তদপেক্ষা দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

٩١٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ.

৯১৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

٩١٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ اٰيَةً.

৯১৪. আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ষাট হতে একশ' আয়াত পাঠ করতেন।

٩١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَابُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

৯১৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উম্মুল ফযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا পাঠ করতে শুনে বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি এই সূরাটি পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এটি এমন এক সূরা যা আমি সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শুনেছি।

٩١٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌ النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلّٰى بَعْدُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৯১৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আম্‌র আন নাকিদ (র)...... যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু সাহিল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এই কথাটি আছে, এরপর ওফাত পর্যন্ত তিনি আর কোনও সালাত আদায় করেন নি।

٩١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِي الْمَغْرِبِ.

৯১৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি।

٩١٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

৯১৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ যুহরী (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন।

٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ.

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার সালাতে কিরা'আত

٩١٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

৯১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরে ছিলেন। তিনি ইশার সালাত আদায় করেন এবং এক রাক'আতে وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ সূরাটি পাঠ করেন।

٩٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

৯২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরা وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করলেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ فِى الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ.

৯২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে ইশার সালাতে وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পাঠ করতে শুনেছি। আমি তার থেকে অধিক সুন্দর আওয়াজ কারও কাছে শুনিনি।

٩٢٢- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِى فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ اَنَافَقْتَ يَفُلاَنُ لاَوَاللّٰهِ وَلاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَاُخْبِرَنَّهُ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اقْرَاْ بِكَذَا وَاقْرَاْ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَقَالَ عَمْرٌو نَحْوَ كَذَا.

৯২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর ফিরে আসতেন এবং তার নিজ লোকদের সালাতে ইমামত করতেন। এক রাতে তিনি নবী ﷺ -এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের কাছে আসলেন। এবং তাদের ইমামত করলেন। এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন। এতে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে সালাম ফিরাল এবং একাকী সালাত পড়ে চলে গেল। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছ? সে বলল, না আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুনাফিক নেই। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যাব এবং তাঁকে একথা জানাব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো দিনে উট দিয়ে পানি সেচের কাজ করি। আর মু'আয (রা) আপনার সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করে আসেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আযের প্রতি ফিরলেন এবং বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেৎনা সৃষ্টিকারী? তুমি এই সূরা পাঠ করবে। সুফিয়ান বলেন, আমি আম্‌রকে বললাম, আবূ যুবায়র (র) জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحٰى، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করবে। আম্‌র (রা) বললেন এমনই।

٩٢٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَالِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَاقَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَامُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.

৯২৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আয ইব্‌ন জাবাল আল-আনসারী (রা) তাঁর লোকজনদের নিয়ে নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন এবং তা খুবই দীর্ঘ করেন। আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে একাকী সালাত আদায় করল। মু'আযকে এ বিষয়ে অবগত করা হলো। তখন বললেন, ঐ ব্যক্তি মুনাফিক! এই খবর ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেল এবং মু'আযের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মু'আয (রা)-কে বললেন, হে মু'আয! তুমি ফিত্‌না সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন সালাতে ইমামতি করবে, তখন وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى পাঠ করবে।

٩٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৯২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় লোকদের নিকট ফিরে আসতেন এবং তাদের নিয়ে সেই সালাতেই ইমামতি করতেন।

٩٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَنِيُّ قَالَ أَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ.

৯২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর স্বীয় কাওমের মসজিদে এসে তাদেরকে নিয়ে সেই সালাত আদায় করতেন।

٣٦- بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ فِيْ تَمَامٍ.

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামদের প্রতি সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ।

٩٢٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِيْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৯২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের সালাতে আসছি না। কেননা, সে আমাদের নিয়ে (সালাত) দীর্ঘ করে। তখন আমি নবী ﷺ -কে নসীহত করার ক্ষেত্রে কখনও এত অধিক রাগান্বিত হতে দেখি নি, যতটা দেখলাম সেদিন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা (দীন সম্পর্কে) ঘৃণা সৃষ্টি করছে। তোমাদের যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত (মানুষ) থাকে।

٩٢٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيْعٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ.

৯২৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইব্ন আবূ আমর (র) ইসমাঈল সূত্রে উপরোক্ত সনদে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٢٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الصَّغِيْرَ وَالْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّهِ كَيْفَ شَاءَ.

৯২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন যখন তোমাদের মধ্যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, তখন (সালাত) সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, তাদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্ন লোক থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে তখন যেভাবে মন চায় তা আদায় করবে।

٩٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَا

ـامَ اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَيُخَفِّفِ الصَّلاَةَ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَفِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ.

৯২৯. ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (র) আমাদের নিকট মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরও বলেন, তার মধ্যে একটি এই, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে তখন সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করবে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ ও দুর্বল (লোক) থাকে। আর যখন একাকী সালাত আদায় করবে তখন যত ইচ্ছা তা দীর্ঘ আদায় করবে।

٩٣٠- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِىْ النَّاسِ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ ذَاالْحَاجَةِ.

৯৩০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে তখন সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা, লোকদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও অভাবী (মানুষ) থাকে।

٩٣١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيْمَ الْكَبِيْرَ.

৯৩১. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌নুল লাইস (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ (এই সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রুগ্ন এর স্থলে বৃদ্ধ বলেছেন।

٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئًا قَالَ اُدْنُهْ فَجَلَّسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِىْ صَدْرِىْ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَهَا فِىْ ظَهْرِىْ بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمَّ قَالَ اُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِنَّ فِيْهِمْ ذَاالْحَاجَةِ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

৯৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... উসমান ইব্‌ন আবূল-আস আস্‌-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি এই ব্যাপারে ভয় পাই। তিনি বললেন, আমার কাছে আস। এবং তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। এরপর বললেন, ফিরে বস এবং আমার পিঠের ওপর

দুই কাঁধের মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। অতঃপর বললেন, নিজ কাওমের ইমামত কর। আর যে কেউ তার কাওমের ইমামত করবে, সে যেন তার সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল এবং এমন লোকও রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে। অবশ্য যখন একাকী সালাত আদায় করবে তখন সে যেরূপ ইচ্ছা করতে পারে।

٩٣٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أٰخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلاَةَ.

৯৩৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)...... উসমান ইব্ন আবূল আস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, যখন তুমি তোমার কাওমের ইমামত করবে, তখন তাদের সালাত সংক্ষেপ করবে।

٩٣٤– وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُتِمُّ–

৯৩৪. খালাফ ইব্ন হিশাম ও আবূ রাবী আয-যাহরানী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সংক্ষেপে সালাত আদায় করতেন কিন্তু তা হতো পূর্ণাঙ্গ।

٩٣٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِيْ تَمَامٍ.

৯৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত আদায়কারী কিন্তু তা হত পূর্ণাঙ্গ।

٩٣٦– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৯৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করেছি, অন্য কোন ইমামের পিছনে সেরূপ আদায় করি নি।

٩٣٧– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ الْخَفِيْفَةِ أَوْ بِالسُّوْرَةِ الْقَصِيْرَةِ.

৯৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত রত অবস্থায় মায়ের সঙ্গে আগত শিশুর কান্না যখনই শুনতে পেতেন তখন সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন।

٩٣٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَدْخُلُ الصَّلاَةَ اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ بِهِ-

৯৩৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল আয-যারীর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি সালাত আরম্ভ করি এবং দীর্ঘ সালাত আদায়ের ইচ্ছা করি, কিন্তু যখনই শিশুর কান্না শুনতে পাই তখনই মায়ের কষ্ট অনুভব করে সালাত সংক্ষিপ্ত করি।

٣٧- بَابُ اِعْتِدَالِ اَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَتَخْفِيْفِهَا فِىْ تَمَامٍ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের রুকনসমূহ যথাযথ আদায় এবং তা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ করা

٩٣٩- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى عَوَانَةَ قَالَ حَامِدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

৯৩৯. হামিদ ইব্‌ন উমার আল-বাক্‌রাবী ও আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন আল-জাহ্‌দারী (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব, তাঁর কিয়াম (সালাতে দাঁড়ান), রুকূ, রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান, অতঃপর সিজ্‌দা এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী বসা অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজ্‌দা এবং সালাম ও (মুসাল্লীদের দিকে) ফিরে বসার মধ্যবর্তী বৈঠক-এই সব গুলোকে প্রায়ই সমান সমান পেয়েছি।

٩٤٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ عَلَى الْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْاَشْعَثِ فَاَمَرَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّىْ فَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ قَدْرَ مَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَسُجُوْدُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِوبْنِ مُرَّةَ فَقَالَ قَدْ رَاَيْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى فَلَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ هٰكَذَا-

৯৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আল-হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আশ'আসের শাসনকালে জনৈক ব্যক্তি যার নাম তিনি উল্লেখ করেছিলেন কূফাবাসীদের উপর তার আধিপত্য স্থাপন করেছিল। তিনি আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে সালাতে ইমামত করতে নির্দেশ দিলেন। সালাত আদায়কালে তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন আমার এ দু'আটি পাঠ করা পরিমাণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ-তা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। আপনি যা দান করবেন তা রোধ করার কেউ নেই। আর আপনি যা রোধ করবেন তা দান করারও কেউ নেই। এবং কোনও সম্পদশালীকেই তার সম্পদ আপনার শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।)

হাকাম বলেন, আমি একথা আবদুর-রাহমান ইব্ন আবূ লায়লার নিকট বললাম। তিনি বললেন, আমি বারা ইব্ন আযিব (রা) কে বলতে শুনছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রুকূ এবং রুকূ' হতে দাঁড়ান, তারপর সিজ্‌দা এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময় এ সকল প্রায়ই সমান সমান হত। শু'বা (র) বলেন, আমি আম্‌র ইব্ন মুররা'র সাথে এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আমি আবদুর-রাহমান ইব্ন আবূ লায়লাকে দেখেছি, তার সালাত এরূপ ছিল না।

٩٤١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوْفَةِ اَمَرَ اَبَا عُبَيْدَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ

৯৪১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার (র)...... আল-হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাতার ইব্ন নাজিয়া যখন কূফার উপর আধিপত্য স্থাপন করলেন তখন আবূ উবায়দাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

٩٤٢–حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّيْ لاَ اٰلُوْ اَنْ اُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

৯৪২. খালাফ ইব্ন হিশাম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে ঐরূপ সালাত আদায় করতে ত্রুটি করব না, যেরূপ সালাত আদায় করতে দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমাদেরকে নিয়ে রাবী বলেন, আমি আনাসকে কিছু কাজ করতে দেখতাম, তোমাদেরকে তা করতে দেখি না, তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন, এমনকি কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন। প্রথম সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলেও এরূপ বসে যেতেন যে, কেউ কেউ মনে করত, তিনি (হয়ত) ভুলে গেছেন।

٩٤٣- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَامٍ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَقُولُ قَدْ أَوْهَمَ.

৯৪৩. আবূ বাক্‌র ইবন নাফি' আল-আবদী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতকে পূর্ণরূপে আদায় করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত আমি আর কারও পিছনে আদায় করি নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের রুকুন সমূহ প্রায় সমান সমান হতো। আবূ বকরের সালাত-এর (রুকন সমূহ) ও প্রায় সমান সমান হতো। যখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যামানা আসল, তিনি ফজরের সালাত দীর্ঘ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম সম্ভবত তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন। তারপর সিজ্‌দা করতেন এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সম্ভবত বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন।

٣٨-بَابُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের অনুসরণ এবং সব কাজ তাঁর পরে করা

٩٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَّدًا.

৯৪৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন, তিনি অসত্য বলেন নি। তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা তুলতেন, তখন তার কপাল মাটিতে না রাখা পর্যন্ত আমাদের কাউকে পিঠ ঝুঁকাতে দেখি নি। অতঃপর তার পিছনের সবাই সিজ্‌দায় চলে যেতেন।

٩٤٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ سُجُودًا بَعْدَهُ.

৯৪৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) আমার নিকট বলেছেন এবং তিনি অসত্য বলেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, আমাদের মধ্যে কেউ পিঠ ঝুঁকাত না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্‌দায় যেতেন। (তিনি সিজ্‌দায় তারপর আমরা সিজ্‌দায় যেতাম)।

٩٤٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ.

৯৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর-রহমান ইব্‌ন সাহম আল আনতাকী (র)...... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করতেন, যখন তিনি রুকূ করতেন, তাঁরাও রুকূ করতেন। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর যখন তাঁকে মাটির উপর কপাল রাখতে দেখতাম, তখন আমরাও তার অনুসরণ করতাম।

٩٤٧– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَحْنُوْا اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ فَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوْفِيُّوْنَ اَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتّٰى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

৯৪৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... বারা (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সংগে (সালাত আদায়) আমাদের এ নিয়ম ছিল আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে সিজ্‌দা করতে না দেখতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

٩٤٨–حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْاَشْجَعِيُّ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ سَرِّيْعٍ مَوْلٰى اٰلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ « فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ » وَكَانَ لاَيَحْنِيْ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

৯৪৮. মুহরিয ইব্‌ন আওন ইব্‌ন আবূ আওন (র)...... আম্‌র ইব্‌ন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম তাকে فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (আমি শপথ

করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষসের যা প্রত্যাগমন করে ও দৃশ্য হয়। (সূরা আত তাক্‌বীর আয়াত ১৫-১৬) পড়তে শুনলাম। এবং তিনি পূর্ণভাবে সিজ্‌দায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না।

٣٩- بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে কি বলবে

٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَمِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

৯৮৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....ইব্‌ন আবূ আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ থেকে পিঠ উঠাতেন, তখন বলতেন-

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

(প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ্ শুনেন। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা আপনারই জন্য-যা আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এর্ব পরিপূর্ণ তা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন)।

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَمِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

৯৫০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

৯৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই দু'আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ-

(হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য যা আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ তা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা করেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে করুন বরফ, শিলা ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র করুন যেমনিভাবে সাদা বস্ত্র পরিষ্কার করা হয় ময়লা থেকে)।

٩٥٢–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ فِيْ رِوَايَةِ مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِيْ رِوَايَةِ يَزِيْدَ مِنَ الدَّنَسِ۔

৯৫২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... শু'বা (র) সূত্রে মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'ওয়াসখ' শব্দের স্থলে 'দারান' উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইয়াযীদের বর্ণনায় 'ওয়াসাখ' শব্দের স্থলে 'দানাস' বলা হয়েছে।

٩٥٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

৯৫৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর-রাহমান আদ-দারিমী (র).....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

٩٥٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنِ حَسَّانَ قَالَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَمِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

৯৫৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّهِ مِنْكَ الْجَدُّ

٩٥٥- حَدَّثَنَا نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى قَوْلِهِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

৯৫৫. ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে وَمِلْءُ مَا شِئْتَ পর্যন্ত বর্ণিত আছে এই রিওয়ায়াতে (বর্ণিত দু'আর) পরবর্তী অংশের উল্লেখ নাই।

٤٠-بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ-সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ নিষেধ

٩٥٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ اَلاَ وَاِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

৯৫৬. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হুজরা শরীফের) পর্দা খুলে দিলেন। তখন লোকেরা আবূ বকরের পিছনে কাতার বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোকগণ। এখন আর সত্য স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের সুসংবাদ দেওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না (কেননা, আমার উপর নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে) মুসলমানগণ তা দেখবে। তোমরা সাবধান হও। আমাকে রুকূ' এবং সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহত্ত্ব বর্ণনা করবে। এবং সিজ্‌দায় অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে। তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত। হাদীসটি আবূ বাক্‌র حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ বলে বর্ণনা করেছেন।

٩٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَاْسُهُ مَعْصُوْبٌ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوْ تُرٰى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

৯৫৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্যে পর্দা খুলে দিলেন। তাঁর মাথায় তখন

পট্টি বাঁধা ছিল। এরপর বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌছিয়েছি? এরূপ তিনবার বললেন। বস্তুত আমার পরে নবুওয়াতের কোনও সুসংবাদদানকারী থাকবে না। কিন্তু সত্য স্বপ্ন থেকে যাবে। নেকবান্দা তা দেখবে অথবা তাকে দেখানো হবে। তারপর রাবী সুফিয়ানের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٩٥٨- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

৯৫৮. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ এবং সিজ্‌দারত অবস্থায় (কুরআন) পড়তে নিষেধ করেছেন।

٩٥٩- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِيْ ابْنَ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

৯৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ' এবং সিজ্‌দারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

٩٦٠- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلاَ أَقُوْلُ نَهَاكُمْ.

৯৬০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)........ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রুকূ' এবং সিজ্‌দায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন। আমি বলি না যে, তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

٩٦١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ حِبِّيْ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

৯৬১. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হাবীব আমাকে রুকূ' এবং সিজ্‌দা রত অবস্থায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন।

٩٦٢- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ

ابْنِ عَجْلاَنَ وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ وَحَدَّثَنِيْ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اِلاَّ الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلاَنَ فَاِنَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوْا نَهَانِيْ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْ رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُوْدِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ.

৯৬২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইব্ন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুকাদ্দামী, হারূন ইব্ন সাঈদ আল আয়লী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন হুজ্‌র এবং হান্নাদ ইবনুস সারী (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ আমাকে রুকূ করাকালীন কিরা'আত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। তারা সকলেই আলী (রা) সূত্রে বলেছেন যে, তিনি ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কিরা'আত পড়তে নিষেধ করেছেন, কিন্তু সিজ্‌দায় কিরা'আত পড়ার নিষেধ সম্পর্কে তারা তাদের রিওয়ায়াতে কোন উল্লেখ করেন নি। যেরূপ যুহরী, যায়দ ইব্ন আসলাম, ওয়ালীদ ইব্ন কাসীর ও দাউদ ইব্ন কায়স উল্লেখ করেছেন।

٩٦٣- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُوْدِ.

৯৬৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে সিজ্‌দা অবস্থায় (কিরা'আত পড়ার) কথার উল্লেখ নেই।

٩٦٤- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ وَاَنَا رَاكِعٌ لاَيَذْكُرُ فِي الْاِسْنَادِ عَلِيًّا.

৯৬৪. আম্‌র ইব্ন আলী (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রুকূতে থাকাকালীন অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সনদে আলীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

٨١- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজ্‌দায় কি পাঠ করা হবে

٩٦٥- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَعَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

৯৬৫. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আম্‌র ইব্‌ন সাওওয়াদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সিজ্‌দার অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজ্‌দায়) অধিক পরিমাণ দু'আ পড়বে।

٩٦٦- وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

৯৬৬. আবূ তাহির ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্‌দায় (এ দু'আটি) পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

হে আল্লাহ্! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। স্বল্প এবং অধিক, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য।

٩٦٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

৯৬৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রুকূ এবং সিজ্‌দাসমূহে অধিকাংশ সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন- سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ তিনি কুরআনের উপর আমল করতেন।

٩٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ سُبْحٰنَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا قَالَ جُعِلَ لِيْ عَامَةً فِيْ أُمَّتِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ » إِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ-

৯৬৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)......আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকালের পূর্বে প্রায়ই দু'আটি পাঠ করতেন- سُبْحٰنَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখছি যে আপনি নতুন নতুন বাক্য বলছেন? এ সব কি? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আমার নিদর্শন রাখা হয়েছে। আমি যখন তা দেখি, তখন আমি এই বাক্যগুলো বলতে থাকি إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরার শেষ পর্যন্ত।

٩٦٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا« جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ وَالْفَتْحُ » يُصَلِّيْ صَلَاةً إِلَّا دَعَا أَوْ قَالَ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

৯৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ নাযিল হওয়ার পর আমি লক্ষ্য করেছি, নবী ﷺ যখনই সালাত পড়তেন, তখনই দু'আ করতেন এবং বলতেন سُبْحَانَكَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

٩٧٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ خَبَّرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فِيْ أُمَّتِيْ فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ » مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

৯৭০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় এ দু'আ পড়তেন- سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি প্রায় سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ দু'আটি পাঠ করে থাকেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যাত আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমি আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি নিদর্শন দেখব। তাই যখন আমি তা দেখছি,অধিক মাত্রায় سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ পড়ছি। ঐ নিদর্শন সম্ভবত এই যে, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ অর্থাৎ মক্কা বিজয়। এ কথা বলে তিনি সূরাটি শেষ অবধি পাঠ করলেন ঃ

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

٩٧١- وَحَدَّثَنِيْ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ تَقُوْلُ أَنْتَ فِيْ الرُّكُوْعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَنَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَنَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ إِنِّيْ لَفِيْ شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِيْ آخَرَ.

৯৭১. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রুকূ'তে কি বলছ? তিনি বললেন, আমি বলছি। سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ لاَّ اَنْتَ। কেননা, ইব্‌ন মুলায়কা আয়েশা (রা) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন ঃ আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি এক রাতে নবী ﷺ -কে কাছে না পেয়ে মনে করলাম যে, সম্ভবত তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। আমি গোপনে তালাশ করলাম এবং (না পেয়ে) ফিরে এলাম। দেখলাম, তিনি রুকূ কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সিজ্‌দায় আছেন এবং বলছেন وَحَدَّثَنَا আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য (উৎসর্গিত!) আমি এক ধারণায় ছিলাম আর আপনি অন্য কাজে মগ্ন আছেন।

٩٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَاُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

৯৭২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিছানায় না পেয়ে (অন্ধকারে) হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাতখানি তাঁর পায়ের তালুতে গিয়ে লাগল। তিনি সিজ্‌দায় রত আছেন, পা দু'খানি খাড়া রয়েছে। তিনি বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَاُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তোষ থেকে তোমার সন্তোষের মাধ্যমে এবং তোমার আযাব হতে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি তোমার (শাস্তি) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে সক্ষম নই। তুমি তেমনই যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ।

٩٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

৯৭৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর রুকূ এবং সিজ্‌দায় এ দু'আ পড়তেন; سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَحَدَّثَنِىْ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৯৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٢- بَابُ فَضْلِ السُّجُوْدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٩٧٥- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِيْ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ اَوْ قَالَ قُلْتُ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لَاتَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَا قَالَ لِيْ ثَوْبَانُ.

৯৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (রা)......মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ্ আমাকে জান্না .ত দাখিল করাবেন কিংবা তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র একটি প্রিয়তম আমলের সংবাদ দিন। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অধিক সিজ্‌দা কর। কেননা, তুমি যখনই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি সিজ্‌দা করবে, তখন এ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আবুদ্ দারদা (রা)-র সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাঁর নিকটও আমি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও সাওবান (রা)-এর অনুরূপই বললেন।

٩٧٦- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بِنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ الْاَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذَالِكَ قُلْتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

৯৭৬. আল-হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র)...... রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে রাত যাপন করি। আমি তাঁর উযূর পানি এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা এগিয়ে দিই। তখন তিনি আমাকে বললেন, চাও। আমি এ-ই চাই। তিনি বললেন, তাহালে তুমি অধিক সিজ্‌দা দ্বারা তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে।

٤٣ - بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُوْدِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার অংগসমূহ এবং সালাতে চুল ও কাপড় বাঁচানো আর মাথার চুল বাঁধার নিষেধাজ্ঞা

٩٧٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى وَأَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ أَوْثِيَابَهُ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيَى وَقَالَ أَبُوْ الرَّبِيْعِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّهُ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

৯৭৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আবূ রাবী আয-যাহরানী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চুল ও কাপড় ঘুটানো নিষেধ করা হয়েছে। ইহা ইয়াহ্‌ইয়ার বর্ণনা। আবূ রাবী' বলেন, সাতটি অঙ্গের উপর (সিজ্‌দা করতে আদেশ করা হয়েছে) এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। (আর ঐ সাতটি অঙ্গ হচ্ছে) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল।

٩٧٨- مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا.

৯৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করতে এবং কাপড় ও চুল না গুটাতে।

٩٧٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

৯৭৯. আমর আন্‌-নাকিদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সাত (অঙ্গ)-এর উপর সিজ্‌দা করতে আদেশ করা হয়েছে এবং চুল ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٩٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.

৯৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের উপর সিজ্‌দা করতে আদিষ্ট হয়েছি-কপাল, (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি এই সময় তাঁর নাকের দিকে ইশারা করলেন, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ। আর কাপড় ও চুল না গুটাতে।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَلاَ اَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ اَلْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

৯৮১. আবূ তাহির (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটির উপর সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে। (ঐ সাতটি হলো) কপাল ও নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

٩٨٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّيْ وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالَكَ وَرَاْسِيْ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

৯৮২. আম্র ইবন সাওয়াদ আমিরী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিসকে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার চুলগুলোকে পিছনে বেঁধে সালাত আদায় করছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তা খুলে দিলেন। তিনি সালাত শেষ করে ইব্ন আব্বাসের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার মাথার এবং আপনার (এ কর্মের) ব্যাপারটি কি? আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এই ব্যক্তির উদাহরণ (যে ব্যক্তি সালাতের অবস্থায় মাথার চুল বেঁধে রাখে) ঐ ব্যক্তির মত যে তার হাত বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে।

٤٤- بَابُ الْاِعْتِدَالِ فِي السُّجُوْدِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْاَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُوْدِ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্দার অংগসমূহ ঠিকভাবে রাখা এবং দুই হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাঁজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখা

٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৩. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সিজ্দার সময় অংগসমূহ সঠিক রাখবে-কুকুরের মত দুই হাত বিছিয়ে দিবে না।

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلاَ يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৯৮৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর এবং জা'ফর ইব্‌ন খালিদ (র) সূত্রে উক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফরের হাদীসে উক্ত হাদীসের – وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ এর স্থলে وَلاَ يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ – রয়েছে।

٩٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

৯৮৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া। (র)....... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সিজ্‌দা করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু (ভূমিতে) রাখবে এবং দুই কনুই (ভূমি থেকে) উঠিয়ে রাখবে।

٩٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

৯৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়নাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় (সিজ্‌দা) করতেন তখন তাঁর উভয় হাত পার্শ্বদেশ থেকে এতখানি পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত।

٩٨٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى إِنِّي لأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

৯৮৭. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ (র) আম্‌র ইবনুল হারিস এবং লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) সূত্রে উভয়ই জাফর ইব্‌ন রাবী'আ (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন তবে আম্‌র ইব্‌ন হারিসের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। লায়সের বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত বগল থেকে এমনভাবে পৃথক রাখতেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

৯৮৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْشَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

৯৮৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্ন আবূ উমার (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন কোন মেশ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারত।

৯৮৯-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ اَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدِهِ يَعْنِي جَنَّحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ اِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَاِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

৯৮৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)...... নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) এরূপ দূরে রাখতেন যে, তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা পিছন হতে দেখা যেত। এবং যখন বসতেন, তখন তাঁর বাম উরুর উপর শান্ত হয়ে বসতেন।

৯৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ اِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ اِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي بَيَاضَهُمَا.

৯৯০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... শব্দগুলো আম্রের, মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তাঁর দুই বাহু পৃথক করে রাখতেন। যারা তাঁর পিছনে থাকতেন, তারা তাঁর বগলের উজ্জ্বল্য দেখতে পেতেন। ওয়াকী (র) বলেন, মায়মূনা (রা) ঔজ্জ্বল্য দ্বারা 'শুভ্রতা' বুঝিয়েছেন।

৪৫- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالاِعْتِدَالِ مِنْهُ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ-

৪৫. অনুচ্ছেদ : সালাতের সামগ্রিক রূপ এবং যা দিয়ে সালাত শুরু ও শেষ করা হয়; রুকূর নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা, সিজ্‌দার নিয়ম ও তার সুষ্ঠুতা; চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের দু'রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ এবং দুই সিজ্‌দার মধ্যে ও প্রথম তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম

৯৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ

قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

৯৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......শব্দ ইসহাকের, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর দ্বারা সালাত শুরু করতেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা কিরা'আত আরম্ভ করতেন। যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর মাথা উঠিয়েও রাখতেন না, ঝুঁকিয়েও রাখতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজ্দায় যেতেন না। আর যখন সিজ্দা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে না বসে (দ্বিতীয়) সিজ্দায় যেতেন না। এবং প্রতি দু'রাক'আতে আত-তাহিয়্যাতু পড়তেন বাম পা বিছিয়ে রাখতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শয়তানের মত পাছার উপর বসা থেকে নিষেধ করতেন। পুরুষকে তার দুই বাহু হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি সালামের দ্বারা সালাত সমাপ্ত করতেন। আর খালিদের সূত্রে ইব্ন নুমায়র (র) থেকে عَنْ عَقِبَةِ الشَّيْطَانُ এর স্থলে عَنْ عَقِبَ الشَّيْطَانُ উল্লেখ রয়েছে।

٤٦- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ وَالنَّدْبِ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلٰى سُتْرَةٍ وَالنَّهِى عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصَلِّى وَحُكْمِ الْمُرُوْرِ وَدَفْعِ الْمَارُّ وَجَوَازِ الْاِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصَلِّىْ وَالصَّلٰوةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْاَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ وَبَيَانِ قَدْرِ السُّتْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَالِكَ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর জন্য সুত্রা, সুত্রার দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ও তার হুকুম এবং যাতায়াতকালীকে বাধাপ্রাদান, মুসল্লীর সম্মুখে শয়ন করার বৈধতা, সাওয়ারীর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, সুত্রার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, সুত্রার পরিমাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

٩٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِىْ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

৯৯২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ তার সম্মুখে হাওদার পিছনের খাড়া কাঠের পরিমাণ কিছু স্থাপন করে, যেন সালাত আদায় করে। এরপর সেটির পিছন দিয়ে কেউ গেলে কোন পরোয়া করবে না।

٩٩٣– وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَيَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সালাত আদায় করতাম এবং আমাদের সম্মুখ দিয়ে পশুগুলো যাতায়াত করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কারও সম্মুখে হাওদার পিছনের কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও কিছু থাকরে সেটির বাইরে দিয়ে কোন কিছুর যাতায়াত তার কোন ক্ষতি করবে না। ইব্‌ন নুমায়র (র) বলেন, তার বাইরে দিয়ে 'কোনও ব্যক্তির' যাতায়াত ক্ষতি করবে না।

٩٩٤– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুসল্লীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, হাওদার পিছনের কাঠের পরিমাণ।

٩٩٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

৯৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুসল্লীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তা হাওদার পিছনের কাঠটির মত।

٩٩٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ.

৯৯৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন নুমায়র (র)........ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ঈদের দিন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হতেন, তখন ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা সঙ্গে নেয়ার জন্য আদেশ করতেন। তারপর তা তাঁর সামনে স্থাপন করা হতো এবং তিনি সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত। সফরেও তিনি এরূপ করতেন। এ থেকেই শাসকগণও তা গ্রহণ করেছেন।

٩٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّىْ إِلَيْهَ زَادَ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهِىَ الْحَرْبَةُ.

৯৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লাঠি গেড়ে রাখতেন। আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, পুঁতে রাখতেন। এবং সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন। ইব্‌ন আবূ শায়বা বাড়িয়ে বলেন, উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেছেন, তা হলো ক্ষুদ্রাকৃতির বর্শা।

٩٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ إِلَيْهَا.

৯৯৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সাওয়ারীকে সামনে রেখে সেটির দিকে সালাত আদায় করতেন।

٩٩٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيْرٍ.

৯৯৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সাওয়ারীর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। ইব্‌ন নুমায়র (রা) বলেন, নবী ﷺ উটের দিকে সালাত আদায় করতেন।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لاَ يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১০০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী ﷺ -এর নিকট এলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) তাঁর উযূর পানি নিয়ে বের হলেন, অতঃপর কেউ অবশিষ্ট পানি পেল আর কেউ অন্যের নিকট থেকে পানির ছিটা নিল। আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, নবী লাল চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উযূ করলেন এবং বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি এদিক-ওদিক মুখ ফিরিয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম। বিলাল (রা) যথাক্রমে ডানে ও বামে মুখ ফিরালেন ও বললেন ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলার পর অগ্রভাগে লৌহযুক্ত ছোট যষ্টি (আনাযা) পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। এবং যুহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে গাধা, কুকুর আসা-যাওয়া করছিল। তিনি তাদের বাধা দেন নি। তারপর আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরূপে মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তিনি দুই দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

١٠٠١- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ حَدَّثَنِيْ عَوْنُ بْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ اَبَاهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اُدَمٍ وَرَاَيْتُ بِلاَلاً اَخْرَجَ وَضُوْءًا فَرَاَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَاَيْتُ بِلاَلاً اَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا فَصَلّٰى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ .

১০০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)........ আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লাল চামড়ার তাঁবুতে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করতে দেখলাম। আর দেখলাম লোকেরা ঐ পানির জন্য তাড়াহুড়া করছে। যে ঐ পানি পেল, সে তা তার গায়ে মাখল। আর যে তা পেল না সে তার সাথীর হাতের আর্দ্রতা থেকে কিছু নিল। তারপর দেখলাম একটি অগ্রভাগে লৌহযুক্ত যষ্টি বের করে গেড়ে দিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত চাদর পরিধান করে তা উঠিয়ে বের হলেন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে যষ্টি সামনে রেখে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর দেখলাম মানুষ ও জীবজন্তুকে বর্শার সম্মুখ দিয়ে চলাফেরা করছে।

١٠٠٢- حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلاَلٌ فَنَادٰى بِالصَّلاَةِ-

১০০২. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইব্‌ন মিগ্‌ওয়াল বর্ণিত হাদীসে আছে, যে, যখন দুপুর হলো, তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং সালাতের আযান দিলেন।

١٠٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

১০০৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)...... আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুপুর বেলা বাতহার দিকে বের হয়ে গেলেন। তারপর উযূ করে দু'রাক'আত যুহরের ও দু'রাক'আত আসরের সালাত আদায় করলেন। তাঁর সামনে একটি বর্শা প্রোথিত ছিল। তার অপর দিক দিয়ে নারী ও গাধা যাতায়াত করছিল।

١٠٠٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ.

১০০৪. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)...... শু'বা থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-হাকামের বর্ণনায় "লোকেরা তাঁর উযূর উদ্বৃত্ত পানি সংগ্রহ করতে লাগল" কথাটি বেশী আছে।

١٠٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

১০০৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি গাধার উপর সাওয়ার হয়ে মীনার দিকে এলাম। আমি তখন যৌবনে উপনীত প্রায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজন নিয়ে সেখানে সালাতরত ছিলেন। আমি কাতারের সামনে এসে অবতরণ করলাম এবং গাধীটিকে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে কাতারে প্রবেশ করলাম। এতে কেউই আমার উপর আপত্তি তোলেন নি।

١٠٠٦- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

১০০৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি গাধার উপর আরোহণ করে মীনার দিকে

আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে বিদায় হজ্জ উপলক্ষে লোকজনসহ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গাধাটি কাতারের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করল। তারপর তিনি তা থেকে নামলেন এবং লোকদের সাথে কাতারে শামিল হলেন।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِعَرَفَةَ.

১০০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আম্‌র আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম (র)...... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আরাফায় সালাত আদায় করছিলেন।

١٠٠٨- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مِنًى وَلاَ عَرَفَةَ وَقَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

১০০৮. ইসহাক ইব্ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ হুমায়দ (র)...... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই রিওয়ায়াতে মীনা ও আরাফাত কোনও উল্লেখ করেন নি। বরং 'বিদায় হাজ্জ' কিংবা 'মক্কা বিজয়' উল্লেখ করেছেন।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ
سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَاْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাত আদায় করবে, তখন তার সম্মুখ দিয় কাউকে যেতে দিবে না। বরং যথাসাধ্য তাকে বাধা দিবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

١٠١٠- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلاَلٍ يَعْنِيْ
حُمَيْدًا قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَصَاحِبٌ لِّيْ نَتَذَاكَرُ حَدِيْثًا اِذْ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ
مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَرَاَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَبِيْ سَعِيْدٍ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ
مِنَ النَّاسِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِيْ اَبِيْ مُعَيْطٍ اَرَادَ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِيْ نَحْرِهِ فَنَظَرَ
فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْ اَبِيْ سَعِيْدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِيْ نَحْرِهِ اَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْاُوْلٰى فَمَثَلَ قَائِمًا
فَنَالَ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلٰى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ اَبُوْ
سَعِيْدٍ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلاِبْنِ اَخِيْكَ جَاءَ يَشْكُوْكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَلْيَدْفَعْ فِيْ نَحْرِهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

১০১০. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)...... হুমায়দ ইব্‌ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার একজন সঙ্গী একটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সহসা আবূ সালিহ্ আস-সাম্মান বলে উঠল, আমি আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট যা শুনেছি এবং দেখেছি, তা এখন তোমার নিকট বলব। আমি আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি একটি 'সুত্‌রা' সামনে রেখে শুক্রবার দিন সালাত আদায় করছিলেন। ইত্যবসরে আবূ মু'আয়ত গোত্রের একজন জওয়ান এসে উপস্থিত হলো এবং তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইল। আবূ সাঈদ (রা) তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দিলেন। কিন্তু সে আবূ সাঈদ (র)-এর সন্মুখ ছাড়া অন্য কোনও পথ পেল না। তাই সে পুনরায় যেতে চাইল। আবূ সাঈদ (রা) এবার আরও জোরে তার বুকে ধাক্কা দিলেন। এবার সে ছবির মত দাঁড়িয়ে গেল এবং আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট থেকে তিরস্কার পেল। তারপর লোকজন এসে ভিড় জমালে সে মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের নিকট গিয়ে অভিযোগ দায়ের করল। আবূ সাঈদ (রা) ও মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করলেন। তারপর মাওয়ান তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি ও আপনার ভাতিজার মধ্যে কি ঘটেছে? সে তো এসে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আবূ সাঈদ (রা) জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মানুষকে আড়াল করবার নিমিত্ত সুতরা রেখে সালাত আদায় করবে এবং কোনও ব্যক্তি তার সন্মুখ দিয়ে যেতে চাইবে, সে যেন তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে একটি শয়তান।

١٠١١– حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ [illegible] يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

১০১১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন সে কাউকে তার সন্মুখ দিয়ে যেতে দিবে না। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, তার সাথে একটি সহচর (শয়তান) রয়েছে।

١٠١٢– حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

১০১২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠١٣– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْاَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصَلِّىْ قَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً.

১০১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল জুহানী (রা) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সালাতরত ব্যক্তির সন্মুখ দিয়ে গমনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে তিনি কী শুনেছেন। আবূ জুহায়ম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি সালাতরত ব্যক্তির সন্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি জানত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও তার পক্ষে তা অপেক্ষা উত্তম হতো। আবুন্-নাযর বলেন, আমি জানি না, তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস অথবা বছর।

١٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَاشِمٍ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

১০১৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাশিম ইবন হায়্যান আল-আবদী (র)...... জুহায়ম আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠١٥- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

১০১৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস-সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের স্থান এবং সুতরার মধ্যকার ব্যবধান এই পরিমাণ প্রশস্ত ছিল যে, একটি বক্‌রী যেতে পারে।

١٠١٦- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَالِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

১০১৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাসবীহ্ ও নফল সালাতের জন্য মিসহাফ নামক স্থানে আসন গ্রহণ করতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ স্থানটিতে আসন গ্রহণ করতেন। ঐ স্থানটি মিম্বার ও কিব্‌লার মধ্যকার একটি যেতে পারে এই পরিমাণ ছিল।

١٠١٧- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

১০১৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সালামা (রা) মিসহাফের নিকটে অবস্থিত খুঁটির পাশে সালাতের আসন গ্রহণ করতেন। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আবূ মুসলিম! আমি লক্ষ্য করছি, আপনি বরাবর এই খুঁটিটির নিকটেই সালাতের স্থান নির্বাচন করেন। তিনি জওয়াব দিলেন, আমি নবী ﷺ -কে এর নিকটেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠١٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَاِنَّهُ يَسْتُرُهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْاَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَاَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

১০১৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সালাতে দাঁড়াবে, তখন তার সম্মুখে হাওদার পিছনের কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রেখে দিবে। যদি এরূপ কোনও বস্তু না থাকে, তবে তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর গমন করলে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। রাবী ইব্ন সামিত বলেন, আমি বললাম, হে আবূ যার! গমন করলে তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। রাবী ইব্ন সামিত বলেন, আমি বললাম, হে আবূ যার! লাল কুকুর ও হলুদ কুকুর থেকে কালো কুকুরকে পৃথক করার কারণ কি? তিনি জওয়াব দিলেন, হে ভাতিজা, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমার মত এই বিষয়টি জিজ্ঞাস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, কালো কুকুর একটি শয়তান।

١٠١٩ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَيْضًا قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ اَبِى الذَّيَّالِ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبَكَّائِىُّ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِبْنِ هِلَالٍ بِاِسْنَادِ يُوْنُسَ كَنَحْوِ حَدِيْثِهِ.

১০১৯. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... হুমায়দ হিলাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٠– وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِىْ ذَالِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

১০২০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাখযুমী (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নারী, গাধা ও কুকুর সন্মুখ দিয়ে গেলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। তা রক্ষার উপায় হলো, মুসল্লীর সামনে হাওদার কাষ্ঠ পরিমাণ কোনও বস্তু রাখা।

١٠٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

১০২১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন্‌-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি কিব্‌লার দিকে তাঁর সামনে জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ فَأَوْتَرْتُ.

১০২২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত সম্পূর্ণ আদায় করতেন, আর আমি তাঁর সামনে কিব্‌লার দিকে আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম। যখন বিত্‌র আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগ্রত করতেন। আমিও তখন বিত্‌র (সালাত) আদায় করতাম।

١٠٢٣- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ.

১০২৩. আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)...... উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, সামনে দিয়ে কী অতিক্রম করলে সালাত ভঙ্গ হয়? আমরা বললাম, স্ত্রীলোক ও গাধা। তিনি বললেন, স্ত্রীলোক একটি মন্দ প্রাণী? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে জানাযার মত আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম আর তিনি সালাত আদায় করতেন।

١٠٢٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِيْ مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحَمِيْرِ وَالْكِلَابِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ

وَاِنِّىْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةٌ فَتَبْدُوْ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ فَاُوْذِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

১০২৪. আম্‌র আন্‌-নাকিদ ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আল-আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর সামনে আলোচনা হচ্ছিল যে, কুকুর গাধা ও স্ত্রীলোক সামনে দিয়ে গেলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা আমাদের গাধা ও কুকুরের সমতুল্য গণ্য করছ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি আর আমি তাঁর সামনে কিব্‌লার দিকে তখন পোশে শুয়ে থাকতাম। যখন ওঠার প্রয়োজন হতে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে বসা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কষ্ট দেয়া আমি অপসন্দ করতাম। আমি তখ্‌ন পোশের পায়ের দিক দিয়ে সরে পড়তাম।

١٠٢٥– حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِئُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّىْ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْنَحَهُ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيْرِ حَتّٰى اَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِىْ.

১০২৫. ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের কুকুর ও গাধার পর্যায়ভুক্ত করছ। অথচ আমি তখতপোশের উপর শুয়ে থাকতাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তখ্‌নপোশের মাঝখানে সালাতে দাঁড়াতেন। তাঁকে কষ্ট দেওয়া আমার অপসন্দ হতো তাই আমি তখতপোশের পায়ের দিক দিয়ে লেপের নিচ থেকে সরে পড়তাম

١٠٢٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَاىَ فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

১০২৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দু'টি তাঁর কিব্‌লার দিকে থাকত। যখন তিনি সিজ্‌দা দিতেন তখন হাত দ্বারা আমাকে ঠেলা দিতেন, আর আমি পা টেনে নিতাম। আবার তিনি যখন দাঁড়িয়ে যেতেন আমি পা ছড়িয়ে দিতাম। আয়েশা (রা) বলেন, তখন ঘরে বাতি থাকত না।

١٠٢٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيْعًا عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِبْنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا حِذَائَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ.

১০২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। কখনও সিজ্‌দা করতে তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

১০২৮. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিকালে সালাত আদায় করতেন, আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আমি একটি চাদর গায় দিতাম, তার কিছু অংশ তাঁর গায়েও থাকত।

٤٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُبْسِهِ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং তা পরিধানের নিয়ম

١٠٢٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

১০২৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি মাত্র কাপড় পরে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দুই কাপড় আছে ?

١٠٣٠- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৩০. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٣١- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَيُصَلِّيْ أَحَدُنَا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

১০৩১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই কি দু'টি করে কাপড় রয়েছে?

١٠٣٢– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُصَلِّىْ أَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

১০৩২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ তার কাঁদের উপর একাংশ থাকে না- এইভাবে এক কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে না।

١٠٣٣– حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ أَبِىْ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِىْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

১০৩৩. আবূ কুরায়ব (র)......উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উম্মু সালামার গৃহে এক কাপড় পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি আর দুই প্রান্ত কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

١٠٣٤– حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا.

১০৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মুশ্‌তামিলান (مُشْتَمِلًا)-এর স্থানে 'মুতাওয়াশশিহান' (مُتَوَشِّحًا) বলেছেন।

١٠٣٥– وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّدُبْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِىْ ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

১০৩৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উম্মু সালামার ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তার উভয় প্রান্ত তিনি বিপরীত দিকে দিয়েছিলেন।

١٠٣٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا. مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ ﷺ زَادَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ.

১০৩৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)...... উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার দুই প্রান্ত দুই বিপরীত দিকে নিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ তাঁর বর্ণনায় "দুই কাঁধের উপর" কথাটি অতিরিক্ত বলেছেন।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৩৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এক কাপড়ে 'তাওয়াশ্‌শুহ্' করে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছে। তবে ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় "আমি দেখেছি" কথাটির স্থানে "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলাম" কথাটি বলা হয়েছে।

١٠٣٩- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ اِنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَالِكَ.

১০৩৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ যুবায়র আল-মাক্কী (র) বলেন, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এক কাপড়ে তাওয়াশ্‌শুহ্ করে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। অথচ তাঁর নিকট একাধিক কাপড় ছিল। জাবির (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঐরূপ করতে দেখেছেন।

١٠٤٠- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّى عَلٰى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

১০৪০. আম্‌র আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে দেখলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছেন ও তার উপর সিজ্‌দা করছেন। আরও দেখলাম, তিনি এক কাপড়ে তাওয়াশ্‌শুহ্ করে সালাত আদায় করছেন।

١٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ وَرِوَايَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًابِهِ.

১০৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আল-আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ কুরায়বের রিওয়ায়াতে কাপড়ের দুই প্রান্ত দুই কাঁদের উপরে রাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং আবূ বাক্‌র ও সুওয়ায়দের রিওয়ায়েতে তাওয়াশ্‌শুহ্ এর কথা বলা হয়েছে।

٤٧- بَابُ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান

١٠٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِىْ الْاَرْضِ اَوَّلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَاَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّهْ فَاِنَّهُ مَسْجِدٌ.

১০৪২. আবূ কামিল আল-জাহ্‌দারী, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, 'মাস্‌জিদুল হারাম' (কা'বা গৃহ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অতঃপর কোনটি। তিনি বললেন, 'মাস্‌জিদুল আক্‌সা' (বায়তুল মুকাদ্দাস)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই দু'টির মধ্যে কালের ব্যবধান কতটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে যেখানেই (اَيْنَمَا) সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। সেটিই মসজিদ। আবূ কামিলের বর্ণনায় আছে, যেখানেই حَيْثُمَا সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা, সেটিই মসজিদ।

١٠٤٣- حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ التَّيْمِىِّ قَالَ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلٰى اَبِى الْقُرْاٰنَ فِى السُّدَّةِ فَاِذَا قَرَاْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَااَبَتِ اَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ.

১০৪৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস সা'দী (র)...... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ আত তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে মাসজিদের আঙ্গিনায় কুরআন পাঠ করে শুনাতাম। আমি যখন সিজ্‌দার আয়াত

পড়তাম, তখন তিনি সিজ্‌দা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, হে পিতা, আপনি কি রাস্তায় সিজ্‌দা করছেন? তিনি বললেন, আমি আবূ যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন মাসজিদটি দুনিয়ায় সর্বপ্রথম স্থাপিত? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম। এ দু'টির মধ্যে কত বছরের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে সারা দুনিয়াই তোমার জন্য মাসজিদ। যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى كُلِّ اَحْمَرَ وَاَسْوَدَ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طَيِّبَةً طَهُوْرًا يَدَيْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.

১০৪৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কাউকে দেয়া হয়নি ঃ ১. প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে লাল-কাল সবার প্রতি ২. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে-আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না; ৩. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র, পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে; ৪. আমাকে 'রো'ব' বা প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত হয়; ৫. আর আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে।

١٠٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৪৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً اُخْرٰى.

১০৪৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিস দ্বারা অন্যদের উপর আমাদের মর্যাদা দান করা হয়েছে ঃ ১. আমাদের (সালাতের) কাতারগুলোকে ফেরেশ্‌তাদের কাতারের ন্যায় করা হয়েছে এবং ২. আমাদের জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ বানানো হয়েছে। আর তার মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই। আরও একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ رِبْعِىُّ بْنُ حَرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৪৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আল (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٨- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ.

১১০৪৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ আলী হুজর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছেঃ ১. আমাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে; ২. আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; ৩. আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে; ৫. আমার দ্বারা নবীদের সীলমোহর (নবুওয়াতের সমাপ্তি) করা হয়েছে।

١٠٤٩- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدَىَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا.

১০৪৯. আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী সহ প্রেরিত হয়েছি। আমি প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত হয়েছি। আমি একবার নিদ্রিত ছিলাম, তখন বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা ঐগুলো বের করছ।[১]

١٠٥٠- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ.

১০৫০. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. দুনিয়ার ধনসম্পদ ভোগ করছ।

١٠٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ.

১০৫২. আবূ তাহির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়েছে এবং ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে। একবার আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম, তখন জগতের ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দেওয়া হয় এবং তা আমার দুই হাতে রাখা হয়।

١٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.

১০৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র)...... হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি এবং ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী প্রদত্ত হয়েছি।

١٠٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا

قَالُوْا لاَوَ اللّٰهِ لاَنَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ كَانَ فِيْهِ نَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَخَرِبٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةً وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوْا يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيْرَ اِلاَّخَيْرُ الْاٰخِرَةِ • فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

১০৫৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন এবং মদীনার উচ্চ এলাকার এক মহল্লায় অবতরণ করলেন। যাকে আম্র ইব্ন আওফ গোত্রের মহল্লা' বলা হয়। সেখানে তিনি চৌদ্দ রাত্রি অবস্থান করলেন। তারপর তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দকে খবর পাঠালেন। তারা তরবারি ঝুলিয়ে এলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর এবং আবূ বকর (রা) তাঁর পিছনে আর নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চতুর্দিকে ছিলেন। অবশেষে তিনি আবূ আইউবের গৃহ প্রাঙ্গণে অবতরণ করলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হতো, সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। বক্রীর বাথানেও তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। আনাস (রা) বলেন, তখন নাজ্জার গোত্রের প্রধানদের খবর দিলেন। তারা এলো। তিনি তাদের বললেন, হে বানূ নাজ্জার! তোমাদের এই বাগান খানি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তার মূল্য একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই চাই। আনাস (রা) বলেন, ঐ বাগানটিতে কি ছিল তা আমি বলছি ঃ খেজুর গাছ, মুশরিকদের কবর ও পুরাতন ঘর দুয়ারের ভগ্নাবশেষ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশে খেজুর গাছ কেটে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো এবং ধ্বংসাবশেষ সমান করে দেয়া হলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর কিব্লার দিকে খেজুর গাছের সারিবদ্ধ থাম দেওয়া হলো এবং দুই পাশে পাথর স্থাপন করা হলো। নির্মাণ কাজের সময় সাহাবা-ই- কিরাম 'রাজায' (উৎসাহোদ্দীপক শ্লোক) আবৃত্তি করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সাথে আবৃত্তি করছিলেন। তারা বলছিলেন اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيْرَ اِلاَّخَيْرُ الْاٰخِرَةِ • فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদেরকে তুমি সাহায্য কর।)

١٠٥٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

১০৫৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ তৈয়ার হওয়ার পূর্বে বক্রীর বাথানে সালাত আদায় করতেন।

١٠٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৫৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨- بَابُ تَحْوِيْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمَقْدِسِ اِلَى الْكَعْبَةِ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিব্‌লা পরিবর্তন

١٠٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَةِ « وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ » فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى ﷺ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلَّوْا وُجُوْهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

১০৫৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল মাস পর্যন্ত সালাত আদায় করেছি। অবশেষে সূরা বাকারার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়- وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের চেহারা কা'বার দিকে কর)। নবী ﷺ সালাত শেষ করার পর আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর একজন সাহাবী চলে গেলেন পথিমধ্যে একদল আনসারকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাঁদেরকে এ বিষয় অবহিত করলেন, তাঁরা তাদের চেহারা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

١٠٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيٰى قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

১০৫৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ (র)...... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছি। অতঃপর আমাদেরকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৫৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কুবাতে ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বলল, এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বার দিকে মুখ করবার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতএব, তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তাদের চেহারা ছিল তখন সিরিয়ার দিকে। অতঃপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

١٠٦٠- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

১০৬০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক তাদের কাছে আসলো। পরবর্তী অংশ মালিকের হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

১০৬১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হলো ঃ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিব্‌লার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পসন্দ কর। অতএব, তুমি মাস্‌জিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও"। অতঃপর সালামা গোত্রের একজন লোক যাচ্ছিল। সে দেখল, লোকেরা ফজরের সালাতের রুকূতে আছে এবং ইতিপূর্বে তাঁরা এক রাক'আত আদায় করেছে, সে উচ্চস্বরে বললো, ওহে, কিব্‌লা বদলে গেছে, তখন তাঁরা ঐ অবস্থায়ই কিব্‌লার দিকে ফিরে গেল।

٤٩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ.

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজ্‌দার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

١٠٦٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১০৬২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। তাতে অনেক নবী-রাসূলের

ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাদের মধ্যে যখন কোন নেকলোক মারা যেত, তখন তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং তারা সেখানে এদের ছবি তৈরী করত। এইসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ كَنِيْسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৬৩. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর মৃত্যু রোগের সময় আলোচনা করছিলেন, তখন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ.

১০৬৪. আবূ কুরায়ব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণ একটি গীর্জার সম্পর্কে আলোচনা করলেন যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। যার নাম ছিল মারিয়া। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا * وَفِيْ رِوَايَةِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ وَلَوْلاَ ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَتْ.

১০৬৫. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-যে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন নি সে রোগশয্যায় থেকে বলেছেন, ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যদি এরূপ আশংকা না হতো, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবর খোলা জায়গায় করা হতো।কিন্তু তিনি তাকে মসজিদ বানানোর আশংকা করেছিলেন। ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণনায় وَلَوْلاَ ذَاكَ আছে। কিন্তু قَالَتْ শব্দটি নেই।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৬. হারূন ইব্‌ন সাইদ আল-আয়লী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুক, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

١٠٦٧- وَحَدَّثَنِىْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

١٠٦٨- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نُزِلَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَاصَنَعُوْا.

১০৬৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল আয়লী ও হারমালা ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত যখন নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকতে লাগলেন। তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হলে চেহারা থেকে তা সরিয়ে ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহূদী-নাসারার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তিনি (এই কথা বলে) তাদের মত করা থেকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ جُنْدُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ مِنْكُمْ خَلِيْلُ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَالِكَ.

১০৬৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ওফাতের পাঁচদিন আগে তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে নিষ্কৃতি চাইছি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন-যেমনিভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহীমকে। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বাক্রকেই খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক্কারদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছি। সাবধান! তোমরাও কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।

٥٠- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

١٠٧٠- حَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِيَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ قَدْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى قَالَ بُكَيْرُ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَه بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى فِيْ رِوَايَتِهٖ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ.

১০৭০. হারূন ইব্ন সাঈদ আল আয়লী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)...... আবায়দুল্লাহ্ আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদটি (মসজিদ-ই নববী ভেঙ্গে নতুনভাবে) তৈরি করলেন এবং লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা অনেক বেশী কথা বলাবলি করছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে, বর্ণনাকারী বুকায়র বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তদ্বারা তার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই উদ্দেশ্যে হবে, তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।

١٠٧١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ مَحْمُوْدِبْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَالِكَ فَاَحَبُّوْا اَنْ يَدَعَهُ عَلٰى هَيْئَتِهٖ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

১০৭১. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মাহমূদ ইব্ন লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যখন নতুনভাবে মসজিদ-ই নববী নির্মাণের সংকল্প করলেন, লোকে তা পসন্দ করল না। তারা সেটি আগের মত রাখাই ভাল মনে করেছিল। তখন উসমান (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

٥١- بَابُ النَّدْبِ اِلَى وَضْعِ الْاَيْدِىْ عَلَى الرُّكَبِ فِى الرُّكُوْعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيْقِ

৫১. অনুচ্ছেদঃ রুকূর সময় দুই হাত হাঁটুতে রাখা উত্তম হওয়া এবং হাত জোড় করে রাখা রহিত হওয়া

١٠٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىُّ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا اَتَيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فِىْ دَارِهِ فَقَالَ اَصَلّٰى هٰؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَلَمْ يَامُرْنَا بِاَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهُ فَاَخَذَ بِاَيْدِيْنَا فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا اَيْدِيَنَا عَلٰى رُكَبِنَا قَالَ فَضَرَبَ اَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنَّهُ سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيْقَاتِهَا وَيَخْنُقُوْنَهَا اِلٰى شَرَقِ الْمَوْتٰى فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ قَدْ فَعَلُوْا ذَالِكَ فَصَلُّوْا الصَّلَاةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلُوْا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَاِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوْا جَمِيْعًا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَاِذَا رَكَعَ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلَافِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرَاهُمْ.

১০৭২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আলা হামদানী (র)...... আসওয়াদ ও আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা দু'জনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বাসগৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পিছনে যাঁরা রয়েছেন (অর্থাৎ শাসকগণ) তারা কি সালাত আদায় করেছেন? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে ওঠ এবং সালাত আদায় কর (কেননা, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এবং আমীর ও শাসকদের অপেক্ষায় সালাত আদায়ে বিলম্ব করা যায় না,) তিনি আমাদের আযান ও ইকামাতের আদেশ দিলেন না। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতে চাইলাম, তিনি আমাদের একজনকে হাত ধরে ডানদিকে এনে দাঁড় করালেন এবং অন্যজনকে বামদিকে। যখন তিনি রুকূ করলেন, আমরা আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি আমাদের হাত ধরে এবং হাতের দুই তালু জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাত শেষে বললেন, অচিরেই তোমাদের মধ্যে এমন এমন আমীরের আবির্ভাব ঘটবে যাঁরা সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে দেরী করে পড়বেন এবং (আসরের) সালাতকে এরূপ দেরী করে পড়বে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হবে। অতএব, তোমরা যখন তাদের এরূপ করতে দেখবে, তখন তোমরা ওয়াক্তের ভিতরে সালাত আদায় করে নিবে। তারপর তাঁদের সাথে দ্বিতীয় বার নফল হিসাবে পড়বে। আর তোমরা যখন তিনজন হবে, তখন সবাই মিলে সালাত আদায় করবে (অর্থাৎ সবাই এক কাতারে দাঁড়াবে এবং ইমাম মাঝখানে থাকবে)। যখন তিনের অধিক হবে, তখন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে (এবং তিনি সামনে দাঁড়াবেন)। আর যখন রুকূ করবে, তখন দুই হাত দুই উরুর উপর রেখে ঝুঁকে পড়বে এবং দুই হাতের তালু জোড় করে (দুই উরুর মাঝে) রাখবে আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছি। এই বলে তাদের দেখালেন।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ كُلُّهُمْ

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيْرٍ فَلَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ.

১০৭৩. মিনজাব ইবনুল হারিস আত তামীমী, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)...... আলকামা ও আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গেলেন।...... তারপর আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। এবং ইব্‌ন মুসহির ও জারীরের হাদীসে আছে, "আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রুকূ অবস্থায় তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছি।

١٠٧٤- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَصَلّٰى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالاَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ اَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا اَيْدِيْنَا عَلٰى رُكَبِنَا فَضَرَبَ اَيْدِيْنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১০৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ দারিমী (র)...... আলকামা ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (র)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (র) তাঁদের মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ডান পাশে দাঁড় করালেন ও অপরজনকে বাম পাশে। তাঁরা বললেন, আমরা রুকূ করার সময় আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। কিন্তু তিনি আমাদের হাত ধরে দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাত শেষে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছেন।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ اِضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَضَرَبَ يَدَىَّ وَقَالَ اِنَّا نُهِيْنَا عَنْ هٰذَا وَاُمِرْنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ.

১০৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ কামিল আল-জাহদারী (র)......! মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম এবং (রুকূ করাকালীন) আমার দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি ইশারা করে আমাকে আমার দুই হাতের তালু আমার দুই হাঁটুর উপর রাখতে বললেন। আমি দ্বিতীয়বার ঐরূপ করলাম। তিনি আবার আমার হাতের উপর হাত মারলেন এবং বললেন, আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে আর হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

١٠٧٦- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَنُهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

১০৭৬. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইব্ন আবূ উমার (র)...... আবূ ইয়া'ফূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত সনদে "আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে" পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তবে এ সনদে ঐ হাদীসের পরের কথাটি উল্লেখ করেন নি।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَقَالَ أَبِي إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

১০৭৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুকূ করার সময় দুই হাত এরূপ করলাম অর্থাৎ তিনি দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। আমার পিতা বললেন, আমরা প্রথমে এরূপ করতাম, কিন্তু পরে আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

١٠٧٨- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ.

১০৭৮. হাকাম ইব্ন মূসা (র)...... মুস'আব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলাম। যখন রুকূতে গেলাম, তখন এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতে আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে উভয় হাত হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে মারলেন এবং সালাত শেষ করে বললেন, প্রথমে আমরা এরূপ করতাম। কিন্তু আমাদের হাঁটুর উপর রাখার আদেশ দেয়া হয়।

٥٢- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

১০৭৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হাসান আল হুলওয়ানী (র)...... তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ইক'আ (দুই সিজ্দার ফাঁকে গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলাম, তিনি বললেন, তা সুন্নাত। আমরা বললাম, আমরা তো এই ধরনের বসা একজন লোকের জন্য কঠিন মনে করি। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটি তোমার নবী ﷺ -এরই সুন্নাত।

٥٣- بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَلاَمِ فِى الصَّلاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ.

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ

١٠٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِىْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَ اللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلاَ ضَرَبَنِىْ وَلاَ شَتَمَنِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالاِسْلاَمِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ) قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِىْ قِبَلَ اُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا الذِّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لٰكِنِّىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَالِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

১০৮০. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ ও আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম ঃ "আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক"।[১] তোমরা আমার

১. আরবী বাগধারা, বিস্ময়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়।

প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলেন, আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখি নি, তাঁর পরেও কাউকে দেখি নি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না। বরং বললেন, সালাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ্, তাক্বীর ও কুরআন পাঠের জন্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহিলী যুগ বিদূরিত হল বেশী দিন হয়নি, এই তো ইসলাম এসেছে। আমাদের কেউ কেউ তো গনকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে যেও না। আমি পুনরায় বললাম, আমাদের কেউ কেউ তো শুভ অশুভ লক্ষণের অনুকরণ করে। তিনি বললেন, এটি তাদের মনগড়া বিষয়। এটি যেন তাদেরকে (কোন ভাল কাজ করতে) বাধা না দেয়। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা অঙ্কন করে, (ভাগ্য নির্ণয় করে) তিনি বললেন, একজন নবী রেখা অঙ্কন করতেন। যার রেখা সেই নবীর রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে তারটা ঠিক হবে। (বর্ণনাকারী মু'আবিয়া বলেন,) আমার একটি দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ছাগল চরাত। একদিন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটি একটি বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে গেল। যেহেতু আমিও মানুষ, সেহেতু অন্যান্য মানুষের মত আমারও রাগ এসে গেল। আমি তাকে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি আমার এই কাজকে অত্যন্ত অপসন্দ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাকে আযাদ করে দিব? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ কোথায় আছেন? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্ রাসূল। তখন তিনি বললেন, ওকে আযাদ করে দাও। কেননা ও মু'মিনা।

١٠٨١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর থেকে উপরোক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلاً.

১০৮২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর সালাতরত অবস্থায় সালাম করতাম এবং তিনি ঐ অবস্থায়ই আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। কিন্তু আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে যখন ঐ অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, তিনি তার কোনও জবাব দিলেন না। সালাত শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইতিপূর্বে আপনার সালাতরত অবস্থায় আপনাকে সালাম দিতাম, (আপনি তার জবাব দিতেন, কিন্তু এখন আপনি জবাব দিলেন না, এর কারণ কি? । তিনি বললেন, সালাতে নির্ধারিত আমল রয়েছে (সুতরাং এ সময় অন্য কাজে মশগুল হওয়া যায় না)।

١٠٨٣– حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৩. ইবন নুমায়র (র)...... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٤– حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهِ فِى الصَّلاَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ « وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ » فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ.

১০৮৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। অতঃপর যখন وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে) (২ঃ২৩৮) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়।

١٠٨٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৫. আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِيْ لِحَاجَةٍ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيْرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِيْ فَقَالَ اِنَّكَ سَلَّمْتَ اٰنِفًا وَاَنَا اُصَلِّيْ وَهُوَ مُوَجَّهٌ حِيْنَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

১০৮৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি (সাওয়ারীতে আরোহণ করে নফল) সালাত আদায় করছেন। আমি (ঐ অবস্থায়ই) তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে

চুপ করতে বললেন। তারপর সালাত শেষ করে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি এক্ষুণে আমাকে সালাম দিয়েছিলে অথচ আমি সালাতরত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এই সময় পূর্বমুখী ছিলেন।[১]

١٠٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هٰكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

১০৮৭. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী মুস্তালিক গোত্রের দিকে যাওয়ার সময় আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি তাঁর উটের উপর সালাত আদায় করছেন। আমি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি হাত দ্বারা (চুপ করতে) ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এই সময় তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন, আমি আবার কথা বললাম। তিনি আবার এরূপ ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এবারও তাঁর হাত দ্বারা মাটির দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন আমি তার কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি মাথায় ইশারা করে রুকূ সিজ্দা করছিলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তার কি করেছ? আমি সালাত আদায় করছিলাম বলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি নি। যুহায়র বলেন, আবুয যুবায়র এ হাদীস বর্ণনা করার সময় কিব্লামুখী হয়ে বসেছিলেন। তিনি হাত ইশারা করে বনী মুস্তালিকের দিকে দেখিয়েছিলেন। সে দিক ছিল কা'বার ভিন্ন দিকে।

١٠٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي.

১০৮৮. আবূ কামিল আল জাহদারী (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক সফর উপলক্ষে নবী ﷺ-এর সহযাত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে কোনও এক কাজে পাঠালেন। ফিরে এসে দেখি, তিনি কা'বার অন্য দিকে মুখ করে তাঁর উষ্ট্রীর উপর সালাত আদায় করছেন। আমি সালাম করলাম। কিন্তু উত্তর দিলেন না। সালাত শেষ করে বললেন, আমি যদি সালাতরত না থাকতাম, তবে তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিতাম।

---

১. সাওয়ারী অবস্থায় নফল সালাতে তাক্বীরে তাহরীমার সময় কিব্লা রুখ হয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করার পর আর কিব্লা রুখ থাকার প্রয়োজন নেই।

١٠٨٩- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَدِيْثِ حَمَّادٍ.

১০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٤- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِىْ اِثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيْلِ فِى الصَّلاَةِ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং 'আমলে কালীল' করা বৈধ[১]

١٠٩٠- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمْكَنَنِىْ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا تَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ اَجْمَعُوْنَ اَوْ كُلُّكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ « رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْلِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ » فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِئًا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

১০৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গতরাতে একটি দুষ্ট জিন্ আমার সালাত নষ্ট করার জন্য হানা দিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে আমার আয়ত্তাধীন করে দিলেন। আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাকে মসজিদের কোনও একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সবাই ভোরবেলা তাকে দেখতে পাও। পরে আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের প্রার্থনা মনে পড়ে গেল। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন- رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْلِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন সালতানাত দান কর যা আমার পর অন্য কেউ না পায়"। এরপর আল্লাহ্ তাকে (দুষ্ট জিন্‌কে) লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করলেন।

١٠٩١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتُّهُ وَاَمَّا ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فَقَالَ فِىْ رِوَايَتِهِ فَذَعَتُّهُ.

---

১. আমলে কালীল দ্বারা সালাতের মধ্যে এমন কাজ করা বুঝায়, দর্শক যার দ্বারা বুঝতে পারে যে সে সালাতরতই আছে সালাতের বাইরে নয়। যেমন এক হাত দ্বারা শরীর চুলকানো এক হাতে হাই থামানোর চেষ্টা করা, এক হাতে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করা ইত্যাদি।

১০৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা...... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন জা'ফরের বর্ণনায় "আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম" কথাটি নেই।

١٠٩٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا شَيْئًالَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذَالِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّاللّٰهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِيْ وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

১০৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তারপর বললেন, আমি তোমাকে তিনবার লানত করছি, যেরূপ আল্লাহ্ তোমাকে লানত করেছেন। এরপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন–যেন কোনও জিনিস গ্রহণ করছিলেন। পরে যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি আপনাকে সালাতে এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আরও দেখলাম যে, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইব্‌লীস আমার মুখে লাগানোর জন্য আগুনের একটি শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ বললাম, তারপর তিনবার বললাম, أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ অর্থাৎ আমি তোমার উপর আল্লাহ্‌র পূর্ণ অভিশাপ বর্ষণ করছি। কিন্তু সে তখনও হটে গেল না। শেষে তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের দু'আ না থাকত, তবে সে ভোর পর্যন্ত বাঁধা থাকত। আর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।

٥٥- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ ثِيَابَهُمْ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ نَجَاسَتَهَا وَ أَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لَايُبْطِلُ الصَّلَاةَ .

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে শিশুদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং 'আমলে কালীল' দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ

أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ .

১০৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে (আবুল আস ইব্ন রাবী'র ঔরসজাত) স্বীয় কাঁধে উঠিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন তাকে উঠিয়ে নিতেন আর যখন সিজ্দা করতেন, তখন নামিয়ে রাখতেন।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا.

১০৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উমার (র)...... আবূ কাতাদা আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আবুল আ'সের কন্যা উমামাকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কন্যা যায়নাবের গর্ভজাত মেয়ে) স্বীয় কাঁধের উপর রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন, আর যখন সিজ্দা হতে দাঁড়াতেন, তাকে কাঁধের উপর তুলে নিতেন।

١٠٩٥- حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلٰى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا .

১০৯৫. আবূ তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আবূল আসের কন্যা উমামাকে স্বীয় কাঁধে নিয়ে সালাতে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাকে নিচে রেখে দিতেন।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوْسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِيْ تِلْكَ الصَّلَاةِ

১০৯৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মসজিদে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসে ঐ সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইমামতির কথা উল্লেখ নাই।

٥٦- بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে প্রয়োজনবশত দু'এক কদম চলা

١٠٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَفَرًا جَاؤُا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَىِّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِنْ أَىِّ عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ انْظُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاَثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي.

১০৯৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা)........ আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কতিপয় লোক সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর নিকট আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বর কি কাঠের তৈরী ছিল, তা নিয়ে তারা বিতর্ক করতে লাগল। তিনি (সাহল ইব্ন সা'দ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! সেটি কি কাঠের তৈরী ছিল, কে তৈরী করেছিল, তা আমি ভাল করে জানি এবং সর্বপ্রথম কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর আরোহন করেছিলেন, তাও আমি দেখেছি। আবূ হাযিম বলেন, আমি সাহল (রা) কে বললাম, হে আব্বাসের পিতা! আপনি ঐসব ঘটনা পুনরায় আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলাকে বলে পাঠালেন- (আবূ হাযিম বলেন, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) সেইদিন মহিলাটির নামও বলেছিলেন) তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামটিকে একটু ফুরসত দিও। সে আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দিবে, আমি তার উপর থেকে মানুষকে ওয়ায-নসীহত করব। অতঃপর সেই গোলামটি তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট এই মিম্বরটি বানায় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশে সেটি মসজিদের এই স্থানে (বর্তমান স্থানে) রাখা হয়। তার কাঠগুলো গাবা[১], অঞ্চলের ঝাউগাছের ছিল। আর আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর দাঁড়ালেন এবং (সালাতের) তাক্বীর বললেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে তাক্বীর বলল। তিনি মিম্বরের উপরেই ছিলেন, অতঃপর তিনি রুকূ হতে উঠে দু'এক কদম পিছনের দিকে হেটে নিচে নেমে গেলেন। আর মিম্বরের গোড়ায় সিজ্দা করলেন। আবার তিনি পূর্বস্থানে চলে গেলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সালাত সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমার এরূপ করার করণ হলো, যেন তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার। এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

১. মদীনার নয় মাইল দূরে অবস্থিত মালভূমির।

شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوْهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ وَسَاقُوا الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ حَازِمٍ.

১০৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, কয়েক ব্যক্তি সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর নিকট আসল এবং নবী করীম ﷺ -এর মিম্বর কিসের তৈরী, তা জানতে চাইল। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট উপরোক্ত ইব্‌ন আবূ হাযিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٧- بَابُ كَرَاهَةِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١٠٩٩- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

১০৯৯. হাকাম ইব্‌ন মূসা আল-কানতারী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আবূ বকরের বর্ণনায় نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ উল্লেখ রয়েছে।

٥٨- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

৫৮. সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরূহ

١١٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصٰى قَالَ إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

১১০০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কঙ্কর সরানো সম্বন্ধে আলোচনা কলেন এবং বললেন, তা যদি তোমার করতেই হয় তবে একবার মাত্র করতে পার।

١١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدَةً.

১১০১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী ﷺ কে সালাতের মধ্যে কঙ্কর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কেবলমাত্র একবার।

١١٠٢- وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِيْهِ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبُ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَيْقِيْبُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

১১০২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার আল-কাওয়ারীরী (র)....... হিশাম (র) থেকে সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সালাতে সিজদাগাহের মাটি সমান করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, যদি তা তোমার করতেই হয় তবে একবার মাত্র করতে পার।

٥٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ

١١٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى.

১১০৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মসজিদের) কিব্লার দেয়ালে শ্লেষ্মা লেগে থাকতে দেখে আঁচড়িয়ে তুলে ফেললেন। অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সম্মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা, আল্লাহ্ সালাত আদায়ের সময় তার সম্মুখে থাকেন।

١١٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِيْ ابْنَ عُثْمَانَ وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ اِلَّا الضَّحَّاكَ فَاِنَّ فِيْ حَدِيْثِهِ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১১০৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন রাফি' ও হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন......। রাবী বলেন, হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মালিকের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١١٠٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلٰكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

১১০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আমর আন নাকিদ (র)...... আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে কিব্লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে একটি কঙ্কর দ্বারা তা ঘষে তুলে ফেললেন। অতঃপর তিনি ডান দিক ও সামনের দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করেন। তবে প্রয়োজনে বাম দিক ও বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলতে অনুমতি দিয়েছেন।

١١٠٦– حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

১১০৬.আবূ তাহির, হারমালা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে উয়ায়না বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١١٠٧– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

১১০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদের কিব্লার প্রাচীরে থুথু কিংবা শ্লেষ্মা বা কফ দেখতে পেয়ে তা আঁচড়িয়ে তুলে ফেললেন।

١١٠٨– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِيْ وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

১১০৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে কিব্লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের একজন তো প্রভুর দিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়ায়, তারপর সে

সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, কেউ তার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, অতঃপর তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করবে? যখন তোমাদের কারও থুথু এস পড়ে, তখন বামদিকে পায়ের নিচে ফেলবে। যদি জায়গা না থাকে, তবে এরূপ করবে। বর্ণনাকারী কাসিম এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজ কাপড়ে থুথু ফেললেন এবং এক প্রান্তকে আরেক প্রান্ত দিয়ে ঘষে নিলেন।

١١٠٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ عَلَى بَعْضٍ.

১১০৯. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইব্‌ন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হুশায়মের বর্ণিত হাদীসে এই কথাটি বেশী আছে-আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাপড়ের একাংশ আরেক অংশের সাথে ঘষছেন।

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَلاَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.

১১১০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতরত থাকে তখন সে যেন তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করেছে। অতএব, তার সম্মুখে ও ডান দিকে থুথু ফেলবে না, বরং বামদিকে পায়ের নিচে ফেলবে।

١١١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহ। তার কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হচ্ছে তা পুঁতে ফেলা।

١١١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ এবং তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে পুঁতে ফেলা।

١١١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

১১১৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা আয-যুবাঈ ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার সামনে আমার উম্মাতের ভালমন্দ সমস্ত আমল পেশ করা হয়েছিল। আমি জনপথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা তাদের নেক আমলের মধ্যে দেখলাম। মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা হয়েছে অথচ তা ফুঁতে ফেলা হয়নি- এটা তাদের বদ আমলের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলাম।

١١١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

১১১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তাঁকে দেখতে পেলাম যে, তাঁর কফ বের হলে তিনি জুতা দ্বারা তা ঘষে ফেললেন।

١١١٥- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

১১১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁর কফ বের হলে তিনি বাম পায়ের জুতা দিয়ে ঘষে ফেললেন।

٦٠- بَابُ جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي النَّعْلَيْنِ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সালাত আদায়

١١١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

১১১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ মাসলামা সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন হ্যাঁ।

١١١٧- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا بِمِثْلِهِ.

১১১৭. আবূর রাবী' আয-যাহারানী (র)......সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমি আনাস (রা)-কে অনুরূপ প্রশ্ন করলাম।

٦١- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নক্‌শাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١١١٨- حَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِيْ أَعْلَامُ هٰذِهِ فَاذْهَبُوْا بِهَا إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيِّهِ.

১১১৮. আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি নক্‌শাদার চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এই নক্‌শাগুলো আমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিয়েছে (অর্থাৎ একাগ্রতা নষ্ট করেছে)। এটি আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমাকে তার মোটা চাদরটি এনে দাও।

١١١٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ خَمِيْصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ اذْهَبُوْا بِهٰذِهِ الْخَمِيْصَةِ إِلَى أَبِيْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا فِيْ صَلَاتِيْ.

১১১৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি নক্‌শাকৃত চাদর পরিধান করে সালাতে দাঁড়ালেন। চাদরের নক্‌শাগুলো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সালাত শেষে তিনি বললেন, এই চাদরটি আবূ জাহম ইব্‌ন হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও এবং তার মোটা চাদরটি আমাকে এনে দাও। কেননা, এটি এখন আমাকে আমার সালাতে অন্যমনস্ক করেছে।

١١٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيْصَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا.

১১২০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর একটি নক্‌শাদার চাদর ছিল। চাদরখানি সালাতের তন্ময়তা ব্যাহত করত। তিনি চাদরটি আবূ জাহমকে দিয়ে দিলেন এবং তার মোটা চাদরটি গ্রহণ করলেন।

٦٢- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ.

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মল-মূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١١٢١- أَخْبَرَنِيْ عَمْرو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ.

১১২১. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন রাত্রির খাবার আসবে, ওদিকে সালাতের ইকামাত বলা হবে তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।

١١٢٢- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.

১১২২. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খাবার সামনে পেশ করা হলে এবং সালাতের সময় হলে তোমরা মাগরিবের সালাতের পূর্বে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার রেখে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

١١٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْصُ وَوَكِيْعُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

১১২৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আয়েশা (রা) থেকে ইব্‌ন উয়ায়না (র) কর্তৃক বর্ণিত যুহরীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلَنَّ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ.

১১২৪. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারও সামনে রাত্রিবেলার খাবার রাখা হয়, ওদিকে সালাতের ইকামত শুরু হয়ে যায় তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার শেষ না করে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ يَعْنِيْ ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১১২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল-মুসায়্যাবী, হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও সালত ইব্‌ন মাসঊদ (র)......ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ قَالَ تَحَدَّثْتُ اَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدِيْثًا كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ اَخِيْ هٰذَا اَمَا اِنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ مِنْ اَيْنَ اُتِيْتَ هٰذَا اَدَّبَتْهُ اُمُّهُ وَاَنْتَ اَدَّبَتْكَ اُمُّكَ قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَاَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَاٰى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ اُتِيَ بِهَا قَامَ قَالَتْ اَيْنَ قَالَ اُصَلِّيْ قَالَتْ اجْلِسْ قَالَ اِنِّيْ اُصَلِّيْ قَالَتْ اجْلِسْ غُدَرُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

১১২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)......ইব্‌ন আবূ আকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ও কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র) আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি হাদীস আলোচনা করছিলাম। কাসিমের কথাবার্তায় অনেক ভুল হত। তাঁর মাতা ছিল উম্মু ওয়ালাদ (অর্থাৎ তিনি দাসীর পুত্র ছিলেন)। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কাসিম তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের (ইব্‌ন আতীক) মত কথা বলছ না। অবশ্য আমি জানি, তুমি কোথা হতে এসেছ। একে তার মা আদব শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল আযাদ), আর তোমার মা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল বাঁদী)। রাবী বলেন, এই কথায় কাসিম রেগে গেলেন এবং আয়েশা (রা)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এরপর যখন দেখলেন যে, আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে দস্তরখান বিছান হচ্ছে তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আয়েশা (রা) বললেন, কোথায় যাচ্ছ। তিনি বললেন, সালাত আদায় করতে। আয়েশা (রা) বললেন, বস। তিনি বললেন, আমি সালাত আদায় করতে যাচ্ছি। আয়েশা (রা) বললেন, রে অকৃতজ্ঞ! বস! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, খানা সামনে আসার পর কোনও সালাত নেই। এবং পেশাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত নেই।

١١٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حَزْرَةَ الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ.

১১২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজর (র)......আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ হাদীসে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদের উক্ত ঘটনা উল্লেখ কার হয়নি।

٦٣- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ عَنْ حُضُوْرِ الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرِّيْحُ وَاِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসুন-পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য আহার করে মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবধি মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ

١١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّوْمَ فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِيْ غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

১১২৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসূন খায়, সে যেন মসজিদে না আসে। যুহায়রের বর্ণনায় শুধু যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে। খায়বারের কথা উল্লেখ নেই।

١١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا يَعْنِيْ الثُّوْمَ.

১১২৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)......ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সব্‌জি অর্থাৎ রসূন খাবে, সে যেন এর দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।

١١٣٠- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنِ الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيَ مَعَنَا.

১১৩০ . যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট রসুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ হতে আহার করবে, সে যেন আমাদের নিকট না আসে এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।

١١٣١- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلاَ يُؤْذِيَنَّا بِرِيْحِ الثُّوْمِ.

১১৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (রা)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে এবং আমদেরকে রসুনের গন্ধ দ্বারা কষ্ট না দেয়।

١١٣٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ.

১১৩২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিঁয়াজ ও মূলা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু এ খাওয়া আমার জরুরী হয়ে পড়লে, আমি তা খেতাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, মানুষ যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফেরেশতাগণও তাতে পায়।

١١٣٣- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَفِيْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَلَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا إِلٰى بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّيْ أُنَاجِيْ مَنْ لَا تُنَاجِيْ.

১১৩৩. আবূ তাহির ও হারমালা (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পিঁয়াজ ও রসূন খাবে, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে থাকে এবং নিজ আবাস গৃহ বসে থাকে। একবার তাঁর নিকট একটি ডেগ আনা হলো। তাতে তরকারি রান্না হয়েছিল। তিনি তাতে রসূনের গন্ধ পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি আছে? বলা হল এতে রসূন জাতীয় জিনিস আছে। তখন তিনি বললেন, এগুলো অমুক সাহাবীর নিকট নিয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন, সেও তা খাওয়া পসন্দ করছে না, তখন বললেন, তুমি খেয়ে ফেল। আমি যার সঙ্গে এখানে কথা বলি (ফেরেশ্‌তা) তোমরা তার সঙ্গে কথা বল না।

١١٣٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّوْمِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ بَنُوْ اٰدَمَ.

১১৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এইসব রসূন তরকারী খাবে, (কখনও বলেছেন) যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসূন ও মূল (গন্ধে ও স্বাদে পিঁয়াজের মত সব্জি বিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা, আদম সন্তান যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট অনুভব করেন।

١١٣٥– وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ جَمِيْعًا اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَ يَغْشَنَا فِىْ مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ.

১১৩৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)......ইব্‌ন জুরায়জ (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসূন ভক্ষণ করবে, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। এই রিওয়াতে পিঁয়াজ ও মূলার কথা উল্লেখ নেই।

١١٣٦– وَحَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَمْ نَعْدُ اَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَاَكَلْنَا مِنْهَا اَكْلاً شَدِيْدًا ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّيْحَ فَقَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ شَيْئًا فَلاَ يَقْرَبَنَّا فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَيْسَ بِىْ تَحْرِيْمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لِىْ وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ اَكْرَهُ رِيْحَهَا.

১১৩৬. আম্‌র আন-নাকিদ (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর আমরা তখনও ফিরে আসতে পারি নি। এদিকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গী সাথীগণ রসূন ইত্যাদি সব্জি খেতে শুরু করলাম। লোকেরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। আমরা খুব খেলাম। তারপর মসজিদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গন্ধ পেয়ে বললেন, যে ব্যক্তি এই খারাপ ধরনের উদ্ভিদের কোনও বস্তু আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। লোকেরা বলতে লাগল, (রসূন) হারাম হয়ে গিয়েছে। হারাম হয়ে গিয়াছে। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমার জন্য যা হালাল করেছেন, আমি তা হারাম করতে পারি না। কিন্তু এটি এমন এক উদ্ভিদ যার গন্ধ আমার ভাল লাগে না।

١١٣٧– حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَاَكَلُوْا مِنْهُ وَلَمْ يَاْكُلْ اٰخَرُوْنَ فَرُحْنَا اِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْكُلُوْا الْبَصَلَ وَاَخَّرَ الْاٰخَرِيْنَ حَتّٰى ذَهَبَ رِيْحُهَا.

১১৩৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)......আবূ সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণসহ একটি পিঁয়াজ ক্ষেত অতিক্রম করছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে অবতরণ করে পিঁয়াজ খেলেন এবং কেউ কেউ খেলেন না। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। যারা পিঁয়াজ খান নি, তিনি তাদেরকে কাছে ডাকলেন। আর যারা খেয়েছিলেন, তাদের মুখ হতে পিঁয়াজের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিছিয়ে রাখলেন।

١١٣٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ
نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ اَبَا بَكْرٍ قَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ كَاَنَّ دِيْكًا نَقَرَنِىْ ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ وَاِنِّىْ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ حُضُوْرَ
اَجَلِىْ وَاِنَّ اَقْوَامًا يَاْمُرُوْنَنِىْ اَنْ اَسْتَخْلِفَ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيْعَ دِيْنَهُ وَلاَ خِلاَفَتَهُ وَلاَ الَّذِىْ بَعَثَ
بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ فَاِنْ عَجِلَ بِىْ اَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُوْرٰى بَيْنَ هٰؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَاِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ اَقْوَامًا يَطْعَنُوْنَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ اَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِىْ هٰذِهِ عَلَى
الْاِسْلاَمِ فَاِنْ فَعَلُوْا ذَالِكَ فَاُولٰئِكَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ ثُمَّ اِنِّىْ لاَ اَدَعُ بَعْدِىْ شَيْئًا اَهَمَّ عِنْدِىْ
مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِى الْكَلاَلَةِ وَمَا اَغْلَظَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ
مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْهِ حَتّٰى طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ يَاعُمَرُ اَلاَ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ
سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنِّىْ اِنْ اَعِشْ اَقْضِ فِيْهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِىْ بِهَا مَنْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ
ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُشْهِدُكَ عَلٰى اُمَرَاءِ الْاَمْصَارِ وَاِنِّىْ اِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوْا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوْا
النَّاسَ دِيْنَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَقْسِمُوْا فِيْهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَرْفَعُوْا اِلَىَّ مَا اَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَمْرِهِمْ ثُمَّ
اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اَرَاهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِى الْمَسْجِدِ اَمَرَبِهِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْبَقِيْعِ
فَمَنْ اَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

১১৩৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমার (রা) একদিন জুমু'আর খুতবা দিলেন। এতে তিনি আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর আলোচনা করে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি মোরগ এসে আমাকে তিনটি ঠোকর মারল। আমার মতে এর তা'বীর হচ্ছে, আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। লোকেরা আমাকে বলেছে আমার একজন স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর দীন ও খিলাফতকে নষ্ট করবেন না। আর তাঁর নবী ﷺ -কে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাও নষ্ট করবেন না। যদি শীঘ্রই আমার মৃত্যু এসে পড়ে, তবে খিলাফত ঐ ছয় ব্যক্তির পরামর্শের উপর রইল, যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি জানি, কতিপয় লোক, যাদেরকে আমি নিজে হাতে শাস্তি দিয়েছি, এ ব্যাপারে তারা ইসলামের প্রতি দোষারোপ করবে। তারা যদি তা করে, তবে তারা আল্লাহ্‌র দুশমন ও পথভ্রষ্ট কাফির। আমি 'কালালা' (পিতা- মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)-র সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনও কঠিন সমস্যা রেখে যাচ্ছি না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'কালালা' সম্পর্কে যতবার জিজ্ঞেস করেছি, ততবার অন্য কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি নি। তিনিও আমার প্রতি এ ব্যাপারে যতটা কঠোর ব্যবহার করেছেন, ততটা অন্য কোনও ব্যাপারে করেন নি। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা আমার বুকে টোকা মেরে বললেন, 'হে উমার! সূরা নিসার শেষ ভাগের গ্রীষ্মকালীন (কালালা সম্পর্কিত) আয়াতটিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে 'কালালা' সম্পর্কে এমন এক ফায়সালা রেখে যাব, যাকে ভিত্তি করে কুরআন জানা-অজানা সকলেই ফায়সালা দিতে পারবে। অতঃপর

উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সেইসব লোক সম্পর্কে সাক্ষী করছি। যাদেরকে আমি বিভিন্ন শহরে প্রশাসক (গভর্ণর, সুবেদার ও অফিসার) রূপে প্রেরণ করেছি। আমি তাদেরকে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তারা জনগণের মধ্যে সুবিচার কায়েম করবে, তাদেরকে তাদের দীন ও নবীর তরীকা শিক্ষা দান করবে, তাদের মধ্যে তাদের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করবে এবং কোনও কঠিন সমস্যার উদ্ভব হলে তা আমার সমীপে উত্থাপন করবে। আর হে জনমণ্ডলী! তোমরা দু'টি গাছ ভক্ষণ করে থাকে। আমি ঐ দু'টিকে অপসন্দ করি। তা হচ্ছে পিঁয়াজ ও রসূন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদে কোনও ব্যক্তি হতে ঐ দু'টির (কোন একটি গাছের) গন্ধ পেতেন, তখন তিনি তাকে বাকী প্রান্তরের দিকে বের করে দেয়ার আদেশ দিতেন। অতএব, যে ব্যক্তি তা (পিঁয়াজ রসূন) খেতে চাইবে, উত্তমরূপে রান্না করে খাবে-যাতে তার গন্ধ না থাকে।

١١٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১১৩৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).......কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٤- بَابُ النَّهْىِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ হারানো বস্তু মসজিদে তালাশ করা নিষেধ

١١٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

১১৪০. আবুত্ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আম্র (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনও লোককে মসজিদে কোনও হারানো বস্তু (উচ্চস্বরে) তালাশ করতে শুনবে, তখন সে বলবে, আল্লাহ্ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিক। কেননা, মসজিদ এর জন্য তৈরী হয়নি।

١١٤١- وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَسْوَدِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

১১৪১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)......হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٤٢- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَوَجَدْتَ اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

১১৪২. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে উচ্চস্বরে হারানো জিনিস খুঁজল এবং বলল, লাল উটের উল্লেখ করে ঘোষণা দিল কে? নবী ﷺ বললেন, তুমি এটি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত হবে।

١١٤٣– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

১১৪৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আদায় করলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, লাল উটের উল্লেখ করে ঘোষণা করল কে? নবী ﷺ বললেন, (তোমার উট) তুমি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্য তৈরী হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।

١١٤٤– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُوْ نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَرِيْرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوْفِيِّيْنَ.

১১৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন নবী ﷺ ফজরের সালাত সম্পন্ন করলেন তখন জনৈক বেদুইন এসে মসজিদের দরওয়াজা দিয়ে তার মাথা ঢুকাল। অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। মুসলিম বলেন, সনদে উল্লেখিত শায়বা হল, শায়বা ইব্‌ন না'আমা আর না'আমা থেকে মিস'আর হুসায়ম জারীর প্রথম কূফাবাসী রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٥ – بَابُ السَّهْوِ فِىْ الصَّلاَةِ وَالسُّجُوْدِ لَهُ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সাহ্ সিজ্‌দা করা

١١٤٥– حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَالِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান ভুলাবার জন্য তার নিকট আগমন করে। শেষ পর্যন্ত সে কয় রাক'আত পড়ল, তা তার মনে থাকে না। যখন এরূপ হবে, তখন সে এক দিকে সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা (সাহ্) করবে।

١١٤٦– حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১১৪৬. আম্‌র আন-নাকিদ (র)......যুহায়র ইব্‌ন হারব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্‌ (র)......যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلّٰى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, যখন আযন হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে, যায়, তখন সে ফিরে আসে। যখন তাক্‌বীর আরম্ভ হয়, তখন আবার সে পালায়ন করে এবং তাক্‌বীর শেষে ফিরে এস সালাত আদায়কারীর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। সে বলে, এই কথা স্মরণ কর, ঐ কথা স্মরণ কর, যা তার স্মরণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে, তা ভুলে যায়। যখন তোমাদের কেউ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা ভুলে যাবে, তখন সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা করবে।

١١٤٨– حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلّٰى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ.

১১৪৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের আযান হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে আরো বর্ণনা করেন যে, সে তার মনে বহু আশা-বাসনার উদ্রেক করে এবং এমন এমন কাজ স্মরণ করায়, যা তার স্মরণ ছিল না।

١١٤٩– حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৪৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কোনও এক সালাতে দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম

ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তিনি তাক্বীর বললেন এবং (শেষ) সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় পরপর দু'টি সিজ্দা করলেন পরে সালাম ফিরালেন।

١١٥٠– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْ الصَّلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ.

১১৫০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন রুমহ্ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহায়না আল-আসাদী (রা) (তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মিত্র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাতে প্রথম বৈঠকে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করলেন। প্রত্যেক সিজ্দায় তাক্বীর বললেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দু'টি সিজ্দা করল। তা (প্রথম) বৈঠক ভুল করার পরিবর্তে ছিল।

١١٥١– وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَزْدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَجْلِسَ فِيْ صَلَاتِهِ فَمَضَى فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِيْ اٰخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৫১. আবুর রাবী আয যাহরানী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহায়না আল-আযদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের প্রথম দুই রাক'আতের পর বসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে যেতে লাগলেন। যখন তিনি সালাতের শেষ পর্যায়ে ছিলেন তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি সিজ্দা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٥٢– وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَااسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلَّى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

১১৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবূ খালাফ (র)......আবু সাইদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সালাতে সন্দেহ পতিত হয় এবং সে স্থির করতে ব্যর্থ হয় যে তিন রাক'আত পড়েছে, তিন না চার রাক'আত, তখন সে সন্দেহ পরিত্যাগ করবে এবং যে-কয় রাক'আতের উপর দৃঢ় প্রত্যয় হয় সেটিই ধারণ করবে। তারপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে যদি তার পাঁচ রাক'আতই

পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই দুই সিজ্দা মিলে ছয় রাক'আত হয়ে যাবে। আর যদি তার সালাত পূর্ণ চার রাক'আতই হয়, তবে দুই সিজ্দা শয়তানের মুখে মাটি পড়ার কারণ হবে।

١١٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

১১৫৩. আহ্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহাব (র)......যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে। যেমন সুলায়মান ইব্ন বিলাল বলেছেন।

١١٥٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرٍ عُثْمَانُ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا قِيْلَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৪. আবূ শায়বার দুইপুত্র আবূ বাক্র ও উসমান এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রারাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) সালাত আদায় করলেন। ইব্রাহীম বলেন, ঐ সালাতের কিছু বেশ-কম হয়ে গেল। যখন সালাম ফিরালেন, তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে কি কোনও নতুন হুকুম হয়েছে? তিনি বললেন, সেটি কি? তারা বলল, আপনি এরূপ এরূপ করছেন। তখন তিনি স্বীয় পদদ্বয় ঘুরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সালাতে যদি নতুন কোনও হুকুম হতো, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম। কথা হচ্ছে, আমিও একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও তেমনি ভুল করে থাকি। অতএব, আমি যদি ভুল করি, তোমার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারও যদি সালাতে সন্দেহ হয়, তবে ভেবে-চিন্তে যেটি সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে সালাত পূর্ণ করে নিবে। তারপর দু'টি সিজ্দা করবে।

١١٥٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرٰى ذَالِكَ لِلصَّوَابِ وَفِيْ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৫. আবু কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র)......মানসূর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذَالِكَ لِلصَّوَابِ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারিমী ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).......মানসূর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনার শব্দে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

١١٥٧- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَ الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذَالِكَ اِلَى الصَّوَابِ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَ بْنُ يَحْيَ اَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِيْ يَرَى اَنَّهُ الصَّوَابُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ هٰؤُلَاءِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও ইব্ন আবূ উমার (র)......মানসূর থেকে সামান্য শব্দ পরিবর্তনের সাথে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١١٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আম্বরী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন তাকে বলা হলো, সালাত কি বেড়ে গেছে ? তিনি বললেন, কিরূপে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি দু'টি সিজ্দা করলেন।

١١٥٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ صَلّٰى بِهِمْ خَمْسًا وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا اَبَا شِبْلٍ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَكُنْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَاَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلٰى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِيْ وَاَنْتَ اَيْضًا يَا اَعْوَرُ تَقُوْلُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِيْ الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوْا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৯. ইব্‌ন নুমায়র ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলকামা আমাদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন লোকেরা বলল, হে আবূ শিব্‌ল (আলকামার কুনিয়াত)! আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন, কক্ষণও নয়। আমি (ঐরূপ) করি নি। তারা বলল, অবশ্যই (আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন)। বর্ণনাকারী সুওয়ায়দ বলেন, আমি তাদের এক পার্শ্বে ছিলাম। তখন আমি ছেলে মানুষ। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি ফিরলেন এবং দু'টি সিজ্‌দা করে সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাদের নিয়ে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা ফিসফিস করতে লাগল। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি বৃদ্ধি পেয়েছে? তিনি বললেন, না। তারা বলল, আপনি তো পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি ঘুরে বসলেন এবং সিজ্‌দা করে সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদরই মত একজন মানুষ। তোমরা যেরূপ ভুলে যাও, আমিও তদ্রুপ ভুলে যাই। ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনায় এটুকু বেশী আছে-অতএব, তোমাদের কেউ যখন ভুলে যাবে, তখন দু'টি সিজ্‌দা করবে।

١١٦٠- وَحَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُوْنَ وَأَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১১৬০. আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সহ পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কিরূপে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যেমন স্মরণ রাখ, আমিও তেমনি স্মরণ রাখি। তোমরা যেরূপ ভুলে যাও, আমিও সেরূপ ভুলে যাই। এরপর ভুলের জন্য দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

١١٦١- وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْوَهْمُ مِنِّيْ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬১. মিনজাব ইবনুল হারিস আত তামীমী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাতে কিছু বেশী অথবা কম হলো। বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বলেন, এই বেশী অথবা কমের সন্দেহটি আমার। বলা হলো (লোকেরা বলল), ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে কি কিছুটা বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ বৈ কিছু নই। তোমাদের মতই আমি ভুলে যাই। কাজেই তোমাদের কেউ যদি (সালাতে) ভুলে যায়, তবে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করে নিবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুরে বসে দু'টি সিজ্দা করলেন।

١١٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

১১৬২. আবু বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ভুলের সিজ্দাদ্বয় সালাম ও কালামের (কথাবার্তা) পর সম্পন্ন করেছিলেন।[১]

١١٦٣- وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِمَّا زَادَ اَوْ نَقَصَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَاجَاءَ ذَاكَ اِلاَّ مِنْ قِبَلِىْ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْ فَقَالَ لاَ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِىْ صَنَعَ فَقَالَ اِذَا زَادَ الرَّجُلُ اَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তিনি (সালাতের নির্ধোরিত রাকা'আত থেকে) বেশী করলেন কিংবা কম করলেন। বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বলেন, আল্লাহ্র কসম! এ সন্দেহ আমার স্মরণের ত্রুটির জন্য হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাতে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন, না। তখন তিনি যা করেছেন (বেশী কিংবা কম), আমরা তা বললাম। তিনি বললেন, যখন কোন ব্যক্তি (সালাতে) কিছু বেশী কিংবা কম করবে, তখন দু'টি সিজ্দা (সাহ্) করে নিবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি দু'টি সিজ্দা (সাহ্) করলেন।

١١٦٤- حَدَّثَنِىْ عَمْرُوا لنَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَبْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ اِمَّا الظُّهْرَ وَاِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَى جِذْعًا فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ اِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرْعَانُ

১. খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সালাতের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা জায়েয ছিল, পরে তা নিষিদ্ধ হলে যায়। হানাফী মতে সিজ্দায়ে সাহ্ কথাবার্তার পূর্বে করতে হবে।

النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ مَايَقُوْلُ ذُوالْيَدَيْنِ قَالُوْا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَاُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ.

১১৬৪. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি একটি খর্জূর কাণ্ডের খুটির নিকট আসলেন, যা মসজিদের পশ্চিম দিকে লাগানো ছিল। এবং এর সাথে হেলান দিয়ে রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়ালেন। জামা'আতে আবূ বকর ও উমার (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর যাদের তাড়াতাড়ি করে যাওয়ার ছিল তাঁরা এই বলে চলে গেল যে, সালাত কমে গিয়াছে। তখন যুল-ইয়াদায়ন নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত (-এর রাক'আত) কমে গিয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন ? নবী ﷺ ডানে ও বামে তাকিয়ে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন বলে কি? লোকেরা বলল, সে সত্য বলেছে। আপনি দু'রাক'আতই পড়েছেন। তখন তিনি (আরো) দুই রাক'আত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্‌বীর বললেন ও সিজ্‌দা (সাহু) করলেন। অতপর তাক্‌বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। আবার তাক্‌বীর বললেন ও সিজ্‌দা করলেন। এরপর পুনরায় তাক্‌বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, এবং সালাম ফিরালেন।

١١٦٥- حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

১১৬৫. আবূ রাবী আয-যাহরানী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِيْ اَحْمَدَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ ذَالِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

১১৬৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আসরের সালাত পড়ালেন এবং দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর

কোনোটাই হয়নি। যুল-ইয়াদায়ন (রা) বললেন, যে কোনও একটি অবশ্যই হয়েছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলেছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্‌দা (সাহ্) করলেন।

١١٦٧. وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৬৭. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন বনু সুলায়ম-এর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাবী হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেন।

١١٦٨. وَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ.

১১৬৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করছিলাম। তিনি দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তখন সুলায়ম গোত্রের জনৈক দাঁড়িয়ে গেল। তারপর রাবী উপরোক্ত রূপ অবশিষ্ট হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

١١٦٩. وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِيْ يَدَيْهِ طُوْلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ وَ خَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৬৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন (কিঞ্চিত) লম্বা দুই হস্ত বিশিষ্ট খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। এবং "হে আল্লাহর রাসূল" বলে সম্বোধন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে

রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকদের নিকট এসে বললেন, এই লোকটি কি সত্য বলছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সিজ্‌দা (সাহু) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

١١٧٠. وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি উঠে হুজ্‌রার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইত্যবসরে দীর্ঘ দুই হাত বিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এলেন এবং তিনি যে রাক'আতটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেটি আদায় করলেন। এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দু'টি সিজ্‌দা (সাহু) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

٦٦. بَابُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ

৬৬. অনুচ্ছেদঃ সিজ্‌দা-ই-তিলাওয়াত

١١٧١. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

১১৭১. যুহায়র ইব্‌ন হারব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যে সূরায় সিজ্‌দার আয়াত রয়েছে, তাও পাঠ করতেন এবং সিজ্‌দা (তিলাওয়াত) করতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্‌দা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ (ভিড়ের দরুন) কপাল রাখার জায়গাও পেত না।

١١٧٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتّٰى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيْهِ فِيْ غَيْرِ غَيْرِ صَلاَةٍ.

১১৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও কখনও কুরআন তিলাওয়াত করেত গিয়ে সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের নিয়ে সিজ্‌দা করতেন। ভিড়ের কারণে আমাদের কেউ কেউ সিজ্‌দার জায়গাও পেত না। এ ছিল সালাতের বাইরের ঘটনা।

١١٧٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَاَ وَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَ سَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

১১৭৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা ওয়ান্ নাজ্‌মি পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। তাঁর সাথে যারা ছিলেন, তারাও সকলে সিজ্‌দা করলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধা (উমায়্যা ইব্‌ন খালফ) সিজ্‌দা করল না। সে এক মুষ্টি মাটি ও পাথরকুচি উঠিয়ে কপালে লাগাল এবং বলল, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি, পরবর্তীতে (বদরের যুদ্ধে) সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়।

١١٧٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ وَزَعَمَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى فَلَمْ يَسْجُدْ.

১১৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)......আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরা'আত পাঠ সম্পর্কে করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোনও কিরা'আত নেই এবং আরও বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে সূরা ওয়ান নাজ্‌মি ইযা হাওয়া (وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى) পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি সিজ্‌দা করলেন না।

١١٧٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَ لَهُمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا

১১৭৫. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সূরায় সিজ্‌দা করেছেন।

١١٧٦- وَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِيْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১১৭৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٧٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৭৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আম্‌র আন নাকিদ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে ইযাস্ সামাউন শাক্কাত (اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) এবং ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকা (اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ) সূরাদ্বয়ে সিজ্‌দা করেছি।

١١٧٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ مَوْلٰى بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইযাস্ সামাউন্ শাক্কাত (اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) এবং ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকা (اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ) পাঠ করে সিজ্‌দা করেছেন।

١١٧٩- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ.

১১৭৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٨٠- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَاَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا اَزَالُ اَسْجُدُبِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى فَلَا اَزَالُ اَسْجُدُهَا.

১১৮০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)......আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাতে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। (সালাত শেষে) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কিসের সিজ্‌দা ? তিনি বললেন, এ সিজ্‌দাটি আমি আবূল কাসিম ﷺ (রাসূলের কুনিয়াত)-এর পিছনেও করেছি। সুতরাং আমি এটি তাঁর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) করতে থাকবে। ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) বলেন, (তিনি বলেছেন) আমি এই সিজ্‌দা সর্বদা করতে থাকব।

١١٨١- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَمْ يَقُوْلُوْا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ . .

১১৮১. আম্‌র আন-নাকিদ, আবূ কামিল ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আত-তায়মী সূত্রে বর্ণিত, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এঁরা "আবুল কাসিম ﷺ -এর পিছনে" কথাটি বলেন নি।

١١٨٢- وحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ رَاَيْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

১১৮২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).......আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করে সিজ্‌দা করতে দেখলাম। আমি বললাম, আপনি এ সূরায় সিজ্‌দা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার বন্ধু ﷺ -কে এ সূরায় সিজ্‌দা করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে মুলাকাত (মৃত্যু) পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্‌দা করতে থাকব। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, (এই সূরায়) নবী ﷺ (সিজ্‌দা করতেন)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٧٦- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ فِى الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ.

১১৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিবঈ আল-কায়সী (র)......আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে বসতেন, বাম পা'খানি বিছিয়ে দিতেন। এবং কাম হাত বাম উরুর উপর ও ডান হাতখানি ডান উরুর উপর রাখতেন, আর আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন।

١١٨٤– حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان وحدثنا ابو بكر بن ابى شيبة واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله ﷺ اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.

১১৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দু'আ করার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর। শাহাদাত আংগুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধাংগুলোকে মধ্যমার উপর রাখতেন। আর বাম হাতের তালু দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়িয়ে ধরতেন।

١١٨٥– وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبى ﷺ كان اذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التى تلى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.

১১৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দা (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাতে বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হতের বৃদ্ধাংগুলির পাশের (শাহাদত) আংগুলি উঠিয়ে তা দ্বারা (ইংগিতে) দু'আ করতেন। আর বাম হাতখানি বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।

١١٨٦– وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ كان اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة

১১৮৬. আবদ্ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (ডান হাতের আংগুল দ্বারা) তিপ্পান্ন বানিয়ে শাহাদাত আংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

١١٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

১১৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......আলী ইব্ন আবদুর রহমান মু'আবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) আমাকে সালাতে কংকর নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। আমি সালাত শেষ করার পর তিনি আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ করতেন তুমিও তদ্রূপ কর। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন সালাতে বসতেন, তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সমস্ত আংগুল গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধাংগুলির নিকটস্থ আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাম হাতের তালুখানি বাম উরুর উপর রাখতেন।

١١٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ ثُمَّ حَدَّثَنِيْهِ مُسْلِمٌ.

১১৮৮. ইব্ন আবূ উমার (র)......আলী ইব্ন আবদুর রহমান মু'আবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তারপর উপরোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

٨٦- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيْلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি

١١٨٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيْرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنَّى عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

১১৮৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র).......আবূ মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মক্কায় একজন আমীর ছিলেন, তিনি দু'টি সালাম করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন, তিনি তা কোথা থেকে পেয়েছেন? হাকাম তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (দু'টি সালাম) করতেন।

١١٩٠- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلاً سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنَّى عَلِقَهَا.

১১৯০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র).,......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক আমীর অথবা ব্যক্তি (সালাত শেষ করার জন্য) দু'টি সালাম ফিরালেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কোথেকে তিনি তা হাসিল করেছেন ?

١١٩١- وَحَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ بِعِنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى أَرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ.

১১৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)........ সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম করতে দেখতাম। এমনকি সালাম করাকালীন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতাম।

٦٩- بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পর যিক্‌র

١١٩٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُوْ مَعْبَدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ.

১১৯২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সমাপ্তি তাঁর তাক্‌বীর (আল্লাহ্ আকবার) দ্বারা বুঝতে পারতাম।

١١٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاكُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الاَّ بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِاَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهٰذَا قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَالِكَ.

১১৯৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সমাপ্তি তাক্‌বীর দ্বারাই বুঝতে পারতাম। আমর বলেন, আমি আবূ মা'বাদকে বিষয়টি আবার জ্ঞাত করালে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং যে, আমি তা তোমার নিকট বলি নি। অথচ ইতিপূর্বে তিনি তা আমার নিকট বলেছিলেন।

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

১১৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ফরয সালাতের পর উচ্চস্বরে যিকির করা নবী ﷺ -এর যামানায় প্রচলিত ছিল। এবং আমি যখন তা শুনতাম, তখন বুঝতাম যে, লোকেরা সালাত শেষে করেছে।

٧٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَغْرَمِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ.

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং জীবন, মৃত্যু, মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না, গুনাহ্ ও থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

١١٩٥-حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَهِيَ تَقُوْلُ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُوْدُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমার নিকট তখন এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক বসা ছিল। সে বলছিল তোমরা কি জান যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা হবে? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিস্মিত হলেন এবং বললেন, ইয়াহুদরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর আমরা কয়েক দিন অতিবাহিত করলাম। পরে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি জান যে, এই মর্মে আমার নিকট ওহী নাযিল হয়েছে, তোমরা কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কবরের আযাব থেকে প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١١٩٦- وَحَدَّثَنِي هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذَالِكَ يَسْتَعِيْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৬. হারূন ইব্‌ন সাঈদ, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١١٩٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ عَجُوْزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِيْ صَلاَةٍ إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দু'জন ইয়াহূদী বৃদ্ধা আমার কাছে এল এবং বলল, কবরবাসীদের কবরের মধ্যে আযাব দেওয়া হয়। আমি তাদের মিথ্যাবাদিনী বলতে আমার মনে চাইল না। তারা চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার দু'জন বৃদ্ধা ইয়াহূদী আমরা নিকট এসেছিল। তারা বলেছে, কবরের মধ্যে কবরবাসীদের আযাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে। তাদের এরূপ আযাব দেওয়া হয় যে, তা জীবজন্তুরা শুনতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁকে প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

١١٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِيْهِ قَالَتْ وَمَا صَلّٰى صَلاَةً بَعْدَ ذَالِكَ إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৮. হান্নাদ ইবনুল সারী (র)........ আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে, আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

١١٩٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِيْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.-

১১৯৯. আম্‌র আন্-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সালাতে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

١٢٠٠- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ

عَائِشَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

১২০০. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী, ইব্‌ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে তাশাহ্‌হুদ পড়বে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।"

١٢٠١- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا فِي الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

১২০১. আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)......নবী সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সালাতে এই দু'আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই জীবন-মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই, পাপকার্য ও ঋণগ্রস্ততা থেকে। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে এতবেশী আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কেন? তিনি বললেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদা করে ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাফ করে।

١٢٠٢- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

১২০২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আখেরী বৈঠক তাশাহ্‌হুদ শেষে করবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইবে। জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিত্‌না থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

١٢٠٣- وَحَدَّثَنِيْهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِيْ ابْنَ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاٰخِرِ.

১২০৩. হাকাম ইব্‌ন মূসা ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)......আওযাঈ (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহ্‌হুদ শেষ করবে, এতে আখেরী বৈঠকের কথা নেই।

١٢٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ هِشَامٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

১২০৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই কবর আযাব থেকে জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মরণে বিপর্যয় থেকে মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

١٢٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ عُوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১২০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়ারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহ্‌র নিকট মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট জীবন-মরনের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

١٢٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১২০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১২০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র), আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

১২০৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব ও দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

١٢٠٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ * قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بَلَغَنِىْ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِىْ صَلَاتِكَ فَقَالَ لَا قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ.

১২০৯. কুতয়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি এক দু'আও শিক্ষা দিতেন বলতেন, বল ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

(হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই কবরের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে এবং আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই জীবন-মরনের ফিত্‌না থেকে।)

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তাঊস তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার সালাতে এই দু'আ পড়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার সালাত আবার আদায় কর। কেননা, (তোমার পিতা) তাঊস এই হাদীসটি তিনজন অথবা চারজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন।

٧١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ.

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পর যিকর মুস্তাহাব এবং এর বিবরণ

١٢١٠- حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ رَشِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَبِي عَمَّارٍ (اِسْمُهُ شَدَّادُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ) عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ * قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِلْاَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُوْلُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

১২১০. দাউদ ইব্‌ন রাশীদ (র)...... সাওবান-(র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সালাত করতেন, তখন তিনবার 'ইস্‌তিগ্‌ফার' করতেন এবং বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় এবং তোমা থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত। ওয়ালীদ বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইস্‌তিগ্‌ফার' কেমন করে? তিনি বললেন, আস্‌তাগফিরুল্লাহ, 'আসতাগফিরুল্লাহ্' বলবে।

١٢١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَايَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র).....আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাম ফিরায়ে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ এই দু'আ পাঠ করার পরিমাণের চেয়ে বেশী বসতেন না, ইব্‌ন নুমায়রের একটি রিওয়ায়াতে আছে- يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

١٢١٢- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِي الْاَحْمَرَ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১২. ইব্‌ন নুমায়র আসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ বলেছেন।

١٢١٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ.

১২১৩. আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন আব্‌দুস সামাদ (র)...... আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ বলতেন।

١٢١٤- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র) মু'আবিয়া (র)-কে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন, لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউই রোধ করতে পারে না। এবং তুমি যা রোধ কর, তা কেউ করতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না"।

١٢١٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ * قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ فِيْ رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَاَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ.

১২১৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান (র)...... মুগীরা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ বাক্‌র ও আবূ কুরায়ব তাঁদের রিওয়ায়াতে বলেন যে, মুগীরা (র) হাদীসটি আমাকে লিখিয়ে দেন। তারপর আমি তা মু'আবিয়ার নিকট লিখে পাঠাই।

١٢١٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِيْ لُبَابَةَ اَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ (كَتَبَ ذَالِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ) اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا اِلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَاِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.

১২১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র) মু'আবিয়া (র) নিকট যে পত্রখানা লিখেছিলেন, তা ওয়াররাদ লিখেছেন। (এতে ছিল যে,) আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে সালাম ফিরিয়ে বলতেন,...... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত আবূ বাক্‌র ও আবূ কুরায়বের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তাতে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ বাক্যটি নেই। কারণ, তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

١٢١٧- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ.

১২১৭. হামিদ ইব্‌ন উমার আল বাকরাবী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)...... মুগীরা ইবন শু'বা র কাতিব (লেখক) ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা (র) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট লিখলেন,...... পরবর্তী অংশ মনসূর ও আ'মাশের অনুরূপ।

١٢١٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اُكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২১৮. ইব্‌ন আবূ উমর আল মাক্কী...... আবদা ইবন আবূ লুবাবা ও আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র)-র কাতিব (লেখক) ওয়াররাদকে বলতে শুনেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (র) কে লিখে পাঠান যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শুনেছ এরূপ কিছু আমাকে লিখে জানাও। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সালাত শেষ করে বলতেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

١٢١٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আবূ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনুয যুবায়র (র) প্রত্যেক সালাতের পর সালাম ফিরাবার সময় বলতেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করি না। তাঁরই সমস্ত নি'য়ামাত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও তা কাফিরগণ অপসন্দ করে। ইবনুয-যুবায়র (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই কালিমা-ই তাওহীদ পাঠ করতেন।

১২২০– وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلًى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২২০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......হিশাম ইব্ন উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম আবুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) প্রত্যেক সালাতের পর ইব্ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ-কালিমা তাওহীদ পাঠ করতেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের পর এই 'কালিমা তাওহীদ' পাঠ করতেন।

১২২১– وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

১২২১. ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ দাওরাকী (র)...... আবুয্ যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (র) কে এই মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দান করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন পরবর্তী অংশ হিশাম ইব্ন উরওয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২২২– وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلاَةِ إِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১২২২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)...... যুবায়র মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (র)-কে সালাতের পর সালাম ফিরিয়ে বলতে শুনেছেন- পরবর্তী অংশ হিশাম ও হাজ্জাজের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসের শেষে রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ كِلاَهُمَا عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (وَهٰذَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةَ) أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلاَ نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَيَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ * وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَتُكَبِّرُ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ إِلٰى أَبِىْ صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَالِكَ فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَتّٰى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيْعِهِنَّ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِيْنَ * قَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِىْ بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২২৩. আসিম ইব্‌ন নাযার আত তায়মী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটির শব্দ কুতায়বা থেকে গৃহীত-তিনি বলেন একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ধনী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নি'য়ামাত নিয়ে গেলেন, তিনি বললেন, তা কেমন করে? তাঁরা বললেন, তাঁরা সালাত আদায় করেন যেরূপ আমরা সালাত আদায় করি, তাঁরা সাওম পালন করেন, যেরূপ আমরা সাওম পালন করি। এবং তাঁরা সাদাকা করেন, আমরা সাদাকা করতে পারি না। তাঁরা (দাস-দাসী) আযাদ করেন, আযাদ করেন, আমরা (দাস-দাসী) আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যদ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকবে? আর তোমাদের অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না-অবশ্য যারা তোমাদের মত করবে তাদের কথা ভিন্ন। তাঁরা বললেন, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহু আক্‌বার ও আল-হামদুলিল্লাহ্ পড়বে। আবূ সালেহ্ বলেন, এরপর দরিদ্র মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, আমাদের ধনী ভাইরা আমাদের আমলের বিষয়টি শুনে ফেলেছেন এবং তাঁরাও আমাদের মত আমল করা শুরু করেছেন। তিনি বললেন, তা আল্লাহ্ দান-তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। কুতায়বা ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসে ইব্‌ন আজলান সূত্রে বাড়িয়ে বলেছেন যে, সুমায়্যি

বলেন, এই হাদীসটি আমি আমার পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট বললাম। সে আমাকে বলল, তুমি ভুল করেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তুমি সুবহানাল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার, আল-হামদুলিল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আক্‌বার বলবে তেত্রিশবার। সুমায়্যি বলেন, তারপর আমি আবূ সালিহের নিকট গেলাম এবং তাঁকে ঐ কথা বললাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ্, আল-হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, সুবাহানাল্লাহ্, আল-হামদুলিল্লাহ্ এইভাবে সবগুলি মিলিয়ে তেত্রিশবার বলবে। ইব্‌ন আজলান (র) বলেন, আমি এই হাদীস রাজা ইব্‌ন হাওয়ার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কাছে আবূ সালিহ্ (র) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেরূপ বর্ণনা করেন।

١٢٢٤- وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ إِلاَّ أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَالِكَ كُلُّهُ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ.

১২২৪. উমায়্যা ইব্‌ন বিস্তাম আল-আয়শী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। ধনবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী অনুগ্রহ নিয়ে গেল। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লায়স থেকে কুতায়বার বর্ণনার মত। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা)-র হাদীসে আবূ সালিহের কথাটিও সংযোজন পর্যন্ত। এ হাদীসে এ কথাটিও বেশী বলেছেন যে, সুহায়ল বলতেন, প্রত্যেকটি বাক্য এগারবার করে বলবে, তাতে সর্বমোট তেত্রিশবার হবে।

١٢٢٥- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً.

১২২৫. হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)...... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এমন কিছু যিকর আছে, যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনও বঞ্চিত হবে না। তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ

قَائِلُهُنَّ أَوْفَاعِلُهُنَّ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ.

১২২৬. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)...... কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সালাতের পর পাঠ করার এমন কিছু যিক্‌র আছে, যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনো বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আক্‌বার।

١٢٢٧- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ قَيْسٍ الْمُلاَئِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১২২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)...... হাকাম (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٨- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِىِّ (قَالَ مُسْلِمٌ أَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১২২৮. আবদুল হামীদ ইব্‌ন বায়ান আল ওয়াসিতী (র)...... হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ্ তেত্রিশবার, আল-হামদু লিল্লাহ্ তেত্রিশবার ও আল্লাহ্ আকবার তেত্রিশবার বলবে এই নিরানব্বই-আর

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

বলে একশ' পূর্ণ করবে, তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।

١٢٢٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১২২৯. মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন-পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٧٢- بَابُ مَايُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ.

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ তাক্‌বরে তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে

١٢٣٠- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ اَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ رَأَيْتُ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

১২৩০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা বলে কিরা'আত পাঠ পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাত-পিতা আপনার জন্য কুরবান, আপনি তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা ও কিরা'আতের মাঝখানে নীরব থেকে কী বলেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি পড়ি-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ্! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেরূপ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে সাদা ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপসমূহকে ধূয়ে বরফ, পানি ও শিলা (বৃষ্টির ন্যায় স্বচ্ছ পানি) দ্বারা।

١٢٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ * قَالَ مُسْلِمٌ وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُوْنُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

১২৩১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কামিল (র)...... উমারা ইব্‌ন কা'কা (র) থেকে উক্ত সনদে জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আমার নিকট ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাস্‌সান ও ইউনুস আল-মুআদ্দিব (র) প্রমুখ থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন

যিয়াদ ও উমারা ইব্‌ন কা'কা'র মাধ্যমে আবূ যুর'আর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়াতেন, তখন 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরা'আত শুরু করতেন এবং নীরব থাকতেন না।

١٢٣٢– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

১২৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে সালাতের কাতারে শামিল হলো। সে হাঁপাচ্ছিল। এরপর সে বলল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ আল্লাহ্‌র জন্য প্রচুর প্রশংসা, তিনি পবিত্র ও বরকতময় বলেছ? সকলে নীরব থাকল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই বাক্যগুলো বলেছ? বস্তুত সে কোনও মন্দ কথা বলে নি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি যখন এলাম তখন আমি হাঁপাচ্ছিলাম। তখন আমি তা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমি বারোজন ফেরেশ্‌তাকে দেখলাম, তারা তাড়াহুড়া করছে, কে ঐগুলো উপরে নিয়ে যাবে।

١٢٣٣– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ ذَالِكَ.

১২৩৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আদায় করছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল- أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই বাক্যগুলো আবৃত্তি করল? লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি বলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম ঐগুলোর জন্য আকাশের সব দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই কথা শোনার পর থেকে আমি কোনও দিন এই বাক্যগুলো পড়া বাদ দেইনি।

٧٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ اِتْيَانِ الصَّلاَةِ بِوَقَارٍ وَسَكِيْنَةٍ وَالنَّهْىِ عَنْ اِتْيَانِهَا سَعْيًا.

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ধীরে সুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়িয়ে আসা নিষেধ

١٢٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ (يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ) عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَاتَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যিয়াদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, সালাত শুরু হয়ে গেলে তার জন্য দৌড়িয়ে আসবে না। বরং ধীরে সুস্থে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে, তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায়, পূর্ণ করে নিবে।

١٢٣٥- حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاَةِ فَلاَتَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِىْ صَلاَةٍ.

১২৩৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হলে, তার জন্য দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরে সুস্থে আসবে। তারপর যা পাবে, আদায় করবে আর যা ছুটে যায়, তা পূর্ণ করে নিবে। কেননা, তোমাদের কেউ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে চলে তখন সে সালাতেই গণ্য।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ فَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَافَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)...... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে এইটিও যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার দিকে ধীরস্থিরভাবে হেঁটে। তারপর যা পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিবে।

١٢٣٧– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ اِلَيْهَا اَحَدُكُمْ وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَااَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَاسَبَقَكَ.

১২৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তোমাদের কেউ তার দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসবে। যা পাবে আদায় করবে, আর যা আগে ছুটে যায় তা কাযা করে নিবে।

١٢٣٨– حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ جَلَبَةً فَقَالَ مَاشَاْنُكُمْ قَالُوْا اسْتَعْجَلْنَا اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَاتَفْعَلُوْا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

১২৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানুসূর (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি পদধ্বনি ও গুঞ্জন শুনলেন। পরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। তিনি এমন করবে না। তোমরা যখন সালাতে আসবে, শান্তভাবে আসবে। অতঃপর যা ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করে নেবে; আর যা তোমাদের আগে ছুটে গেছে তা পূর্ণ করে নিবে।

١٢٣٩– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১২৩৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীস্ বর্ণনা করেছেন।

٧٤– بَابُ مَتٰى يَقُوْمُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ.

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে

١٢٤٠– وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ * وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ اِذَا اُقِيْمَتْ اَوْ نُوْدِىَ.

১২৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামাত দেওয়া হয় আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ইব্‌ন হাতিম সন্দেহ করেছেন, اِذَا اُقِيْمَتْ (যেমন ইকামত দেওয়া হয়) বলেছেন, না اَوْ نُوْدِىَ (যখন আহবান করা হয়) বলেছেন।

١٢٤١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ اِسْحٰقُ فِىْ رِوَايَتِهِ حَدِيْثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ.

১২৪১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ কাতাদা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইসহাক (র) মা'মার ও শায়বান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই কথা বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "আমি বের হয়ে আসছি, তা না দেখা পর্যন্ত"।

١٢٤٢- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَاقَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَاْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلّٰى بِنَا.

১২৪২. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সালাতের ইকামাত দেওয়া হয়। তখন আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে বের হয়ে আসার আগে আমরা কাতারগুলো সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে তাঁর মুসাল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকবীর তাহ্রীমা বাঁধার আগেই হঠাৎ তাঁর (গোসলের কথা) স্মরণ হয়ে গেল। তিনি ফিরে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে তিনি গোসল সেরে এমন অবস্থায় আমাদের সামনে এলেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। তারপর তাক্‌বীর বললেন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٢٤٣- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ

صُفُوْفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ اَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلّٰى بِهِمْ.

১২৪৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সালাতের ইকামাত হলো। লোকেরা তাদের কাতার করে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে এসে তাঁর স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে থাকতে হাত দিয়ে ইশারা করে বের হয়ে গেলেন। পরে তিনি গোসল করে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। অনন্তর তিনি তাদের সালাত আদায় করলেন।

١٢٤٤- وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ.

১২৪৪. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সালাতের ইকামাত বলা হতো। তিনি আপন জায়গায় দাঁড়াবার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।

١٢٤٥- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ اِذَا دَحَضَتْ فَلَا يُقِيْمُ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا خَرَجَ اَقَامَ الصَّلَاةَ حِيْنَ يَرَاهُ.

১২৪৫. সালামা শাবীব (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ত, তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন এবং নবী ﷺ বের না হওয়া পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। তিনি বের হলে তাঁকে দেখে ইকামাত দিতেন।

٧٥- بَابُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে

١٢٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল সে উক্ত সালাত পেল।

١٢٤٧- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতের এক রাক'আত পেল, সে উক্ত সালাতই পেল।

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَيُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

১২৪৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন নাকিদ যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ কুরায়ব, ইব্‌ন নুমায়র ও ইবনুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহ্‌ইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো হাদীসে مَعَ الْإِمَامِ ("ইমামের সাথে") কথাটি নাই। উবায়দুল্লাহ্-এর রিওয়ায়াতে আছে "সে সম্পূর্ণ সালাতই পেয়েছে।"

١٢٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوْهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

১২৪৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেয়েছে, সে ফজরের সালাত পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে আসরের সালাত পেয়েছে।

١٢٥٠ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا فِي الرَّكْعَةِ.

১২৫০. হাসান ইব্‌ন রাবী, আবূ তাহির ও হারমালা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজ্‌দা পেয়েছে কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (সালাতের একটি সিজ্‌দা পেয়েছে), সে উক্ত সালাত পেয়েছে। এখানে সিজ্‌দা রাক'আত বুঝানো হয়েছে।

١٢٥١- وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ.

১২৫১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٢- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ.

১২৫২. হাসান ইব্ রাবী' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে; সে উক্ত সালাত পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক্'আত পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে।

١٢٥٣- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১২৫৩. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)...... মা'মার (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

٧٦- بَابُ اَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ফরয সালাতের সময়

١٢٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَّا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَاتَقُوْلُ يَاعُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِيْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

১২৫৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) একদিন আসরের সালাতে কিছুটা দেরী করলেন। তখন উরওয়া (র) তাঁকে বললেন, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলবে, বুঝে বলবে। তিনি (উরওয়া) বললেন, আম বাশীর ইব্ন আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদ (র) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, জিব্রাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তার সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তার সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তিনি তাঁর অংগুলি দ্বারা (এরূপ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

١٢٥٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُومَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَاهَذَا يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ انْظُرْ مَاتُحَدِّثُ يَاعُرْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

১২৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত তামীমী (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) একদা সালাতে দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (র) কূফায় থাকতে একদিন সালাত দেরী করে আদায় করেছিলেন। তখন আবূ মাসউদ আনসারী (র) তাঁর নিকট এসে বললেন, হে মুগীরা। আপনি এ কি করলেন ? আপনি কি জানেন না যে, জিব্রাঈল (আ) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনাকে এরূপই (সালাত আদায় করতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন উমার উরওয়াকে বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলবে চিন্তা করে বলবে, জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্ত ঠিক করে দিয়েছেন? উরওয়া বললেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন, বাশীর ইব্ন আবূ মাসউদ তাঁর পিতা থেকে। তারপর উরওয়া বলেন, নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) আমার কাছে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেছেন, যখন সূর্যের কিরণ হুজ্রার আঙ্গিনায় ছিল-তা উপরে উঠার আগে।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَفِئِ الْفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ .

১২৫৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আম্র আন নাকিদ (র)......আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ আমার হুজ্রায় পড়ছিল। তখনো তার ছায়া পড়েনি। আবূ বক্রের বর্ণনায় রয়েছে, 'তখনো ছায়া উপরে উঠেনি।'

١٢٥٧– وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

১২৬৭. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... নবী-সহধর্মিনী আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ তাঁর হুজ্‌রা (আঙ্গিনা)-য় ছিল, হুজ্‌রা (আঙ্গিনা) থেকে উপরে উঠেনি।

١٢٥٨– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

১২৫৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)...... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন। যখন সূর্য কিরণ আমার হুজ্‌রা (-এর আঙ্গিনা)-য় পড়ছিল।

١٢٥٩–حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

১২৫৯. আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ফজরের সালাত আদায় করবে, জেনে রাখ, তখন সূর্যের উপরাংশ উদিত না হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত রয়েছে। তারপর যখন তোমরা যুহরের সালাত আদায় করবে, তখন আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ওয়াক্ত রয়েছে। তারপর যখন তোমরা আসরের আদায় করবে তখন সূর্যরশ্মি হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ওয়াক্ত রয়েছে। অনন্তর যখন তোমরা মাগরিবের সালাত আদায় করবে, তখন 'শাফাক' (সন্ধ্যাকাশের পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত সাদা আলো চিহ্ন) গায়েব না হওয়া পর্যন্ত তার ওয়াক্ত রয়েছে। আর যখন তোমরা ইশার সালাত আদায় করবে, তখন তার ওয়াক্ত রয়েছে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

١٢٦٠– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

১২৬০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আল-আম্বারী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যুহরের ওয়াক্ত রয়েছে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত রয়েছে সূর্য কিরণ

হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত রয়েছে (পশ্চিমাকাশে) শাফাকের প্রসার থাকা পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত রয়েছে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত রয়েছে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

١٢٦١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ .

১২৬১. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং আবূ বাক্‌র ইবন আবূ শায়বা (র) -উভয়ে উভয়ে উপরোক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। এবং এঁদের হাদীস রয়েছে যে, শু'বা (র) উক্ত হাদীস একবার 'মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন এবং আরো দুইবার বর্ণনা করতে গিয়ে 'মারফূ' করেন নি।

١٢٦٢- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُبْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ .

১২৬২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূর্য চলে যাওয়ার পর যুহরের ওয়াক্ত হয় এবং মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া ও আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা রয়েছে। আসরের ওয়াক্ত সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া পর্যন্ত রয়েছে। মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত রয়েছে। এশার ওয়াক্ত রয়েছে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। এবং ফজরের ওয়াক্ত রয়েছে উষার উদয়কাল হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদয় হতে থাকে তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের দিয়ে উদিত হয়।

١٢٦٣- وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ (يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ) عَنِ الْحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْاَوَّلُ وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْاَوَّلُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَ وَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ .

১২৬৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-আযদী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আ'স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, ফজরের সালাতের

ওয়াক্ত সূর্যের ঊর্ধাংশের উদয় না হওয়া পর্যন্ত। যুহরের সালাতের ওয়াক্ত মধ্যাকাশ থেকে সূর্য ঢলে আসর না হওয়া পর্যন্ত। আসরের সালাতের ওয়াক্ত সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া এবং তার নিম্নাংশ না যাওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত এবং এশার সালাতের ওয়াক্ত অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

١٢٦٤– حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ لاَ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

১২৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত তামীমী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে, দৈনিক সুখ ভোগের সাথে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

١٢٦٥– حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ.

১২৬৫. যুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এই দুই দিন সালাত আদায় কর। তারপর (প্রথম দিন) সূর্য ঢলে পড়তেই তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। তিনি আযান দিলেন। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যুহরের ইকামাত দিলেন। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন বিলাল (রা) আসরের ইকামাত দিলেন। তখন সূর্য উপরে-অবস্থিত শুভ্র, স্বচ্ছ। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তিনি মাগরিবের ইকামাত দিলেন তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি ইশার ইকামাত দিলেন। তখন শাফাক অদৃশ্য হয়েছে। তারপর নির্দেশ দিলেন। তিনি ফজরের ইকামাত দিলেন। তখন মাত্র সুবহে সাদিক হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় দিন এলে তিনি যুহরের জন্য তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযানের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করলেন এবং তাপ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার পর যুহর আদায় করলেন। তিনি অতঃপর আসর পড়লেন। সূর্য তখনও উপরে, কিন্তু প্রথম দিন অপেক্ষা বিলম্বে। অতঃপর মাগরিব আদায় করলেন-শাফাক অদৃশ্য হওয়ার আগে। তারপর ইশা আদায় করলেন-রাত্রির এক তৃতীয়াংশের পর। তারপর ফজর পড়লেন সুবিহ্

সাদিক ফর্সা হওয়ার পর। তারপর বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। তিনি বললেন, তোমাদের সালাতের সময় এই দুইদিন যা দেখলে তার মাঝখানে।

١٢٦٦- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلاَةَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَمَرَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ شَكَّ حَرَمِيٌّ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ.

১২৬৬. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আর'আরা আস্ সামী (র)......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী-ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে সালাতে উপস্থিত থাকবে। তারপর বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন। তিনি আযান দিলেন ভোরের আঁধারে। তারপর ফজর আদায় করলেন সুবহি সাদিক হলে। তারপর যুহরের আদেশ করলেন সূর্য মধ্য আকাশ থেকে ঢলে পড়লে। তারপর আসরের নির্দেশ দিলেন যখন সূর্য উপরে রয়েছে। তারপর মাগরিবের নির্দেশ দিলেন সূর্য অস্ত যেতেই তারপর এশার নির্দেশ দিলেন শাফাক গায়েব হয়ে গেলে। তারপর দ্বিতীয় দিন তাঁকে আদেশ করলেন। তিনি ফজর আদায় করলেন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর। তারপর তাকে যুহরের আদেশ দিলেন। সূর্যের তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর তা আদায় করলেন। তারপর আসরের নির্দেশ দিলেন শাফাক ডুবে যাওয়ার ক্ষণিক আগে। তারপর তাঁকে ইশার নির্দেশ দিলেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে, হারমী এতে সন্দেহ করেছেন। তারপর যখন ভোর তখন তিনি বললেন, কোথায় জিজ্ঞাসাকারী? তুমি যা দেখলে এর মাঝখানেই সালাত ওয়াক্ত।

١٢٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بَدْرُبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْأً قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُوَ النَّاسُ لاَيَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَخَّرَالْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا

وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْطَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْكَادَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ قَدِاحْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ ثُمَّ اَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ.

১২৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক প্রশ্নকারী এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তখন তার কোনও উত্তর দিলেন না। আবূ মূসা (রা) বলেন, তারপর ফজর আদায় করলেন যখন ফজরের ওয়াক্ত মাত্র প্রতিভাত হলো। আর লোকেরা (অন্ধকারের জন্য) একে অন্যকে চিনতে পারছিল না। তারপর তাকে (বিলালকে) আদেশ করলেন অতঃপর তিনি যুহর আদায় করলেন সূর্য হেলা মাত্র। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, এখন দুপুর হয়েছে মাত্র। অথচ তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন পরে তিনি মাগরিব আদায় করলেন সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন আর তিনি এশা আদায় করলেন শাফাক গায়েব হওয়ার পর। তার পরের দিন ফজরের সালাত বিলম্বিত করলেন এমনকি সালাত শেষ করার পর কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, সূর্য উঠে গেছে কিংবা প্রায় উঠে উঠে। তারপর যুহর দেরী করে আদায় করলেন গত দিনের আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি সময়ে। তারপর আসর এতখানি দেরী করে আদায় করলেন যাতে সালাত শেষে লোকেরা বলছিল যে, সূর্য লাল হয়ে গিয়েছে। তারপর মাগরিবে এতখানি দেরী করলেন যে, শাফাক গায়েব হওয়ার কাছাকাছি সময় এসে গেল। তারপর এশা রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর ভোর হলে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন, ওয়াক্ত এই দুই সীমার মধ্যবর্তী।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بَدْرِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ مُوْسٰى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَائِلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى.

১২৬৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এক প্রশ্নকারী নবী ﷺ-এর কাছে এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করল-পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে দ্বিতীয় দিন মাগরিবের সালাত আদায় করলেন 'শাফাক' গায়েব হওয়ার পূর্বে।

٧٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ.

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসলে যুহর আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا الصَّلَاةَ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১২৬৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়ে যায়, তখন সালাত ঠাণ্ডা করে আদায় করবে। কেননা, তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

١٢٧٠ – وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

১২৭০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের হুবহু অনুরূপ।

١٢٧١ – وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اِنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ وَسَلْمَانَ الْاَغَرِّعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَاكَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْيُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ ذٰلِكَ .

১২৭১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল আয়লী, আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন ঈসা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের দিনে উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা, তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। আমর বলেন, আবূ ইউনুস (র)......আবূ হুরায়রা (রা)-থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় কর। কেননা, গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। আমর বলেন, ইব্‌ন শিহাব ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٢ – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ .

১২৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এই উত্তাপ জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং তোমরা বেলা একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে।

١٢٧٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبْرِدُوْا عَنِ الْحَرِّفِي الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১২৭৩. ইব্‌ন রাফি' (র)......হাম্মাম ইবনুল মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমার নিকট কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের সময় সালাত বেলা একটু ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা, গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

١٢٧٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرِ انْتَظِرْ وَقَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

১২৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মু'আয্‌যিন যুহরের আযান দিলেন। তখন নবী বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও! অথবা বললেন, একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর! আর বললেন, গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। কাজেই যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। আবূ যার (রা) বলেন, তিনি বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম।

١٢٧٥- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ.

১২৭৫. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (শব্দ হারমালা-র) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলল, আয় রব! আমার একাংশ আরেকাংশকে খেয়ে ফেলল। তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। একারণেই তোমরা গ্রীষ্মের প্রখরতা ও ঠাণ্ডার তীব্রতা অনুভব করে থাক।

١٢٧٦- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.

১২৭৬. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন গ্রীষ্ম আসে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করল, তখন তাকে প্রতি বছর দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি গ্রীষ্মকালে।

١٢٧٧– وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَتِ النَّارُ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأْذَنْ لِي أَتَنَفَّسْ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ .

১২৭৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নাম বলল, আয় রব! আমার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলল। আমাকে শ্বাস নেয়ার অনুমতি দিন। তখন তাকে দু'টি শ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং আর একটি গ্রীষ্মকলে। অতএব, তোমরা যে শীত অনুভব কর, তা জাহান্নামের শ্বাস; আর যে গ্রীষ্ম অনুভব কর, তাও জাহান্নামের শ্বাস।

٧٨– بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড রোদ না হলে যুহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٧٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

১২৭৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের সালাত আদায় করতেন।

١٢٧٩– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

১২৭৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতে আমাদের অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পেশ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি।

١٢٨٠- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ عَوْنٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لاَبِيْ اِسْحٰقَ أَفِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفِي تَعْجِيْلِهَا قَالَ نَعَمْ .

১২৮০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও আওন ইব্‌ন সাল্লাম (র)......খাব্‌বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে রোদের প্রচণ্ডতার অভিযোগ পেশ করলাম, তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি। যুহায়র (র) বলেন, আমি আবূ ইসহাক (র) এর কাছে জানতে চাইলাম, তা কি যুহরের সালাত ছিল? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম যুহরের সালাত আগে ভাগে আদায় করার বিষয়ে ছিল কি? তিনি বললেন, হাঁ।

١٢٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১২৮১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে কপাল রাখতে না পারলে সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজ্‌দা দিত।

٧٩-بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْكِيْرِ بِالْعَصْرِ .

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত আগে ভাগে আদায় করা মুস্তাহাব

١٢٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُبْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ .

১২৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন তখন সূর্য উচুঁতে তেজোদীপ্ত থাকত। এরপর কোন কোন লোক মদীনার মহল্লার দিকে গমন করতেন। মহল্লায় পৌছার পরও সূর্য উচুঁতে থাকত। মহল্লায় পৌছার কথাটি কুতায়বা (র) উল্লেখ করেন নি।

١٢٨٣- وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

১২৮৩. হারূন ইব্ন সাঈদ আল আয়লী (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হত।

١٢٨٤– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

১২৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর কেউ কেউ কুবায় যেত, সে গন্তব্যে পৌঁছে যেত অথচ তখনও সূর্য উঁচুতে থাকত।

١٢٨٥– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

১২৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর লোকজন বনী আমর ইব্ন আউফ এর মহল্লায় যেতেন। সেখানে তাদের আসরের সালাতরত অবস্থায় পেতেন।

١٢٨٦– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا .

১২৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, মুহাম্মদ ইবনুস্ সাব্বাহ্, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্‌র (র)......আলা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুহরের সালাত আদায় করে বসরায় আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। তার গৃহটি ছিল মসজিদের পার্শ্বেই। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেলেন, তোমরা আসরের সালাত আদায় করেছ কি? আমরা তাঁকে বললাম, আমরা তো এখনই যুহরের সালাত আদায় করে ফিরছি। তিনি বললেন, তোমরা এখন আসরের সালাত আদায় কর। আমরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। সালাত থেকে আমরা যখন ফিরলাম তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বসে বসে কেউ কেউ সূর্যের অপেক্ষা করে এমনকি সূর্যটি শয়তানের দুই শিং এর মাঝামাঝি আসলে সে দাঁড়িলে চারটি ঠোকর মারে, এতে আল্লাহ্কে সে কমই স্মরণ করে এটা হচ্ছে মুনাফিকের সালাত।

١٢٨٧- وَحَدَّثَنَا مَنْصُوْرُبْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى كُنَّانُصَلِّى مَعَهُ .

১২৮৭. মানসুর ইব্ন আবূ মুযাহিম (র)......আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (র) বলেন, আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর সাথে যুহরের সালাত আদায় করলাম। এরপর বের হয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যেয়ে দেখি তিনি আসরের সালাত আদায় করছেন। আমি বললাম, চাচাজান, এটি কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসর, আর এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাত যা আমরা তাঁর সঙ্গে আদায় করতাম।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ وَاَحْمَدُنُ عِيْسٰى (وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالَ عَمْرُو اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَبْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُوْسٰى بْنَ سَعْدٍ الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَتَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّانُرِيْدُ اَنْ نَنْحَرَ جَزُوْراً لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ اَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُوْرَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ اَكَلْنَا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَقَالَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

১২৮৮. আম্র ইব্ন সাওয়াদ আল আমিরী, মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে বনী সালমার এক ব্যক্তি তাঁর কছে এল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য একটা উট যবেহ্ করার ইচ্ছা করেছি, আমরা চাই যে, আপনি সেখানে তাশরীফ নিবেন। তিনি বললেন আচ্ছা। এরপর তিনি রওনা হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম, আমরা যেয়ে দেখলাম তখনও উটটি যবেহ্ করা হয় নি। এরপর আমরা যবেহ্ করলাম। তাঁর গোশ্ত টুকরো করা হলো, তারপর তা রান্না করা হলো, এরপর সূর্য ডুবে যাবার আগেই আমরা তা খেলাম। মুরাদী (র) বলেন, ইব্ন ওয়াহাব (র) ইব্ন লাহী'আ ও আম্র ইবনুল হারিস (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ .

১২৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আর রাযী (র)......রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আসর আদায় করতাম। এরপর উঠ যবেহ্ করা হত এবং তা দশভাগে বিভক্ত করা হত, এরপর তা রান্না করতাম এবং সূর্য ডুবে যাবার আগেই ভুনা গোশ্‌ত খেতাম।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُوْرَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَهُ .

১২৯০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আওযাঈ (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত, তবে রাবী বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় আসরের সালাত শেষে উট যবেহ্ করতাম, কিন্তু তিনি বলেন নি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম।

٨٠- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ تَفْوِيْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

١٢٩١- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

১২৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যার আসরের সালাত ছুটে যায় তার অবস্থা এমন যে, যেন তার পরিজন ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

١٢٩٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَفَعَهُ .

১২৯২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আম্র আন্-নাকিদ (র)......ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আম্র বলেন, তিনি নবী পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আবূ বাক্র (র) বলেন, এ হাদীসটি মারফূ।

١٢٩٣- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

১২৯৩. হারূন ইব্ন সাঈদ-আল আয়লী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার আসর ছুটে যাবে তার অবস্থা এরূপ যে, যেন তার পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

٨١- بَابُ الدَّلِيْلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلاَةُ الْوُسْطٰى هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত তাদের প্রমাণ

١٢٩٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ الاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَاراً كَمَا حَبَسُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ.

১২৯৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের কবরও ঘরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। কেননা তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে এমনকি সূর্য অস্ত গেল।

١٢٩٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ.

১২৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র আলী মুকাদ্দামী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) হিশাম থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى اٰبَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ نَاراً اَوْبُيُوْتَهُمْ اَوْبُطُوْنَهُمْ (شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوْتِ وَالْبُطُوْنِ).

১২৯৬. ইব্‌নুল মুসান্না, মুহাম্মদ বাশ্‌শার (রা)........আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আদায় থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। এমন কি সূর্য ডুবে গেল। আল্লাহ্ তাদের কবর, গৃহ কিংবা উদর অগ্নিতে পরিপূর্ণ করে দিন। শু'বা (র) 'ঘর নাকি উদর' এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

١٢٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَقَالَ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ (وَلَمْ يَشُكَّ).

১২৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)......কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঘর এবং কবর এতে তিনি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন নি।

١٢٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيٰى سَمِعَ عَلِيًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الاَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ

عَلٰى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ أَوْقَالَ قُبُوْرَهُمْ وَبُطُوْنَهُمْ نَارًا.

১২৯৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও উবায়দুল্লা ইব্‌ন মু'আয (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তিনি খন্দকের কোন এক মুখে বসা ছিলেন। তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে এমনকি সূর্য ডুবে গেল। আল্লাহ্ তাদের কবর ও ঘরকে অগ্নিময় করে দিন। অথবা বলেছেন, কবর ও উদরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন।

١٢٩٩- وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَأَبُوْكُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ..

১২৯৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)......আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দকের দিন বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত-আসরের সালাত থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ তাদের ঘর ও কবরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। এরপর তিনি এ সালাত মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেন।

١٣٠٠- وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّٰى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِاصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا أَوْحَشَا اللّٰهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ..

১৩০০. আওন ইব্‌ন সাল্লাম আল-কূফী (র).........আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আসরের সালাত থেকে বিরত রাখে। এমন কি সূর্য লাল কিংবা হলূদ বর্ণ হয়ে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত থেকে বিরত রাখল। আল্লাহ্ তাদের উদর ও কবরকে অগ্নিময় করে দিন।

١٣٠١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ قَالَ أَمَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّيْ « حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى » قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ « حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى » وَصَلَاةِ الْعَصْرِ « وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ » قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র)......আয়েশা (রা)-এর আযা কৃত গোলাম আবূ ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) কুরআন শরীফের কিছু অংশ লিখে দিতে আমাকে আদেশ করলেন। এবং বললেন, যখন তুমি তোমার সালাতের প্রতি কিছু অংশ লিখে দিতে আমাকে আদেশ করলেন এবং বললেন, যখন "তুমি তোমার সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের" (২ঃ২৩৮) এ আয়াতে পৌছবে তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌছলে তাঁকে অবহিত করলাম, এবং তিনি আমাকে দিয়া লিখালেন- "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাত এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" (২ ঃ ২৩৮) (এরপর) আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

١٣٠٢– حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ « حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ » فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ فَنَزَلَتْ « حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى » فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيْقٍ لَهُ هِيَ اِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ –

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ.

১৩০২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল হান্‌যালী (র)......বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে এবং আসরের সালাতের প্রতি" (২ ঃ ২৩৮) এ আয়াতটি আবতীর্ণ হয়েছে আর আমরা তা পড়েছি যতদিন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এরপর আল্লাহ্ তা রহিত করে দিলেন। এরপর আবতীর্ণ হল, "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের" (২ ঃ ২৩৮)। সে সময়ে এক ব্যক্তি যিনি "শাকীক" এর কাছে বসা ছিলেন তিনি বললেন, তা হলে এ হচ্ছে আসরের সালাত। তখন বারা (রা) বললেন, কি রূপে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং কি ভাবে আল্লাহ্ তা রহিত করে দিলেন আমি তা তোমাকে অবহিত করেছি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আশজাঈ (র)......বারা ইব্‌ন আ'যিব (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা এ আয়াতটি নবী ﷺ -এর সঙ্গে কিছু পর্যন্ত পাঠ করেছি। ফুযায়ল ইব্‌ন মারযূক (র) এর হাদীসের অনুরূপ।

١٣٠٣– وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَوَضَّانَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

১৩০৩. আবূ গাস্‌সান আল-মিসামাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কুরাইশ কাফিরদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারলাম না। অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিও তো ঐ সালাত আদায় করতে পারি নি। এরপর আমরা এক কংকরময় স্থানের দিকে নেমে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন, আমরাও উযূ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের পর আসরের সালাত আদায় করলেন এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

١٣٠٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

১৩৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

٨٢- بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا ..

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া

١٣٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

১৩০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাছে পালাক্রমে একদল ফেরেশ্‌তা রাতে এবং একদাল ফেরেশ্‌তা দিনে আসতে থাকেন এবং তাঁরা উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতে একত্র হন। এরপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিলেন তাঁরা উর্দ্ধলোকে চলে যান। এরপর তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অথচ তিনি তাঁদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত- "তোমরা আমার বান্দাদের কি হালে রেখে এলে?" তখন তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে রেখে আসি তখনও তারা সালাত আদায় করছিলেন আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা আদায় করছিলেন।

١٣٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِى الزِّنَادِ.

১৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ফিরিশ্‌তারা তোমাদের মধ্যে পালাক্রমে আসতে থাকেন। এরপর আবুয্ যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٣-بَابُ بَيَانِ اَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ .

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত

١٣٠٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَقُوْلُ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِىْ الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيْرٌ « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ».

১৩০৭. যুহায়র ইবন হারব (র)........ জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে নযর করে বললেন ঃ ওহে! তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন এ চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে দেখতে গিয়ে পরস্পর ভীড়ের চাপে পড়বে না। যদি তোমরা সক্ষম হও। তোমরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করতে পিছপা হয়ো না। অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত। এরপর জারীর (রা) পাঠ করলেন ঃ এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"। [২০ঃ১৩০]

١٣٠٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَ وَكِيْعٌ بِهٰذَا اْلاِسْنَادِ وَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَاتَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيْرٌ .

১৩০৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ উসামা ও ওয়াকী (র) আমার কাছে এই সনদে রিওয়ায়াত বর্ণনায় বলেন যে, তিনি বলেন ঃ জেনে রেখ, অচিরেই তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পেশ করা হবে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে; যেমন দেখতে পাচ্ছ এ চাঁদকে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর পাঠ করেন। এবং তিনি জারীরের নাম উল্লেখ করেন নি।

١٣٠٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ .

১৩০৯. আবূ বাক্র ইব্ন শায়বা (র) আবূ কুরায়ব ও ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)......আবূ বাক্র ইব্ন উমার ইব্ন রুয়াইবা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন বসরাবাসী এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন হাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলল, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বকর্ণে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি এবং আমার হৃদয়ে তা গেঁথে রেখেছি।

١٣١٠- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ اَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَاَنَا اَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ .

১৩১০. ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্ দাওরাকী (র)......ইব্ন উমারা ইব্ন রুয়াইবা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন তাঁর কাছে বাসরাবাসী একলোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কি নবী ﷺ থেকে একথা শুনেছেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি। লোকটি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি নবী ﷺ -কে তা বলতে শুনেছি সে স্থানে যে স্থানে আপনি তাঁর থেকে শুনেছেন।

١٣١١- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ اَبِي بَكْرٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১৩১১. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আল-আযদী (র)........আবূ বাক্র (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শান্ত-স্নিগ্ধ দুই সময়ে সালাত অর্থাৎ ফজর ও আসর আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٣١٢- حَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَنَسَبَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالاَ ابْنُ اَبِي مُوسَى .

১৩১২. ইব্ন আবূ উমর, ইব্ন খিরাশ (র) হাম্মাম (র) সূত্রে বর্ণিত উক্ত সনদে উভয় রাবী আবূ বাক্র (র)-এর পিতার নাম উল্লেখ করে বলেন যে, আবূ বাক্র ইব্ন মূসা।

١٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

১৩১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......সালামা ইব্‌নুল আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ডুবে গেলে এবং পর্দার অন্তরালে চলে গেলে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

١٣١٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ النَّجَاشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

১৩১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহরান আর রাযী (র)......রাফি' ইব্‌ন খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম এমন সময়ে যে, আমাদের কেউ ফিরে যেত এবং নিক্ষিপ্ত তীর যে স্থানে পৌঁছত সে স্থান দেখতে পেত।

١٣١٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ بِنَحْوِهِ .

১৩১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র).....রাফী ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম (উপরে বর্ণিত হাদীসে) অনুরূপ।

٨٣- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَاخِيْرِهَا.

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ এশার সময় ও তাতে দেরী করা

١٣١٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرُوَ بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِيْ تُدْعَى الْعَتَمَةُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِاَهْلِ الْمَسْجِدِ حِيْنَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَايَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَالِكَ قَبْلَ اَنْ يَفْشُوَالْاِسْلَامُ فِي النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَكَرَلِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْزُرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ وَذَالِكَ حِيْنَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

১৩১৬. আম্‌র ইব্‌ন সাওয়াদ আমিরী ও হার্‌মালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাত, যাকে আতামা বলা হতো. দেরী করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ততক্ষণ বের হন নাই, যতক্ষণ না উমার (রা) বললেন যে, মহিলা ও বালকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এসে মসজিদের লোকদের বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। এটি ছিল সেই সময়ের ঘটনা, যখন মানুষের মধ্যে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে

পড়েনি। হারমালা তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এটি তখনই বলেছিলেন, যখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উচ্চঃস্বরে আহবান করেছিলেন।

١٣١٧- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذُكِرَ لِيْ وَمَا بَعْدَهُ .

১৩১৭. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইবনুল-লায়স (র)......ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে যুহরী (র) এ কথা উল্লেখ করেন নি যে, 'আমাকে বলা হয়েছে' এবং তার পরবর্তী অংশ।

١٣١٨- حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوْا جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى فَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ .

১৩১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, হাজ্জাজ ইবনুশ শাঈর, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এশার সালাতে) দেরী করেন। এমনকি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। যারা মসজিদে ছিল তারও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, এই সালাতের প্রকৃত সময়, যদি না আমি আমার উম্মাতের জন্য একে কষ্টকর বলে মনে করতাম। আবদুর রায্‌যাকের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "যদি আমার উম্মাতের উপর তা কষ্টকর না হতো"।

١٣٩١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِيْ اَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِيْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلّٰى .

১৩১৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা শেষ এশার সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপেক্ষায় ছিলাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন। আমরা

জানতাম না যে, জরুরী কোন কাজ তাঁকে তাঁর গৃহে ব্যস্ত রেখেছিল, না অন্য কোন কাজে তিনি মশগুল ছিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা এমন এক সালাতের অপেক্ষা করছ, যার জন্য তোমরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা করে নি। আমার উম্মাতের উপর যদি তা ভারী না হতো, তাহলে তাদের নিয়ে এই সময়ই সালাত আদায় করতাম। তারপর তিনি মু'আয্যিনকে আদেশ দিলেন। সে সালাতের ইকামত দিল এবং তিনি সালাত আদায় করলেন।

١٣٢٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ.

১৩২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ এশার সালাতের সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সালাতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি, আবার ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এই রাতে এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না।

١٣٢١- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرٰى بِالْخِنْصَرِ

১৩২১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' আবদী (র)...... সাবিত(রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আনাস (রা) কে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর আংটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মাঝ রাত পর্যন্ত অথবা মাঝ রাত অতিবাহিত হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এশার সালাত বিলম্ব করেন। এরপর তিনি এসে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় ছিলে, ততক্ষণ তোমরা সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য হবে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর রূপার আংটির চমক দেখছিলাম এবং তখন তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল উঠিয়েছিলেন।

١٣٢٢- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً حَتّٰى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ

১৩২২. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শাঈর (রা)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমনকি মাঝ রাতের কাছাকাছি সময় হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। তখন আমি যেন তাঁর হাতের রূপার আংটির চমক দেখছিলাম।

١٣٢٣- وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

১৩২৩. আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাব্বাহ্ আল-আত্তার (র).......কুর্‌রা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে "তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন" অংশটি উল্লেখ করেন নি।

١٣٢٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَصْحَابِىَ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِىَ فِى السَّفِيْنَةِ نُزُوْلاً فِىْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ اَبُوْمُوْسٰى فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَصْحَابِىْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِىْ اَمْرِهِ حَتّٰى اَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ اُعْلِمُكُمْ وَاَبْشِرُوْا اَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ يُصَلِّىْ هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ اَوْقَالَ مَاصَلّٰى هٰذِهِ السَّاعَةَ اَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَنَدْرِىْ اَىَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَامِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩২৪. আবূ আমির আল আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সঙ্গীরা যাঁরা নৌকায় করে আমার সাথে এসেছিল, মদীনার একটি কংকরময় প্রান্তরে অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একদল প্রত্যেক রাতে এশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পালাক্রমে আসত। আবূ মূসা (রা) বলেন, একরাতে আমি ও আমার কতিপয় সাথী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কাজে কাজে মশগুল ছিলেন। ফলে এশার সালাতে দেরী করলেন। এমনকি অর্ধরাত্রি হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা নিজ জায়গায় থাক, আমি তোমাদের বাতলিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউই সালাত আদায় করছে না অথবা তিনি বললেন, তোমরা ছাড়া কেউই এ সময় সালাত আদায় করে নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক করে বলতে পারছি না, তিনি এই দু'টি বাক্যের কোনটি বলেছিলেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা শুনে আনন্দের সাথে ফিরে এলাম।

١٣٢٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَىُّ حِيْنَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنْ اُصَلِّى الْعِشَاءَ الَّتِىْ يَقُوْلُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ اِمَامًا وَخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتّٰى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلٰوةُ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهٗ مَاءً وَاضِعًا يَدَهٗ عَلٰى شِقِّ رَأْسِهٖ قَالَ لَوْلَا اَنْ يَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا كَذَالِكَ قَالَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهٗ عَلٰى رَأْسِهٖ كَمَا اَنْبَاَهُ ابْنُ عَبَّسٍ فَبَدَّدَلِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهٖ عَلٰى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامُهٗ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّايَلِى الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَايُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَىْءٍ اِلَّا كَذٰلِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ ذُكِرَ لَكَ اَخَّرَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ قَالَ لَا اَدْرِىْ قَالَ عَطَاءٌ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اُصَلِّيَهَا اِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ فَاِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذٰلِكَ خِلْوًا اَوْعَلَى النَّاسِ فِى الْجَمَاعَةِ وَاَنْتَ اِمَامُهُمْ فَصَلِّهَا وَسَطًا لَامُعَجَّلَةً وَلَامُؤَخَّرَةً .

১৩২৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......ইব্ন জুরায়জ (রা) বলেন যে, আমি আতা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নিকট কোন্ সময়টি উত্তম যে, আমি একাকী বা জামা'আতে ইশার সালাত আদায় করব, যাতে লোকেরা আতামা বলে? আতা বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ একরাতে এশার সালাতে উপস্থিত হতে দেরী করেন। এমন কি লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে উঠে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে উঠে। তারপর উমার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্ সালাত! আতা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এলেন, আমি এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে, তখন তাঁর হাত তাঁর মাথার একপাশে রাখা ছিল। আর তিনি বললেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের এই সময় সালাত আদায় করতে আদেশ দিতাম। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা'র কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে তাঁর মাথার উপর হাত রেখেছিলেন এবং ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর কাছে কিভাবে বর্ণনা করেছেন? তখন আতা তাঁর আঙ্গুলগুলো কিছুটা ফাঁক এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো মাথার উপরিভাগে রাখেন। তারপর এভাবে আঙ্গুল টেনে আনেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারার দিকের কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে। এরপর হাত নিয়ে আসেন কানপউহ ও দাড়ির পার্শ্ব পর্যন্ত। তিনি 'চিপ'ও দেননি, কিছুতে ধরেনও নি, কেবল এভাবে নিয়ে আসেন। ইব্ন জুরায়জ বলেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ রাতে ইশার সালাত কতক্ষণ বিলম্ব করে আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, আমি জানি না, আতা বলেন, আমি এটাই পছন্দ করি যে, একাকিই হই বা ইমাম হিসাবে আদায় করি এশার সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করি, যেরূপ দেরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদায় করেছিলেন। একাকী আদায় করার সময় দেরী করা যদি তোমার জন্য কষ্টকর হয় অথবা জামা'আতে পড়া অবস্থায় যদি লোকদের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে মধ্যম সময়ে এই সালাত আদায় করবে। তাড়াতাড়িও করবে না অথবা বেশী দেরীও করবে না।

١٣٢٦– حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ .

১৩২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার শেষ সালাত দেরী করে আদায় করতেন।

١٣٢٧– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلاَتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلاَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلاَةَ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كَامِلٍ يُخَفِّفُ .

১৩২৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল আল জাহ্দারী (র)......জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের মতই সালাত আদায় করতেন; তবে এশার সালাত তোমাদের চাইতে একটু দেরী করে আদায় করতেন এবং সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন। আবূ কামিলের অপর এক বর্ণনায় يُخِفُّ এর স্থলে يُخَفِّفُ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٢٨– وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ اَلاَ اِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالْاِبِلِ .

১৩২৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন আবূ উমার (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, বেদুঈনরা যেন তোমাদের সালাতের নামকরণে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। স্মরণ রেখো, এ সালাতের নাম এশা। বেদুঈনরা সে সময় উটের দুগ্ধ দোহন করে বলে একে 'আতামা' নামে অভিহিত করত।

١٣٢٩– وحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَاِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ وَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلاَبِ الْاِبِلِ .

১৩২৯. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বেদুঈনরা যেন তোমাদেরর এশার সালাতের নামকরণে প্রধান্য লাভ না করে। কেননা আল্লাহর কিতাবে একে এশা নামে অভিহিত করা হয়েছে; কিন্তু বেদুঈনরা সে সময় উটের দুগ্ধ দোহনে বিলম্ব করে বলে একে 'আতামা' বলে।

٨٥-بَابُ اِسْتِحْبَابَ التَّبْكِيْرِ بِالصُّبْحِ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْهَا .

৮৫. অনুচ্ছেদঃ ফজরের সালাত প্রত্যূষে প্রথম ওয়াক্তে যাকে 'তাগলীস্' বলা হয় আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ لاَيَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ .

১৩৩০. আবূ বার ইব্ন আবূ শায়বা, আম্র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যে, মু'মিন মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরতেন নিজ নিজ চাদর গায়ে জড়িয়ে এবং কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারত না।

١٣٣١- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ.

১৩৩১. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা)......নবী ﷺ এ সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ফজরের সালাতে শরীক হতেন। তারপর নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন বিধায় তাদেরকে চেনা যেতো না।

١٣٣٢- وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَاِسْحٰقُ ابْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ فِيْ رِوَايَتِهِ مُتَلَفِّفَاتٍ .

১৩৩২. নাসর্ ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও ইসহাক ইব্ন মূসা আল–আনসারী (র)......আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেতেন, কিন্তু অন্ধকার হেতু তাদেরকে চেনা যেতো না। আনসারী তাঁর অপর এক বর্ণনায় مُتَلَفِّعَاتٍ এর স্থলে مُتَلَفِّفَاتٍ বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَاَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ اِذَا رَاٰهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ قَدْاَبْطَأُوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوْا اَوْ (قَالَ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ .

১৩৩৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ মদীনায় উপস্থিত হলে আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) কে (সালাতের সময় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লেই যুহরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যের আলো পরিষ্কার থাকা অবস্থাতেই আসরের সালাত আদায় করতেন, সূর্য ডুবলেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন এবং এশার সালাত কখনো দেরী করে আবার কখনো ত্বরান্বিত করে আদায় করতেন। যখন দেখতেন যে, লোকজন সমবেত হয়েছে তখন ত্বরায় করে নিতেন। আর যখন দেখতেন যে, লোকদের দেরী হচ্ছে তখন তিনিও বিলম্ব করতেন। আর ফজরের সালাত সাহাবাগণ অথবা রাবী বলেছেন নবী ﷺ অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

١٣٣٤- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ مُحَمَّدَبْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ فَسَئَلْنَا جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ .

১৩৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (রা)......মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ সালাত দেরী করে আদায় করতেন। অতঃপর আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সালাতের সময় সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٣٣٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَسْئَالُ اَبَابَرْزَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا اَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَسْئَالُهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ لاَ يُبَالِيْ بَعْضَ تَاْخِيْرِهَا قَالَ يَعْنِى الْعِشَاءَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَيُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا قَالَ شَعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَئَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَالْمَغْرِبَ لاَاَدْرِى اَيَّ حِيْنٍ ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ جَلِيْسِهِ الَّذِيْ يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

১৩৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)......সায়্যার ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাতে সম্পর্কে আবূ বারযা (রা) কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি নিজেই শুনেছেন? সায়্যার বলেন, আমি যেন এই মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছি। এরপর সায়্যার বলেন, আমি আমার পিতাকে আবূ বারযা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। আবূ বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সালাত অর্থাৎ এশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তবে এশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যেতে এবং পরে আলোচনায় মশগুল হতে অপসন্দ করতেন। শু'বা বলেন, এরপর আমি আবু বারযা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ত। আসরের সালাত আদায় করতেন, যখন সালাত শেষে কোন ব্যক্তি মদীনার শেষ প্রান্তে চলে যেত এবং সূর্য তখনো সজীব থাকত। শু'বা বলেন, পরে আমি আবার আবূ বারযা (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, সালাত শেষ করে মুসল্লী যখন ফিরে বসত, তখন সামনে বসা লোকটি পরিচিত হলে তাকে চিনতে পারত। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَابَرْزَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيُبَالِيْ بَعْضَ تَاْخِيْرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لاَيُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً اُخْرٰى فَقَالَ اَوْثُلُثِ اللَّيْلِ .

১৩৩৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)......আবূ বারযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশা'র সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি এশা'র সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং সালাতের পরে গল্পগুজব করাকে পসন্দ করতেন না। রাবী শু'বা বলেন, এরপর আমি আবার আমার উস্তাদের সংগে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন। অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

١٣٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ اِلَى ثُلُثِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَاوَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ اِلَى السِّتِّيْنَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِيْنَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ .

১৩৩৭. আবূ কুরায়ব (র)......আবূ বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতেন। এশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা তিনি অপসন্দ করতেন। ফজরের সালাতে তিনি ষাট-থেকে একশ' আয়াত পাঠ করতেন। এমন সময় সালাত শেষ করতেন, যখন আমরা একে অপরের চেহারা চিন্‌তে পারতাম।

٦٨-بَابُ كَرَاهِيَةِ تَاخِيْرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَايَفْعَلُهُ الْمَأْمُوْمُ اِذَا أَخَّرَهَا الْاِمَامُ

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরূহ্ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে

١٣٣٨-حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِى اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَاكَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا اَوْيُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِى قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفُ عَنْ وَقْتِهَا .

১৩৩৮. খালাফ ইব্ন হিশাম, আবু'র রাবী আয যাহরানী ও আবূ কামিল আল-জাহদারী (র).......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, যখন তোমার উপর এমন সব আমীর হবেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় ফাওত করে সালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবূ যার (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি সালাত যথা সময়ে আদায় করে নিবে। তারপর তাদের সঙ্গে যদি পাও তবে তুমি আবার আদায় করে নিবে এবং এ হবে তোমার জন্য নফল। বর্ণনাকারী খালাফ তাঁর বর্ণনায় عَنْ وَقْتِهَا শব্দ উল্লেখ করেন নি।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلاَّ كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ .

১৩৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যার! আমার পরে এমন সব শাসক আসবে, যারা সালাতকে মেরে ফেলবে। তখন তুমি তোমার সালাত যথাসময়ে আদায় করে নিবে। আর সময়মত যদি তাদের সঙ্গে পড়তে পার, তবে তা হবে তোমার জন্য নফল। নতুবা তুমি তো তোমার সালাত হিফাযত করেই ফেলেছ।

١٣٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ اَوْصَانِىْ اَنْ اَسْمَعَ وَاُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ وَاَنْ اُصَلِّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَاِلاَّ كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً .

১৩৪০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)........আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল (বন্ধু) ﷺ আমাকে এই অসিয়্যত করেছেন যে, আমি যেন (আমীরের) কথা শুনি ও মানি, যদিও তিনি হাত-পা কাটা দাস হন এবং আমি যেন যথাসময়ে সালাত আদায় করি। অতএব যদি দেখতে পাও যে, লোকেরাও সালাত আদায় করে ফেলেছে, তাহলে তুমি তো তোমার সালাত আদায় করেই নিয়েছ। অন্যথায় (তুমি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করলে) তা তোমার জন্য নফল হবে।

١٣٤١– وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِي كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ .

১৩৪১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল- হারিসী (র)........আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরু স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি করবে, যখন এমন এক সমাজে থাকবে যারা যথাসময় থেকে বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে? আবূ যার (রা) বললেন, আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যথাসময় সালাত আদায় করে নিজের প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে। এরপর যদি সালাতের ইকামত হয় এবং তুমি মসজিদে উপস্থিত থাক, তাহলে তুমিও সালাত আদায় করে নিবে।

١٣٤٢– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي .

১৩৪২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......আবূল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন ইব্‌ন যিয়াদ সালাত আদায়ে দেরী করলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবনু'স সামিত (রা) আমার কাছে আসলেন। আমি তার জন্য একটি কুরসী রাখলাম। এবং তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁর কাছে ইব্‌ন যিয়াদের এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। (তা শুনে) তিনি তাঁর ঠোঁটে কামড় দিলেন এবং আমার রানে হাত মেরে বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, আমিও তেমনি আবূ যার (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আর তিনিও আমার রানে হাত মেরে যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি-বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করেছিলাম, যেমনভাবে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ এবং তিনিও আমার রানে হাত মেরেছিলেন। যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি সালাত যথাসময় আদায় করে নাও। তারপর যদি তাদের সঙ্গে সালাত পাও তাহলে তুমিও আদায় করে নিও। আর এমন বলো না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, তাই আবার সালাত আদায় করব না।

١٣٤٣- وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ .

১৩৪৩. আসিম ইবনু'ন নায্‌র আত তায়মী (র)......আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা এমন এক সমাজে থাকবে যারা যথাসময় থেকে বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে, তখন কি করবে? অথবা বলেছেন, তুমি কি করবে? অতঃপর বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। এরপর যদি সালাতের ইকামাত হয়, তাহলে তাদের সঙ্গেও সালাত আদায় করবে এবং তা হবে তোমার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব।

١٣٤٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ صَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ .

১৩৪৪. আবূ গাস্‌সান আল-মিস্‌মাঈ (র)......আবুল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু'স সামিতকে বললাম, আমরা জুমু'আর দিন এমন শাসকদের পেছনে সালাত আদায় করি, যারা বিলম্ব করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনু'স সামিত (রা) আমার রানে এমন হাত মারলেন যে, আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, আমিও আবূ যার (রা)-এর নিকট সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি আমার রানে হাত মেরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা যথাসময়ে সালাত আদায় করে নিও এবং তাদের সঙ্গে আদায়কৃত সালাতকে নফল ধরে নিও। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্ (র) অপর এক বর্ণনায় বলেছেন, "আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী ﷺ আবূ যার (রা)-এর রানে হাত মেরেছিলেন।"

٨٧- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا .

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা

١٣٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .

১৩৪৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো একাকী সালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে পড়ার ফযীলত পঁচিশগুণ বেশী।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِى الْجَمِيْعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً قَالَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ اقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا».

১৩৪৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কারো একাকী সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশী। তিনি বলেন, রাতের এবং দিনের ফিরিশ্‌তারা ফজরের সালাতে এসে একত্রিত হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে, (প্রমাণ স্বরূপ) এই আয়াতটি পাঠ কর ঃ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

"আর (কায়েম কর) ফজরের সালাত, কেননা ফজরের সালাত (একত্রে) উপস্থিত হওয়ার সময়"।

١٣٤٧- وَحَدَّثَنِىْ أَبُوْبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْا أَيْمَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ وَأَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا .

১৩৪৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (রা).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি। তবে এই বর্ণনায় خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً এর পরিবর্তে بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে।

١٣٤٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ .

১৩৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, জামা'আতে সালাত একাকী সালাতের পঁচিশ গুণ সমান।

١٣٤٩- حَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوَارِ أَنَّهُ بَيْنَاهُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً يُصَلِّيْهَا وَحْدَهُ .

১৩৪৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমামের সঙ্গে একবার সালাত আদায় করা একাকী পঁচিশবার সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম।

١٣٥٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)........ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জামা'আতে সালাত আদায় করার মর্যাদা একাকী সালাত আদায়ের চাইতে সাতাশ গুণ বেশী।

١٣٥١– وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ .

১৩৫১. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)......ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের সাতাশ গুণ বেশী।

١٣٥٢–وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رِوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫২. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) উপরোক্ত সনদে ইব্ন নুমায়র (র)......তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা, করেন, 'বিশগুণ থেকে কিছু বেশী; এবং আবূ বাক্র (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন, সাতাশ গুণ।

١٣٥٣–وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَفِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ .

১৩৫৩. ইব্ন রাফি' (র)........ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, বিশ থেকে কিছু বেশী।

١٣٥٤–وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَ نَاسًافِيْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرَبِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءِ .

১৩৫৪. আম্র আন্ নাকিদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সালাতে কোন কোন লোককে অনুপস্থিত পান। তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোন একজনকে এই মর্মে আদেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুক এবং আমি তাদের পিছনে যাই, যারা সালাতে আসেনি। তারপর আমি নির্দেশ দেই যে, তাদের ঘর কাঠের আঁটি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। তারা যদি জানত যে, এখানে আসলে উটের গোশ্ত ভর্তি মোটা হাঁড় পাওয়া যাবে, তবে নিশ্চয়ই এই সালাতে অর্থাৎ এশার সালাতে উপস্থিত হত।

١٣٥٥–حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا وَلَوْحَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

১৩৫৫. ইব্‌ন নুমায়র (র), আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সব চাইতে ভারী সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি এই দুই সালাতে কী মর্যাদা আছে জানতে পারত, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এ দুই সালাতে উপস্থিত হত। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, আমি সালাত সম্পর্কে আদেশ করি যে, ইকামত দেওয়া হোক। এরপর একজনকে নির্দেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত কায়েম করুক। তারপর আমি লাকড়ীর বোঝা সহ একদল লোক নিয়ে সেই সব লোকের ঘরে চলে যাই যারা সালাতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদের ঘর আগুন দিয়ে তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেই।

١٣٥٦–وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِيْ أَنْ يَسْتَعِدُّوْا إِلَيَّ بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوْتُ عَلَى مَنْ فِيْهَا

১৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি মনস্থ করি যে, আমি আমার যুবকদেরকে লাকড়ীর আঁটি আমার জন্য প্রস্তুত করে দেয়ার নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দেই যে, সে লোকদের সালাত কায়েম করে। এরপর যারা (জামা'আতে শরীক না হয়ে) গৃহে বসে থাকবে, তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

١٣٥٧–وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَبْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১৩৫৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) আবূ কুরায়ব (র)ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥٨–وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ .

১৩৫৮. আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঐ সমস্ত লোক যারা জুমু'আয় শামিল হয় না তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমি মনস্থ করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেই, আর যারা জুমু'আয় শামিল হয় না, সে সব লোকসহ তাদের ঘর তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

١٣٥٩–وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَسُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ وَيَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِىُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَصَمَّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ .

১৩৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র), সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ও ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এমন কোন লোক নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাওয়াল করলেন যে, তাকে তার ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হোক। অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে তুমি (জামা'আতে) হাযির হবে।

١٣٦٠–حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ اِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْمَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلَاةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ .

১৩৬০. আবু বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, আমরা দেখেছি যে, সেই সমস্ত মুনাফিক, যাদের মুনাফিকী সম্পর্কে জানাজানি হয়ে পড়েছিল এবং রোগী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ জামা'আতে অনুপস্থিত থাকে না, যে সব রোগী দুই জনের কাঁধে ভর করে চলতে সক্ষম তারাও জামা'আতে শরীক হতো। তারপর

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন। এই সকল পথের একটি হলো, সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেয়া হয়েছে।

١٣٦١–قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ.

১৩৬১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যক্তি পসন্দ করে যে কাল বিচার দিবসে সে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্ সাক্ষাত লাভ করবে, তার উচিত এই সালাত সমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সালাতের জন্য আহবান করা হয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সালাত হলো হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল সালাত ঘরে আদায় কর, যেমন একদল লোক জামা'আত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ্ হয়ে যাবে। যে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে তার প্রত্যেক কদমের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ্ মাফ করা হবে । তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামা'আত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখি নি। অনেক লোক দু' জনের কাঁধে ভর করে হেচঁড়িয়ে হেচঁড়িয়ে মসজিদে আসত এবং তাদের সারিতে দাঁড় করিয়া দেয়া হত।

١٣٦٢–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِى فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّاهٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ.

১৩৬২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবু'শ্ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একদিন আবূ হুরায়রা (রা) এর সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। মু'আয্যিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রা) তাকে তাকিয়ে দেখলেন ও অনুসরণ করলেন। তারপর লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ -এর কথার নাফরমানী করল।

١٣٦٣-وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (هُوَابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عُمَرَبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَرَاٰى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدِ خَارِجًا بَعْدَ الاَذَانِ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ.

১৩৬৩. ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী (র)......আবূ'শ শা'সা আল-মুহারিবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আযানের পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ -এর নাফরমানী করল।

١٣٦٤-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَاابْنَ اَخِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

১৩৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).....আবদুল রহমান ইব্‌ন আবূ আমরা (র) বলেন, একদিন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) মাগরিবের সালাতের পর মস্‌জিদে প্রবেশ করেন এবং একাকী বসে থাকেন; তখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি জামা'আতে ফজরের সালাত আদায় করল সে যেন সারা রাত সালাত আদায় করল।

١٣٦٥-وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الاَسَدِيُّ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৩৬৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)......আবূ সাহ্‌ল উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٦٦-وَحَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبُّهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ.

১৩৬৬. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)......আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায় রইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তোমাদের কারো কাছে কিছু চান না। এমন হবে না যে, তোমাকে ধরে তিনি আধো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

١٣٦٧- وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ‏.‏

১৩৬৭. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আত-দাওরাকী (র)......আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্‌দুব আল-কাসরী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় রয়ে গেল। তখন তার আশ্রয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কারো কাছে কিছু চাইবেন না; কিন্তু যার যিম্মার ব্যাপারে তিনি চাইবেন, সে আধো মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

١٣٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ‏.‏

১৩৬৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ানের সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ এর উল্লেখ নেই।

٨٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওযরবশতঃ জামা'আতে শরীক না হওয়া

١٣٦٩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلًّى فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ فَاِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ لِلْمُنَافِقِيْنَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الاَنْصَارِىَّ وَهُوَ اَحَدُ بَنِىْ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ ‏.

১৩৬৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........মাহমূদ ইব্‌নুল রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি একজন আনসারও ছিলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি (সালাতে) আমার গোত্রের ইমামতি করি। তখন আমি তাদের (সালাতের জন্য) মসজিদে আসতে পারি না। অতএব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমার ঘরে আসবেন এবং আমার ঘরের কোন একটি অংশে সালাত আদায় করবেন। আর আমি সেই স্থানটি আমার মুসাল্লা হিসাবে ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইনশআল্লাহ্ শীঘ্রই আমি তা করব। ইতবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরদিন দ্বিপ্রহরে আবু বাক্‌র (রা) কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে আসেন এবং প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন অংশে আমার সালাত আদায় পছন্দ কর? তখন আমি আমার ঘরের একটি কোণের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বললেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। ইতবান (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য শিরনী পাক করেছিলাম। এই জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার অন্যান্য প্রতিবেশীরাও এসে একত্রিত হলো। এ সময় তাদের মধ্যে একজন বলল, মালিক ইব্‌ন দাখ্‌শান কোথায়? কেউ বলল, সে তো মুনাফিক, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপ বলবে না। কেননা তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌কে রাযী করার উদ্দেশ্যে সে'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে? রাবী বলেন ঃ উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেই তা ভাল জানেন। এক ব্যক্তি বলল, আমরা তো মুনাফিকদের প্রতিই তাঁর প্রীতি ও সহানুভূতি দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমি হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারী, যিনি সালিম গোত্রের লোক ছিলেন, তাঁকে মাহমুদ ইব্‌নু'র রাবী (রা)-এর হাদীসটি সম্পর্কে করেছিলাম। তিনি হাদীসটির যথার্থতা স্বীকার করেছেন।

١٣٧. ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ رَبِيْعٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ اَوِ الدُّخَيْشِنِ وَزَادَ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ مَحْمُوْدٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَفَرًا فِيْهِمْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىُّ فَقَالَ مَا اَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَحَلَفْتُ اِنْ رَجَعْتُ اِلَى عِتْبَانَ اَنْ اَسْئَلَهُ قَالَ

فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ اِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَائِضُ وَاُمُوْرٌ نَرٰى اَنَّ الاَمْرَ انْتَهٰى اِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَغْتَرَّ فَلاَ يَغْتَرَّ .

১৩৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম তারপর তিনি ইউনুস এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই কথাগুলো বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইব্‌ন দাখ্‌শান কোথায়? মাহমূদ ইব্‌নুর রাবী (রা) বলেন, আমি এই হাদীসটি অনেকের কাছে বর্ণনা করেছি। তাদের মধ্যে আবূ আইউব আনসারী (রা) ও শামিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এইরূপ বলেন নি। তখন আমি কসম করে বললাম, আমি ইতিবানের কাছে যাব এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তারপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে খুবই বৃদ্ধা দেখতে পেলাম। তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাঁর গোত্রের ইমাম ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম এবং হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সেই রকমই বললেন, যে রকম আমি প্রথম বর্ণনা করেছি। যুহরী (র) বলেন, এরপর আল্লাহ্‌র বহু আদেশ নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার জানা আছে। অতএব যে ব্যক্তি ধোঁকায় পড়তে না চায় সে তা থেকে বেঁচে থাকবে।

١٣٧١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِبْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ اِنِّيْ لاَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِيْ دَارِنَا قَالَ مَحْمُوْدٌ فَحَدَّثَنِيْ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَصَرِيْ قَدْسَاءَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهِ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَشِيْشَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُوْنُسَ وَمَعْمَرٍ.

১৩৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......মাহমূদ ইব্‌নুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই কুলির কথা এখনও স্মরণ আছে, যেটি তিনি আমাদের ঘরে বালতি থেকে (আমার উপর) ঢেলেছিলান। মাহমূদ (র) বলেন, ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর তিনি সমুদয় হাদীসটি এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, এরপর আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য বিলম্ব করলাম, ঐ শিরনীর জন্য যা আমরা তাঁর জন্য তৈরী করেছিলাম। তিনি ইউনুস ও মা'মার (র) থেকে বর্ণিত পরবর্তী অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন নি।

٨٩. بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِيْ النَّافِلَةِ وَالصَّلاَةِ عَلٰى حَصِيْرٍ وَ خُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ.

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামায ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় করা

١٣٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَأُصَلِّي لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৩৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তারপর আমি আমাদের চাটাইয়ের জন্য উঠলাম, যা দীর্ঘ দিন ব্যবহারের কারণে কাল হয়ে গিয়াছিল। আমি তা পানি ছিটিয়ে ধুয়ে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটির উপর দাঁড়ালেন। আমি আর ইয়াতীম বালক তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধাও আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

١٣٧٣– وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَأَبُو الرَّبِيْعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ.

১৩৭৩. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ও আবুর-রাবী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কখনো তিনি আমাদের ঘরে থাকাকালে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে পড়ত। তিনি আমাদের সেই বিছানা সম্পর্কে, যাতে তিনি বসাছিলেন, আদেশ করতেন, তখন তা ঝেড়ে তাতে পানি ছিটিয়ে দেয়া হতো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইমাম হতেন এবং আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর আমাদের নিয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের বিছানা খেজুর পাতার তৈরী ছিল।

١٣٧٤– حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُوْمُوْا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ (فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ) فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَالِيْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِيْ اٰخِرِ مَا دَعَالِيْ بِهِ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ.

১৩৭৪. যুহায়রা ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আমাদের এখানে আসলেন। ঘরে আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। (সে সময় কোন সালাতের ওয়াক্ত ছিল না)। তখন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এক ব্যক্তি সাবিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনাসকে কোথায় দাঁড় করিয়েছিলেন? বললেন, তাঁর ডান পার্শ্বে। তারপর তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। আমার মা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এইটি আপনার ক্ষুদ্র খাদিম, তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে একটু দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন, যার শেষাংশে এইরূপ ছিল, ইয়া আল্লাহ্! তাঁর ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং তাতে বরকত দান কর।

١٣٧٥– وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِاُمِّهِ اَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَاَقَامَ الْمَرْاَةَ خَلْفَنَا وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ.

১৩৭৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এবং তাঁর মা কিংবা খালাকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড় করালেন এবং মহিলাকে আমাদের পেছনে দাঁ করালেন। ---মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلٰى خُمْرَةٍ.

১৩৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন, আর আমি তাঁর পার্শ্বেই ছিলাম। তিনি সিজদায় গেলে কখনো কখনো তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেতো। তিনি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছিলেন।

١٣٧٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

১৩৭৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তার উপর সিজ্‌দা করছিলেন।

٩٠- بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَفَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا.

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণ ও যাতায়াতের ফযীলত

١٣٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

১৩৭৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা তার ঘরে বা বাজারে সালাত আদায়ের চাইতে বিশ গুণের অধিক ফযীলত রয়েছে। কারণ যখন তাদের কেউ উযূ করে, এরপর মসজিদে আসে, একমাত্র সালাতের জন্যই উঠে আসে। সালাত ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য রাখে না। তখন যে কদম উঠায় তার জন্য তাকে একটি ফযীলত দেওয়া হয় এবং তার থেকে একটি গুনাহ্ মোচন করা হয়, যে পর্যন্ত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর যখন মসজিদে প্রবেশ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের অপেক্ষায় থাকতে হয় ততক্ষণ সে সালাতে রত গণ্য হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের স্থানে বসে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকবে যে, "ইয়া আল্লাহ্! তার প্রতি দয়া কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তুমি তার তাওবা কবুল কর, যতক্ষণ না সে অপরকে কষ্ট দেয় এবং অপবিত্র না হয়"।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

১৩৭৯. সাঈদ ইব্ন আম্র আল-আশ্'আসী (র), মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাইয়ান (র) ও মুহাম্মদ ইব্নু মুসান্না (র)......আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَاكَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

১৩৮০. ইব্ন আবূ উমার (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফিরিশ্তারা তোমাদের মধ্যে তার জন্য দু'আ করতে যতক্ষণ সে সালাতের স্থানে বসে থাকে। তাঁরা বলতে থাকে "ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অযূ নষ্ট না করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে গণ্য যতক্ষণ তাকে সালাত অপেক্ষায় থাকবে"।

١٣٨١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَاكَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

১৩৮১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যতক্ষণ কোন বান্দা সালাতের স্থানে থেকে সালাতের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যেই গণ্য করা হয়। আর ফিরিশ্তারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি উঠে যায় অথবা হাদাস করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হাদাস কী? তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নিঃসরণ হওয়া।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

১৩৮২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আবদ্ধ রাখে ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যে গণ্য। সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে তার পরিবারের দিকে যেতে বাধা দেয় নি।

١٣٨٣- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَدُكُمْ مَاقَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِيْ صَلَاةٍ مَالَمْ يُحْدِثْ تَدْعُوْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

১৩৮৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে সালাতে আছে বলেই ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য করা হয়, যতক্ষণ সে হাদাস না করে। আর ফিরিশ্তারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ্! তার উপর রহমত বর্ষণ কর।

١٣٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هٰذَا.

১৩৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَاَبُوْكُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَمْشًى فَاَبْعَدُهُمْ وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَنَامُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ كُرَيْبٍ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ فِيْ جَمَاعَةٍ.

১৩৮৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ আশ'আরী (র) ও আবূ কুরায়ব (র).......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সালাতের সব চাইতে বড় প্রতিদানের অধিকারী, যে অধিক দূর থেকে হেটে সালাতে আসে। তারপর ঐ ব্যক্তি যে অপেক্ষাকৃত অল্প দূর থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করার অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সাওয়াবের অধিকারী, যে (একাকী) সালাত আদায় করে নিদ্রা যায়। আবূ কুরায়বের অপর এক বর্ণনায় জামা'আতের সহিত ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের অপেক্ষায় থাকে' উল্লেখ রয়েছে।

١٣٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَاَعْلَمُ رَجُلًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَاتُخْطِئُهُ صَلَاةٌ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ اَوْقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَايَسُرُّنِيْ اَنَّ مَنْزِلِيْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

১৩৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, যার বাড়ী অপেক্ষা কারো বাড়ী মসজিদ থেকে অধিক ছিল বলে আমার জানা নাই। কিন্তু তাঁর কোন সালাত বাদ পড়ত না। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁকে বলা হলো অথবা আমি তাঁকে বললাম, তুমি যদি একটি গর্দভ ক্রয় কর তাহলে তাতে চড়ে অন্ধকারে এবং গরমের সময় আসতে পারবে। সে বলল, আমার বাড়ী মসজিদের নিকটবর্তী হোক, তাতে আমি খুশী নই। আমি চাই যে, মসজিদে হেটে যাওয়া এবং আমার ঘরে ফিরে আসা আমার আমলনামায় লিখা হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমার জন্য পুরাপুরি জমা করেছেন।

١٣٨٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ بِنَحْوِهِ .

১৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) তায়মী থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بَيْتُهُ اَقْصَى بَيْتٍ فِى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ لاَتُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْنَالَه يَافُلاَنُ لَوْ اَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيْكَ مِنْ هَوَامِّ الْاَرْضِ قَالَ اَمَاوَاللّٰهِ مَااُحِبُّ اَنَّ بَيْتِيْ مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتّٰى اَتَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَلَهُ يَرْجُوْ فِيْ اَثَرِهِ الْاَجْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لَكَ مَااحْتَسَبْتَ .

১৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাক্র আল-মুকাদ্দামী (র)......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ী ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর কোন সালাতই বাদ পড়ত না। আমার তার জন্য দুঃখিত হলাম এবং আমি তাকে বললাম, হে অমুক! তুমি যদি একটি গাধা কিনে নিতে তাহলে তা তোমাকে তাপ এবং মাটির কীট থেকে রক্ষা করত। লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার বাড়ী মুহাম্মাদ ﷺ -এর বাড়ীর নিকটবর্তী হোক, আমি তা পসন্দ করি না। বর্ণানাকারী বলেন, তার কথায় আমার মনে বাঁধল। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ডাকলেন। তাঁর কাছেও সে অনুরূপ কথা বলল এবং জানাল যে, সে তার পায়ে হাটার সাওয়াব কামনা করে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন; তুমি যা আশা করেছ, তা তুমি পাবে।

١٣٨٩- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُبْنُ اَبِيْ عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১৩৮৯. সাঈদ ইব্ন আমর আল-আশ'আসী, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমার (র) ও সাঈদ ইব্ন আযহার আল-ওয়াসিতী (র)......আসিম (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٠- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّابْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَارَدْنَا اَنْ نَبِيْعَ بُيُوْتَنَا فَنَقْرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً .

১৩৯০. হজ্জাজ ইব্‌নুশ-শাঈর (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ী মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। ফলে আমরা ইচ্ছা করলাম যে, আমরা আমাদের বাড়ীটি বিক্রি করে দেব এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে যাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রতি কদমে সাওয়াব রয়েছে।

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِبْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِفَاَرَادَ بَنُوْسَلِمَةَ اَنْ يَنْتَقِلُوْا اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَابَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ .

১৩৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের কাছাকাছি কিছু জায়গা খালী হয়। তাতে বানু সালামার লোকেরা মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এই খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা নাকি মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা রাখ? তারা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মসজিদের কাছাকাছি যাওয়ার মনস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে বানু সালামা! তোমরা তোমাদের ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তোমরা ঘরে থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَابَنِىْ سَلِمَتَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ فَقَالُوْا مَاكَانَ يَسُرُّنَا اَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا.

১৩৯২. আসিম ইব্‌ন নাযার আত তায়মী (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সালামার লোকেরা বাড়ী পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসতে ইচ্ছা করে। রাবী বলেন, একটি জায়গাও খালী ছিল। এই খবরটি নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বানূ সালামা! তোমরা তোমাদের ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তখন বলল, এখন বাড়ী বদলিয়ে আসা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক রইল না।

١٣٩٣- حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِبْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

১৩৯৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বগৃহে পবিত্রতা অর্জন করল, তার পর হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে গেল, এই জন্য যে আল্লাহ্‌র ফরযগুলোর কোন ফরয আদায় করবে। তাহলে তার পদচিহ্নের একটিতে একটি গুনাহ্ মাফ হবে এবং আরেকটিতে মর্যাদা উন্নীত হবে।

١٣٩٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَيَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

১৩৯৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, বাক্‌রের হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, বলত তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার (শরীরে) কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত এ-ই। আল্লাহ্ তা'আলা এ সালাত দ্বারা পাপ মোচন করেন।

١٣٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ الْحَسَنُ وَمَا يُبْقِي ذٰلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

১৩৯৫. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা (র).......জাবির অর্থাৎ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ হলো প্রবল স্রোতস্বিনী নদীর মত যা তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে প্রবাহিত, যাতে সে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে। হাসান বলেন, তাতে তার গায়ে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ .

১৩৯৬. আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে আসা-যাওয়া করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল-সন্ধ্যার জন্য যিয়ারতের ব্যবস্থা করেন।

٩١. بَابُ فَضْلِ الْجُلُوْسِ فِيْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ .

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের পর বসে থাকার এবং মসজিদের ফযীলত

١٣٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِبْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا كَانَ لاَيَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ يُصَلِّي فِيْهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فِيْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ .

১৩৯৭..আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......সিমাক ইব্‌ন হার্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসতেন? তিনি বললেন, হাঁ, বহুবার। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে মুসাল্লায় ফজরের অথবা বলেছেন ভোরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতেন। তারপর যখন সূর্য উদিত হতো তখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। আর লোকেরা সেথায় জাহিলী যুগের ন্যায় কথাবার্তা বলত ও হাসাহাসি করত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসতেন।

١٣٩٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

১৩৯৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি মুসাল্লায় বসে থাকতেন, যতক্ষণ না ভালভাবে সূর্যোদয় হত।

١٣٩٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُوْبَكْرِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْالأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُوْلاَ حَسَنًا.

১৩৯৯. কুতায়বা, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌নুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......সিমাক (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। কিন্তু তাতে ভালভাবে حَسَنًا শব্দটির উল্লেখ নেই।

١٤٠٠- وَحَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ ذُبَابٍ فِيْ رِوَايَةِ هٰرُوْنَ وَفِيْ حَدِيْثِ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا.

১৪০০. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) এবং ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সব চাইতে পসন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সব চাইতে অপসন্দনীয় স্থান বাজার।

٩٦. بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

৯২. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির জন্য কে বেশী যোগ্য

١٤٠١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ.

১৪০১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)......আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি তিনজন একত্রিত হয় তবে একজন তাদের ইমামতি করবে। আর ইমাম হওয়ার সব চাইতে যোগ্য তিনি, যিনি তাদের মধ্যে কুরআন পাঠ সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ।

١٤٠٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৪০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) এবং আবূ গাস্‌সান আল-মিসমাঈ (র)...... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيْعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না ও হাসান ইব্‌ন ঈসা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِيْ رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا.

১৪০৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠে সব চাইতে অভিজ্ঞ। কুরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ্ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক রকম হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলেই সমান হয়, তবে যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবে না। আশাজ্জ তাঁর রিওয়ায়াতে বলেন যে, ইসলামের স্থলে বয়সের কথা বলেছেন।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৪০৫. আবূ কুরায়ব (র) ইসহাক (র), আশাজ্জ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)...... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

١٤٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِهِ وَلَا فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ.

১৪০৬. মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র) ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন, সেই ব্যক্তিই লোকদের ইমামতি করবে যে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠে অধিক অভিজ্ঞ। যদি কিতাব পাঠে সকলেই সমান হয়, তবে সে ইমামতি করবে যে আগে হিজরত করেছে। যদি হিজরাতেও সকলেই সমান হয়, তবে বয়সে যে বড়, সে ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ অন্য কারো ঘরে কিংবা অন্য কারো স্থানে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে তার আসনে বসবে না।

١٤٠٧– وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَقِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

১৪০৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র)...... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ দিন তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ প্রবণ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের জন্য উদগ্রীব আছি। তিনি আমাদের পরিজনদের কাকে কাকে রেখে এসেছি জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে তা জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান কর। আর তাদের শিক্ষা শিক্ষা দাও ও সৎকাজের আদেশ কর। আর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সালাতের ইমামতি করবে।

١٤٠٨– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ لِي اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اَبُوْ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ وَاقْتَصَّا جَمِيْعًا الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

১৪০৮. আবু'র রাবী আয-যাহরানী (র), খালাফ ইব্ন হিশাম (র) ও ইব্ন আবূ উমর (র)...... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস আবূ সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কয়েকজন লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। আর আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। পরবর্তী অংশ ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ।

١٤٠٩– وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا اَرَدْنَا الاِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

১৪০৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)...... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে আমার একজন সাথী সহ এলাম। আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে ফিরে যেতে চাইলাম তখন তিনি আমাদের বললেন, যখন সালাতের সময় হয়, তখন আযান দিও; তারপর ইকামত দিও। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে ইমামতি করবে।

١٤١٠– وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ .

১৪১০. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......খালিদ আল-হায্‌যা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, হায্‌যা (র) বলেছেন, তারা উভয়ে কুরআন পাঠে প্রায় সমান ছিলেন।

٩٣. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوْتِ فِيْ جَمِيْعِ الصَّلَاةِ اِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ.

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আবর্তিত হয়, তখন সকল সালাতে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে

١٤١١– حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا اَنَّهُ تَرَكَ ذٰلِكَ لَمَّا اُنْزِلَ « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ. »

১৪১১. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাতে কিরা'আত শেষ করতেন ও তাক্‌বীর বলতেন এবং (রুকূ থেকে) মাথা উঠাতেন, তখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলতেন। পরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি ওয়ালীদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ, সালামা ইব্‌ন হিশাম এবং আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে মুক্তি দাও এবং অন্যান্য দুর্বল মু'মিনদের নাজাত দাও। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর কাঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর। তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। ইয়া আল্লাহ্! লিহ্‌য়ান, রি'ল, যাক্‌ওয়ান ও উসায়্যা গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে, তাই তাদের উপর তোমার লা'নত নাযিল কর। কিন্তু পরে আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি লা'নত করা বাদ দিয়েছেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

"আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন না শাস্তি দিবেন তা আপনার ইখ্‌তিয়ার ভুক্ত নয়; তারা নিশ্চয়ই যালিম।"

١٤١٢– وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ.

১৪১২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আম্‌র আন্ নাকিদ (র)...... আবূ হুরায়রা (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়া আল্লাহ্! তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর অনুরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত কর। কিন্তু তিনি এর পরের অংশ বর্ণনা করেন নি।

١٤١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِيْ صَلَاةٍ شَهْرًا اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُوْلُ فِيْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلَى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيْلَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا.

১৪১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহ্‌রান রাযী...... আবূ সালাম (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (র) তাঁদের কাছে হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে রুকুর পর একমাস ব্যাপী কুনূত পড়েছেন। 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর কুনূতে তিনি বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্‌নুল ওয়ালীদকে মুক্তি দাও; ইয়া আল্লাহ্! সালামা ইব্‌ন হিশামকে নাজাত দাও; ইয়া আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে মুক্তিদান কর; ইয়া আল্লাহ্! অত্যাচারিত দুর্বল মু'মিনদের মুক্তি দাও; ইয়া আল্লাহ্! 'মুদার' গোত্রের শাস্তি কঠোর কর। ইয়া আল্লাহ্! ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত তাদের উপর সেইরূপ দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ ছেড়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য দু'আ করা ছেড়ে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (র) বললেন, বলা হলো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তারা এসে গেছে?

١٤١٤- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّيْ الْعِشَاءَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ اَللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْاَوْزَاعِيِّ اِلَى قَوْلِهِ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

১৪১৪. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (র) তাঁকে বলেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সামনে ইশার সালাত আদায় করছিলেন। তিনি 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বললেন, তারপর সিজ্‌দা করার আগে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবী'আকে (কাফিরদের হাত থেকে) মুক্তি দান কর। অতঃপর আওযাঈর হাদীসের অনুরূপ...... ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর মত দুর্ভিক্ষ নাযিল কর' পর্যন্ত বর্ণনা করেন; কিন্তু এর পরের অংশটি বর্ণনা করেন নি।

١٤١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

১৪১৫. মুহাম্মদ ...ুল মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের অনুরূপ তোমাদের সালাত পড়াচ্ছি। আবূ হুরায়রা (রা) যুহ্‌র, এশা ও ফজরের সালাতে 'কুনূত' পড়তেন। মুসলমানদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতেন।

١٤١٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَنَسٌ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتّٰى نُسِخَ بَعْدُ «أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ».

১৪১৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বির-ই মা'উনার মুবাল্লিগদের হত্যাকারীদের প্রতি ক্রমাগত ত্রিশ দিন ফজরের সালাতে বদ্ দু'আ করেছেন। রি'ল যাক্ওয়ান, লিহ্‌য়ান ও উসায়্যা গোত্রের উপরও বদ্ দু'আ করেছেন; কেননা তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে। আনাস (রা) বলেন, বির-ই মা'উনায় শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। আর আমরা সেই আয়াতটি পাঠ করতাম, অবশেষে তা মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি হলো- أَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ -আমার কাওমের কাছে সংবাদ পৌছে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সংগে মিলিত হয়েছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

١٤١٧- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا.

১৪১৭. আম্‌র আন্ নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ফজরের সালাতে কুনুত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, রুকূ করার পর কিছু সময়।

١٤١٨- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُوْلُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৪১৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আল-আনবারী (রা), আবূ কুরায়ব (র), ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে রুকুর পরে এক মাস কুনূত পাঠ করেছেন। রি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রদ্বয়ের উপর বদ্দু'আ করেছেন। উসায়্যা গোত্র সম্পর্কে বলেছেন, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে।

١٤١٩– وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُوْا عَلٰى بَنِىْ عُصَيَّةَ .

১৪১৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে রুকুর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন। উসায়্যা গোত্রের উপর বদ্দু'আ করেছেন।

١٤٢٠– وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَئَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْبَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ قُلْتُ فَاِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلٰى اُنَاسٍ قَتَلُوْا اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ .

১৪২০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র)...... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম, তা কি রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকুর আগে। আসিম (র) বলেন, আমি বললাম, লোকেরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকুর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রুকুর পরে) একমাস কুনূত পাঠ করেছেন, তিনি সেই সমস্ত লোকদের প্রতি বদ্দু'আ করেছেন, যারা তাঁরা সংখ্যক সাহাবীকে হত্যা করেছিল যাদেরকে 'ক্বারী' বলা হতো।

١٤٢١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلٰى سَرِيَّةٍ مَاوَجَدَ عَلَى السَّبْعِيْنَ اُصِيْبُوْا يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ كَانُوْا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى قَتَلَتِهِمْ

১৪২১. ইব্ন আবূ উমর (র), আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কোন সারিয়্যার (বাহিনীর) সম্বন্ধে এত বেশী দুঃখিত হতে.দেখি নি। যতখানি দুঃখিত হয়েছিলেন সেই সত্তর জন সাহাবীর জন্য যাঁদের 'বির-ই মা'উনা'র দিন শহীদ করা হয়েছিল, তাঁদের 'কারী' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হত্যাকারীদের এক মাস ধরে বদ্দু'আ করতে থাকলেন।

١٤٢٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

১৪২২. আবূ কুরায়ব এবং ইব্ন উমর (র)...... আনাস (র) উক্ত হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কারো বর্ণনা অন্যদের চাইতে কিছু বর্ধিত হয়েছে।

١٤٢٣- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ.

১৪২৩. আম্র আন্ নাকিদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি লা'নত করেন রি'ল, যাক্ওয়ান ও উসায়্যা গোত্রের পতি যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

١٤٢٤- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسٰى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১৪২৪. আম্র আন্ নাকিদ (র)...... আনাস (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلٰى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

১৪২৫. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি আরবের কয়েকটি গোত্রের উপর বদ্ দু'আ করেন। এরপর তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

১৪২৬. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্ন (র)...... বারা ইব্ন আযিব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবে কুনূত পাঠ করতেন।

١٤٢٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

১৪২৭. ইব্ন নুমায়র (র)...... বারা ইব্ন আযিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবে 'কুনূত' পাঠ করেছেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ ‏"‏ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ‏"‏ ‏.‏

১৪২৮. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন সারাহ্ আল-মিস্‌রী (র)...... খুফাফ ইব্‌ন ঈমা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এই দু'আ পাঠ করেছেন, হে আল্লাহ্! আপনি লা'নত করুন বানূ লিহ্‌য়ান, রি'ল ও যাক্‌ওয়ানকে এবং উসায়্যাকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা দান করুন।

١٤٢٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ ‏"‏ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَالْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا ‏.‏ قَالَ خُفَافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ‏.‏

১৪২৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র) কুতায়বা (র) ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)...... হারিস ইব্‌ন খুফাফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুফাফ ইব্‌ন ঈমা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ করে মাথা উঠানোর পর বলেন ঃ গিফার, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন; আসলাম, আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা দান করুন। আর উসায়্যা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করেছে। হে আল্লাহ্! বানূ লিহ্‌য়ানের প্রতি লা'নত এবং রি'ল ও যাক্‌ওয়ানের প্রতি লা'নত দাও। তার পর নবী ﷺ সিজ্‌দায় যান। খুফাফ (রা) বলেন, এ কারণে কাফিরদের লা'নত দেওয়া হয়।

١٤٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الأَسْقَعِ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ‏.‏

১৪৩০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব (র)...... খুফাফ ইব্‌ন ঈমা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে 'এ কারণে কাফিরদের লা'নত কার হয়' উল্লেখ করেন নি।

٩٤- بَابُ قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا.

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

١٤٣١- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

سَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اِكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اِسْتَنَدَ بِلاَلٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ
بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ
حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَىْ
بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ اَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِىْ اَخَذَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا
فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ
فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ
قَالَ يُوْنُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرٰى .

১৪৩১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তুজায়বী (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাত্রে সফর করলেন। অবশেষে যখন তাঁর তন্দ্রা পেল, তখন তিনি শেষ রাত্রে (একস্থানে) মনযিল করলেন এবং বিলাল (র) কে নির্দেশ দিলেন, তুমি আমাদের জন্য এ রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তারপর বিলাল (রা) সালাত আদায় করেন যা তাঁর সামার্থ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে বিলাল (রা) পূর্ব দিকে মুখ করে তাঁর বাহনের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। বিলালের চোখ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন তিনি তাঁর সাওয়ারীতে হেলান দেয়া অবস্থায়ই ছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা) বা সাহাবীদের কেউই জাগলেন না, যতক্ষণ না সূর্যের কিরণ তাঁদের উপর পতিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম জাগলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেরেশান হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হে বিলাল! বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনার আত্মা যিনি নিয়ে নিয়েছেন, আমার আত্মাও তিনি নিয়ে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সাওয়ারী গুলোকে এখান থেকে নিয়ে চল। তারপর কিছু দূর নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলেন। তিনি সালাতের ইকামত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে বললেন, তোমাদের কেউ যদি সালাত ভুলে যায়, তবে স্মরণ মাত্র যেন আদায় করে নেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ "আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর"। ইউনুস (র) বলেন, এর স্থলে ইব্‌ন শিহাব لِلذِّكْرٰى পাঠ করতেন।

١٤٣٢–وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْىٰ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ
حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْحَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ
عَرَّسْنَا مَعَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ
بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَاِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ ثُمَّ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

১৪৩২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা একবার শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাগতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা সকলেই নিজ সাওয়ারীর মাথায় ধরে নিয়ে চল। কেননা এই মনযিলে আমাদের কাছে শয়তান এসে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং দু'টি সিজ্দা করলেন; আর ইয়াকূব (র) বলেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٤٣٣–وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ
عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تَسِيْرُوْنَ عَشِيَّتَكُمْ
وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُوْنَ الْمَاءَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لاَيَلْوِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ
فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَاَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ اُوْقِظَهُ حَتّٰى اعْتَدَلَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ
حَتّٰى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ اُوْقِظَهُ حَتّٰى اعْتَدَلَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ
قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِىَ اَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ حَتّٰى كَانَ
يَنْجَفِلُ فَاَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ مَتّٰى كَانَ هٰذَامَسِيْرَكَ
مِنِّىْ قُلْتُ مَازَالَ هٰذَا مَسِيْرِىْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللّٰهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ قَالَ هَلْ تَرَانَا
نَخْفٰى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرٰى مِنْ اَحَدٍ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ اٰخَرُ حَتّٰى
اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيْقِ فَوَضَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوْا
عَلَيْنَا صَلاَتَنَا فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِىْ ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِيْنَ ثُمَّ
قَالَ ارْكَبُوْا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَئَاةٍكَانَتْ مَعِىْ فِيْهَا
شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوْءًا دُوْنَ وُضُوْءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لاَبِىْ
قَتَادَةَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيْضَاءَتَكَ فَسَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبْنَا
مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ اِلٰى بَعْضٍ مَاكَفَّارَةُ صَنَعْنَا بِتَفْرِيْطِنَا فِىْ صَلاَتِنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا لَكُمْ
فِىَّ اُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلٰى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتّٰى
يَجِىْءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْاُخْرٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَاِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا
عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَاتَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوْا قَالَ ثُمَّ قَالَ اَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوْا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ اَبُوْ

بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَاِنْ يُطِيْعُوْا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوْا قَالَ فَانْتَهَيْنَا اِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لاَهُلْكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ اَطْلِقُوْا لِيْ غُمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيْضَاَةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُبُّ وَاَبُوْ قَتَادَةَ يَسْقِيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ رَاَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيْضَاَةِ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسِنُوا الْمَلاَ كُلُّكُمْ سَيَرْوِى قَالَ فَفَعَلُوْا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُبُّ وَاَسْقِيْهِمْ حَتّٰى مَابَقِيَ غَيْرِيْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ اِشْرَبْ فَقُلْتُ لاَ اَشْرَبُ حَتّٰى تَشْرَبَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّيْنَ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ اِنِّىْ لَاُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ مَسْجِدِ الْجَامِعِ اِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اُنْظُرْ اَيُّهَا الْفَتٰى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَاِنِّىْ اَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ فَاَنْتَ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ حَدِّثْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَاشَعَرْتُ اَنَّ اَحَدًا حَفِظَهُ حِفْظْتَهُ

১৪৩৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ভাষণে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলতে থাক অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ইনশ্‌আল্লাহ্ আগামীকাল সকালে পানির নিকট পৌঁছে যাবে। তারপর লেকেরা এমনভাবে পথ চলতে লাগল যে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিল না। আবূ কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এভাবে চলছিলেন। এমনকি অর্ধরাত হয়ে গেল, আমি তাঁর পাশে ছিলাম আবূ কাতাদা (র) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তন্দ্রা পেল। তিনি সাওয়ারীর উপর থেকে চলতে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে না জাগিয়ে তাঁকে ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সাওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারপর চলতে থাকলেন। অবশেষে রাতের বেশী অংশ গত হলে তিনি সাওয়ারীর উপর আবার একদিকে ঢুলতে লাগলেন। আমি তাঁকে না জাগিয়ে আবার ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সাওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তারপর আবার চলতে লাগলেন। যখন সাহরীর শেষ সময় এলো তখন তিনি পূর্বের দু'বারের চাইতে এত অধিক ঢুলে পড়লেন যে, প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আবার ঠেস দিলাম। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কে? আমি বললাম, আবূ কাতাদা। তিনি বললেন, তুমি কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলেছ? আমি বললাম, সারা রাত ধরে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাকে হিফাযত করুন, যেহেতু তুমি আল্লাহ্‌র নবীকে হিফাযত করেছ। তারপর বললেন, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ ? আমরা কি লোকদের থেকে আড়ালে পড়ে গেছি? তিনি আবার বললেন, কাউকে কি দেখতে পাচ্ছ ? আমি বললাম, এই একজন সাওয়ার। আবার বললাম, এই আর একজন সাওয়ার। এরূপ আমরা সাতজন সাওয়ারী একত্রিত হলাম। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাস্তা থেকে একটু সরে গেলেন এবং (আরাম করার জন্য) মাথা রাখলেন তারপর বললেন, তোমরা আমাদের সালাতের সময়ের লক্ষ্য রাখবে। যাঁরা জাগলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জাগলেন তাঁদের কিরণ স্পর্শ করছিল। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমরা সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আরোহন কর। আমরা আরোহন করলাম এবং চলতে লাগলাম। এমন কি সূর্য যখন উপরে উঠল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং উযূর পাত্র চাইলেন। তা আমার কাছে ছিল এবং তাতে অল্প পানি ছিল। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই পানি থেকে ভালভাবে উযূ করলেন। তিনি বলেন, তাতে কিছু পানি অবশিষ্ট রইল। তারপর আবূ কাতাদা (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের জন্য তোমার এ উযূর পাত্রটি হিফাযতে রাখ। শীঘ্রই তা থেকে বিরাট ঘটনা প্রকাশ পেতে পারে। তারপর বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ফজরের দু' রাক'আত (ফরয) আদায় করলেন। অন্যান্য দিনে যেমনভাবে আদায় করেন, আজকেও সেভাবেই আদায় করলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আমরা সাওয়ার হয়ে চললাম। তিনি বলেন, আমরা একে অপরকে চুপে চুপে বলতে লাগলাম, আমরা সালাতের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছি, তার কাফ্ফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য ব্যক্তির জন্য, যে সালাত আদায় করে না, এমনকি অন্য সালাতের সময় এসে পড়ে। কারো যদি এরূপ হয়, তবে তার উচিত সজাগ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেয়া। তারপর যখন দ্বিতীয় দিন আসবে, তখন যেন ঠিক সময় মত সেই সালাত আদায় করে। তারপর বললেন, তোমাদের ধারণা কি? লোকেরা কি করছে? অতঃপর নিজেই বললেন, "ভোর হলে লোকেরা তাদের নবীকে দেখতে পেল না। আবূ বক্র ও উমার বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনেই রয়েছেন। তিনি তোমাদের পেছনে ফেলে যেতে পারেন না। আর লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে রয়েছেন। তারা আবূ বক্র (রা) ও উমর (রা) ﷺ -এর কথা মেনে নিলেই ঠিক করত"। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, আমরা দুপুরের দিকে তাদের কাছে পৌঁছলাম। তখন সকল কিছু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লোকেরা বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিপাসায় আমরা মরে গেলাম। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা হালাক হবে না। তারপর বললেন, আমার পেয়ালটি আন। তিনি বলেন, তারপর সেই উযূর পানির পাত্রটি তলব করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে পানি ঢাললেন। আর আবু কাতাদা (রা) লোকদের পান করাতে লাগলেন। লোকেরা পাত্রের পানি দেখে এতেই ভীড় করল যে, সকলেই একে ঘিরে বসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখ। তোমরা তৃপ্তি লাভ করবে। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তারা তাই করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি ঢালতে লাগলেন। আর আমি তাদের পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ বাদ রইল না। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি ঢেলে আমাকে বললেন, তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি পান করার আগে আমি পান করব না। তিনি বললেন, যে লোকদের পানি পান করায় সে সকালের শেষেই পান করে। তিনি বলেন, আমি পানি পান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, লোকেরা পানি পান করল আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে। রাবী বলেন, (আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনাকারী রাবী) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জানি মসজিদে এই হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম। এমন সময় ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) বললেন, হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, তুমি কী বলছ। কেননা আমি সে রাতে একজন আরোহী ছিলাম। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আপনি হাদীসটি অধিক জানেন। তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আনসার। তিনি বললেন, তবে তুমি বর্ণনা কর। কারণ তুমি এ সম্পর্কে অবশ্য ভালই জান। তারপর আমি পূর্ণ হাদীসটি লোকদের কাছে বর্ণনা করলাম। ইমরান (রা) বললেন, আমি সেই রাত্রে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তুমি যেভাবে মনে রেখেছ অন্য কেউ এভাবে মনে রেখেছে বলে আমার জানা নেই।

١٤٣٤- وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُبْنُ سَعِيْدِبْنِ صَخْرٍالدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ ابْنُ زَرِيْرٍالْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَارَجَاءٍالْعُطَارِدِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَاَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا اَعْيُنُنَا حَتّٰى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا اَبُوْ بَكْرٍ وَكُنَّا لاَ نُوْقِظُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ اِذَا نَامَ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَاٰى الشَّمْسَ قَدْبَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوْا فَسَارَبِنَا حَتّٰى اِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّاانْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَافُلاَنُ مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ فَصَلّٰى ثُمَّ عَجَّلَنِيْ فِيْ رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ اَيْهَاهْ لاَمَاءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ مَسِيْرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قُلْنَاانْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا شَيْئًا حَتّٰى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَاَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِيْ اَخْبَرَتْنَا وَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا مُوْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ اَيْتَامٌ فَاَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَاُنِيْخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً عِطَاشٌ حَتّٰى رَوِيْنَا وَمَلأَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ اَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ (يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ) ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَاكَانَ عِنْدَكُمْ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرٍ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِيْ فَاَطْعِمِيْ هٰذَا عِيَالَكِ وَاعْلَمِيْ اَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ فَلَمَّا اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ الْبَشَرِ اَوْ اِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللّٰهُ ذَالِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا.

১৪৩৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখ্‌র আদ-দারিমী (র)......ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলতে ছিলাম। যখন প্রভাতের কাছাকাছি সময় হল তখন আমরা মনযিল করলাম। আমাদের চোখ বুঝে গেল এমনকি সূর্য উঠে গেল। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম জেগে উঠলেন। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন নবী ﷺ ঘুমাতেন তখন তাঁর ঘুম থেকে তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজে জেগে উঠতেন। এরপর

উমর (রা) জেগে উঠলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়া দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর দিতে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি মাথা তুলে দেখতে পেলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা চল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে চললেন। যখন সূর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। লোকদের মধ্য থেকে একজন আলাদা রইল। সে আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করল না। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তোমাকে আমাদের সাথে সালাত আদায় থেকে বিরত রাখল? সে বলল, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমি জুনুবী হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের আদেশ করলেন। সে মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন আরোহী সহ আমকে পানির তালাশে আগে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়েছিলাম। আমরা যখন পথ চলছিলাম, তখন আমরা এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। সে উটের পিঠে দু'টি পানির মশ্‌কের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, পানি কোথায় আছে? সে বলল, অনেক অনেক দূরে. তোমরা পানি পাবে না। আমরা বললাম, তোমার বাড়ী থেকে পানির স্থানের দূরত্ব কতটুকু? সে বলল, একদিন ও এক রাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে চলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে? আমরা তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে নিয়ে গেলাম। তিনিও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁর কাছেও সেরূপই বলল, যেমন আমাদের কাছে বলেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এও জানাল যে, সে একজন বিধবা, তার কয়েকজন ইয়াতীম বাচ্চা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পানি বাহক উটটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে সেটি বসানো হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশক দু'টির উপরের মুখ দু'টিতে কুল্লির পানি ঢেলে দিলেন। তারপর আমরা ৪০ জন পিপাসার্ত ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সংগে যে মশক ও পাত্র ছিল, তা ভরে নিলাম। আমাদের সে সঙ্গীটিকেও গোসলের পানি দিলাম। সেও ভালভাবে গোসল করল করল; তবে আমাদের উটগুলোকে পানি পান করাইনি। এদিকে মশক দু'টি পানিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমাদের সঙ্গে যার যা আছে নিয়ে এসো। আমার তাঁর জন্য রূটি টুক্‌রা ও খেজুর একত্রিত করলাম। আর তাঁর জন্য এগুলো একটি পোটলায় বেঁধে দেওয়া হল। তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি যাও আর এগুলি তোমার পরিবারকে এবং তোমার ইয়াতীমদের খাওয়াও। আর জেনে রাখ, মনে রেখো, আমরা তোমার পানি কমাই নি। তারপর সে যখন তার পরিবারের কাছে এল তখন বলল, আমি আজ মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় যাদুকরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, অথবা, তার ধারণা অনুযায়ী, তিনি নবী। তার ব্যাপার ছিল এইরূপ, এইরূপ। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার বদৌলতে তার গোত্রটিকে হিদায়াত করলেন। মহিলাটিও ইসলাম গ্রহণ করল এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করল।

١٤٢٥– حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ اَبِيْ جَمِيْلَةَ الْاَعْرَابِيُّ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَتَ الَّتِيْ لاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ اَحْلٰى مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ سَلْمِ بْنِ زَرِيْرٍ وَزَادَ

وَنَقَصَ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيْدًا فَكَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيْرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِىْ أَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَضَيْرَ ارْتَحِلُوْا وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ

১৪৩৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র)........ ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলছিলাম। রাত যখন শেষ হয়ে এলো এবং প্রভাত নিকটবর্তী হলো, তখন আমরা শুয়ে পড়লাম। এটি মুসাফিরের জন্য হয়ে এলো এবং প্রভাত নিকটবর্তী হলো, তখন আমরা শুয়ে পড়লাম। এটি মুসাফিরের জন্য এমন একটি কাঙ্খিত বস্তু যার তুলনা হয় না। তারপর সূর্য কিরণ ছাড়া আমাদের কেউ জাগাতে পারেনি। পরে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ সাল্‌ম ইব্‌ন যারীরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এই বর্ণনাও রয়েছে যে, উমর (রা) জেগে উঠে লোকদের অবস্থা দেখলেন। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এবং খুবই শক্তিশালী। তারপর তিনি উচ্চঃস্বরে তাক্‌বীর দিতে লাগলেন। তাঁর শব্দের উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তাঁর জাগার পর লোকেরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে নানা অভিযোগ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন ক্ষতি নেই, এই স্থান ত্যাগ কর পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٣٦- قَالَ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَكَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى.

১৪৩৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়া মাত্র সে তা আদায় করে নেবে। এর কোন কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নেই। বরং আদায় করাই কাফ্‌ফারা। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى 'আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।'

١٤٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ

১৪৩৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটিতে "এর কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নাই বরং আদায় করাই কাফ্‌ফারা" অংশটি উল্লেখ করেন নাই।

١٤٣٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْنَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا.

১৪৩৮. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সালাতের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে এর কাফ্ফারা হলো স্মরণ হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেয়া।

١٤٣٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ.

১৪৩৯. নাস্র ইব্ন আলী জাহযামী (র)......... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায় তাহলে তার স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে সালাত আদায় কর।'

ইফাবা—২০০৪—২০০৫—৬৭৬৪(উ)—৩২৫০